সুধাকর গ্রন্থাবলী

জ্ঞান-গুণাকর গীতারত্ন

শ্রীমৎ কুমারনাথ সুধাকরের

মৃত্যুর পারে

নূতন মহাদেশ

সটীক

চতুর্থ সংস্করণ

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মুখোপাধ্যায়
১৭নং কলিমুদ্দি লেন, বিডন্ ষ্ট্রীট্ পোঃ,
কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৫৬ সাল।

মুদ্রাকর :—শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
বেণী প্রেস
২০৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

 [মূল্য ১৲ টাকা

আশীর্ব্বাদ

ভবন অভয় ধাম শ্রীগুরুনন্দন নাম
ভ্রাতুষ্পুত্রে করিলাম আশীষ অশেষ—
মুক্ত হও, ভক্তি ভরে প্রাণাধিক ধর করে
আমার "মৃত্যুর পারে নব মহাদেশ ।"
"আমি মুক্ত" ভাবি মনে, মুক্তি জাগে জীবপ্রাণে
"আমি বদ্ধ" ভাবি লোক থাকে বন্ধনেই,
যাহার যেমন মতি, তাহার তেমন গতি,
কি আর কহিব সত্য, সার তত্ত্ব এই । (অষ্টাবক্র)

(ইতি গ্রন্থকারস্য

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

অধ্যাত্ম ভারত-দ্বাদশপর্ব্ব

মৃত্যুর পারে

নূতন মহাদেশ।

প্রথম দর্শন—শ্রীঃ

অধ্যাত্ম-ভারত কথা মধু হ'তে মধু,
শুনি সুখী বালবৃদ্ধ বঙ্গ-কুলবধূ।
দ্বাদশ পর্ব্বেতে তার শুনি সবিশেষ,
অপূর্ব্ব সে মৃত্যুপারে নব মহাদেশ।
বিন্ধ্যাচল সমতল ক্ষেত্রের উপর
শোভে লক্ষ লতা বৃক্ষ জন-মনোহর।
মধু-মদে মত্ত যেন তরুলতা-প্রাণ,
শান্তিরূপা গিরিকান্তি শোভিত সে স্থান
মেঘশ্যাম দেশে ভাসে প্রকৃতির শোভা,
দিগঙ্গনা আস্যে যেন হাস্য মনোলোভা।

সমীরণ নাচাইয়া সরসী-কমল,
বিশুদ্ধ ছড়ায়ে জল করিছে পিঙ্গল।
বায়ুভরে তরুপরে দোলে ফল ফুল,
বনদেবী কর্ণমূলে দোলে যেন দুল!
ঘুর্ণপাকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে অলি,
শ্রুত হয় মধুময় বিহগ-কাকলি।
ছড়ায় কৃষক-নারী সঙ্গীত মাধুরী,
স্বর্গীয় মাধুর্য্য যেন করিয়াছে চুরি।
গিরিতটে সন্নিকটে উপত্যকা কত,
জটাজুটধারী যোগী যাগযোগে রত।
কেহ পর্ণাশ্রমে থাকে লতা কুঞ্জে কেহ,
শিরেতে পাটল জটা ধূম্রবর্ণ দেহ!
বিনতা হরিৎলতা ফুলে কাড়ে প্রাণ,
গুণ গুণে অলি করে ফুলগুণ গান।
শ্বেত পীত লোহিতের কত শত পাখী,
মুখরিত বন নিত্য করে ডাকি ডাকি।
ময়ুর ময়ূরী নাচে শাখীর শাখায়,
বিশ্বশিল্পী-করলিপি পাখীর পাখায়।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী রঙ্গে করে ছুটাছুটি,
প্রকৃতির মহাপ্রাণ উঠিতেছে ফুটি।
পর্ব্বত পশ্চিম পার্শ্বে প্রবাহিনী কাছে,
বিশাল বিটপী বট বাহু মেলি আছে।

তীর্থ আশে সাধুবেশে সে দেশে যে চলে,
যাপয়ে যামিনী সেই চারু তরুতলে।
উৰ্দ্ধ শাখে থাকে সুখে বিহগ-দম্পতি,
নামেতে বিহগ মুনি বিহঙ্গিনী সতী।
নিবীড় হরিৎ পত্র মাঝে গাত্র ঢাকি,
জগতেরে দেন ফাঁকি শান্তি সুখে থাকি।
সাধুসঙ্গ-সুধা তাঁরা সুলভেতে পান,
শত সাধু সাধ্বী সেই তরুতলে যান।
শাস্ত্র শুনি সাধু মুখে সুখে দিবারাতি,
বিহগ-দম্পতি সুখী সুধাপানে মাতি।
অহরহঃ পত্নীসহ হেরে মুনিবর,
প্রপঞ্চের সুখ দুঃখ অকিঞ্চিৎকর।
একদিন দিন গতে সেই পথে যাই,
ভাগ্যফলে কুতূহলে দেখিবারে পাই—
পবিত্র ব্রাহ্মণ-পুত্র যজ্ঞসূত্র গলে,
হাসি মুখে বসি সুখে সেই তরুতলে।
সুরপুর-বাসী যেন তরুতলে আসি,
আসনে আসীন তথা জ্বলে রূপরাশি!
মধু জিনি সাধু সঙ্গ লাভে লোভ যায়,
রচিনু আসন সেই তরুর তলায়।
মধুরে সাদরে সেই ব্রাহ্মণ-কুমার,
কহিলা অদূরে শয্যা পাতিতে আমার।

সান্ধ্যক্রিয়া সমাপন করি দুই জন,
নিরজনে কথা কই করিয়া শয়ন।
নিশার আঁধার ক্রমে আসিতেছে ছুটি,
সুপ্ত মোরা লুপ্ত জ্ঞান শ্রান্ত পান্থ দুটী।
ত্রিযামার মাঝে আমি সুখে মেলি আঁখি,
শুনি যেন উচ্চ বট কোটরেতে থাকি,
দোঁহে করে মৃদু স্বরে কথোপকথন,
শির তুলি বৃক্ষশিরে করি নিরীক্ষণ।
তামসী নিশার মূর্ত্তি মসীপটে আঁকা
অন্ধ তরুবর শাখা অন্ধকার মাখা।
বৃক্ষপর্ণ কথা কয় কর্ণ জুড়াইয়া,
ভাবি রহিলাম আমি উৎকর্ণ হইয়া ;
শেষে শুনি মুনি তিনি বিহগের সাজে,
কথা কন তরুশিরে ত্রিযামার মাঝে।
কহিলা বিহগ মুনি হের বিহঙ্গিনি,
তরুমূলে সাধুকুল যাপয়ে যামিনী।
ধন্য তাঁরা ধর্ম্মে যাঁরা সমর্পিলা মতি,
আমরা কি পাব প্রিয়ে সে পরমা গতি ?
উত্তরিলা মুনিপত্নী, প্রাণেশ তোমার
চিন্তা কি পরমা গতি লাভ করিবার ?
অক্লেশে অমর দেশে পশিবে ত তুমি,
যাইতে তোমার সাথে পারিব কি আমি ?

ভাবি তাই যায় নাই চিত্ত-চঞ্চলতা,
মসী সম মনে মম গাঢ় মলিনতা।
এ মনে কেমনে কান্ত শান্তিধামে যাব?
যুক্তি কহ, শক্তি বিনা মুক্তি কিসে পাব?
শুন সত্ত্ববতী কহি,—কহে মুনিবর,
সহজ মুক্তির এই যুক্তি মনোহর।
ভগবানে প্রাণ দিয়া গোপীর সাধন
শুনি শুধু মুক্তি পায় ভক্তিময় মন।
সত্ত্বশালী যারা তারা শুনে মুক্তি পায়,
সাধুর সাধন-কথা স্পর্শমণি প্রায়।
"সত্ত্বগুণে শুনে মুক্তি" এই যুক্তি ধরি,
যোগবাণী শুনি ভগ্নি মনোযোগ করি।
জীবন্মুক্তি হবে ভবে শুনি নিতি নিতি,
সুধাংশুকুমার আর কুমারীর গীতি।
কহে বিহঙ্গিনী—কহ কৃপা করি তুমি,
জ্ঞান ভক্তি জীবন্মুক্তি পাই যাতে আমি।

বিহগ মুনি বলিলেন—

সুধাংশুকুমার আর কুমারী-কাহিনী
অবহিত চিত্তে শুন চিত্তবিনোদিনি।
বিশ্বের পূর্ব্বাংশে এক আছে মহাদেশ,
তার পূর্ব্বভাগে আছে পূঅর্ব্ব প্রদেশ।

সুপবিত্র দ্বিজপুত্র সেই দেশে বাস,
রূপে গুণে অনুপম মধুরিম হাস।
শৈশব কাহিনী তাঁর কি কহিব প্রিয়ে,
জ্যোতিষী কহিয়াছিল কোষ্ঠী নিরখিয়ে,
রাজচিহ্ন বিরাজিত বালকের করে,
বিমুক্ত যোগীর চিহ্ন ললাটের পরে,
নিশ্চয় হইবে শিশু রাজ-সুখ-ভোগী,
রাজ্য পাবে কিংবা হবে জীবন্মুক্ত যোগী
শৈশবে থাকিত শিশু আপনার মনে,
নিরজনে নেত্র মুদি বসি যোগাসনে।
বাল্য হতে ধর্ম্ম পথে হয়েছিল মতি,
জীবন্মুক্তি-কথা তাঁর শুনে এবে সতি।

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

কিরূপে জানিলে তুমি তাঁর বিবরণ?
কিরূপে কোথায় তাঁরে করিলে দর্শন?

বিহগ মুনি বলিলেন—

তীর্থ-পর্য্যটনে আমি বহুদিন গিয়া,
ছাড়িয়া কলিঙ্গ দেশ বঙ্গে প্রবেশিয়া,
নানা সূত্রে দ্বিজ-পুত্রে হেরি বার বার,
বসিতাম শ্রান্ত হ'লে গৃহ-প্রান্তে তাঁর।
দেখিতাম শুনিতাম থাকিয়া অন্তরে,
বিশাল শাল্মলী তরু সুন্দর কোটরে।

নবীন বয়সে তাঁর সাধন কেমন,
শুনে সুখী হবে সখি সেই বিবরণ।
আছিল পল্লীর প্রান্তে ভীষণ শ্মশান,
মহেশ-মন্দির তথা, জনশূন্য স্থান!
বহিছে তটিনী নিম্নে শ্মশান-বাহিনী,
কুল কুল ধ্বনি তার চিত্ত-বিমোহিনী।
শিব-চতুর্দ্দশী নিশা আঁধার আকাশ
মেঘবারি বরষণ প্রবল বাতাস।
ধীরে ধীরে সে মন্দিরে করিয়া গমন,
কর্ম্মসূত্রে দ্বিজ-পুত্রে করি দরশন।
সমবয়ঃ সাধু এক সঙ্গে হেরি তাঁর,
আপাদ বিভূতি মাখা দেহ দোঁহাকার।
নাই কেহ, নগ্ন দেহ, ধ্যানস্থ দুজন,
শাখীশাখে বসি আমি করি দরশন।
তাই হেরে সে মন্দিরে যাই বারে বারে,
ঘুরে ফিরে হেরিবারে সুধাংশুকুমারে।
বহু কথা শুনি তথা বহু আলাপন,
নিরজনে দুজনের শাস্ত্র আলোচন।
শেষে সেই স্বয়ম্ভুর মন্দির সম্মুখে,
প্রবাহিনী পরপারে দ্বিজ-পুত্র সুখে
নিরমিয়া শুষ্ক লতা পাতার কুটীর
নিশাযোগে বসি যোগে থাকিতেন স্থির

নিশার্দ্ধে পিশাচ-শব্দে সুধাংশুকুমার
ভয়ে রুদ্ধ করিতেন কুটীর-দুয়ার।
অবশে পড়িত ত্রাসে রক্তবস্ত্র খসি
হাসিতাম আমি উচ্চ শাখী শাখে বসি।
পরে প্রিয়ে হয়েছিল পরিণয় তাঁর,
জীবন্মুক্ত দশাযুক্ত দেখেছি আবার।

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

কার সনে কি প্রকারে বিবাহ ঘটন?
রূপে গুণে সেই কন্যা আছিল কেমন?
কহ কান্ত সে বৃত্তান্ত, কি ভাবে কোথায়,
দম্পতি যুগল থাকি শেষে মুক্তি পায়?

বিহগ মুনি বলিলেন—

মান্দ্রাজ প্রদেশে আছে আত্মার আশ্রম,
যোগাত্মার যোগাশ্রম শোভে অনুপম!
তথায় বল্লভাসখী পাশ্চাত্য যোগিনী,
বহু শিষ্যে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন যিনি,
তাঁর শিষ্য যোগানন্দ যোগীন্দ্র নিষ্কাম,
যোগেশ্বর মহাতীর্থ গুরুদত্ত নাম,
তাঁহার আত্মীয়া এক সুন্দরী সাকারা,
ধর্ম্মেকর্ম্মে নিরুপমা মুনি-মনোহরা,
কুমারী তাঁহার নাম, শান্তশীলা অতি,
রূপে গুণে লয় মনে লক্ষ্মী সরস্বতী।

অঙ্গশোভা হয়ে দোলে দুই পাশে উঠি,
সুশীলতা নম্রতার পদ্মলতা দু'টি!
হেরি তাঁকে ঘেরি থাকে সতী সাধ্বী বালা,
নলিনীর কোলে যেন অলিনীর মালা।
দ্বিজপুত্র পরিণয় হয় তাঁর সনে,
কিছুদিন গৃহ সুখে ছিলেন দু'জনে।
সন্তান সন্ততি দুটী হয়ে হয় গত,
তখন উভয়ে লন পরসেবা-ব্রত।
পাপী তাপী দুঃখীদের অশ্রু মুছাইয়া,
পীড়িতে ঔষধ পথ্য দিতেন ধরিয়া।
ভাগবত গ্রন্থ আর ভগবদ্‌গীতা,
এ দু'খানি দুজনার ছিল পিতা মাতা।
সঙ্গে সঙ্গে রাখি সদা শুনাতেন সবে,
কেহ কিছু দিতে গেলে কহিতেন তবে,—
এসেছি কিছুই নয় ত নিতে,
ভব-ভয়ে চির অভয় দিতে।
দানের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ দান,
ভব-ভয়ে চির অভয় দান।
ভিক্ষা করি শিক্ষা দেন সুধাংশুকুমার,
ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্মাশ্রম আছিল তাঁহার।
সে দেশের ভূপালের লভি সহায়তা,
শিক্ষা দেন ভাগবত ভগবদ্‌গীতা।

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

প্রাণেশ সে দেশে গিয়া দেখিলে কখন ?
কোথা এই অৰ্দ্ধাঙ্গিনী আছিল তখন ?

বিহগ মুনি বলিলেন—

বহুতীর্থে দ্বিজ-পুত্রে অনেক সময়
দেখেছি শুনেছি তাঁর নিজপরিচয় ;
যে স্থানে আশ্রম ছিল তার সন্নিকটে,
বট-বৃক্ষে থাকিতাম শ্যামসর-তটে।
মানস-সরের ধারে পিতৃদেশে তুমি,
নিশ্চিন্ত দিগন্ত ধরি ভ্রমিতাম আমি।

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

না জানি সুন্দর কত সুধাংশুকুমার,
না হেরি তাঁহারে ক্ষোভ হতেছে আমার।

বিহগ মুনি বলিলেন—

কহ দেখি প্রিয় সখি নিশাকালে হেন,
দ্বিজপুত্র-কথা-সূত্র তুলিলাম কেন ?

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

চিত্তশুদ্ধি জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে আমার,
দ্বিজপুত্র কথাতেই প্রযত্ন তোমার।

বিহগ মুনি বলিলেন—

দেখেছ ত পতিব্রতে তরুতলে কত
প্রবাসী সন্ন্যাসী সাধু আসে অবিরত !

আজি এই তরুমূলে সন্ধ্যাকালে আসি,
দেখেছ কি, কে অতিথি আছে উপবাসী ?

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

দর্শন করেছি চর্ম্ম আসন উপরি
আছেন উপল খণ্ড উপাধান করি।

বিহগ মুনি বলিলেন—

ওই দেখ, ওই সেই সুধাংশুকুমার,
শান্তিময় দিব্যকান্তি ! সৌভাগ্য আমার,
এসেছেন আমাদের বাস বৃক্ষ-তলে,
ধন্য আমি আজি বন্ধু দরশন ফলে।
আমাদের অতিথি ইনি ভাবি দেখ তুমি,
কিসে বা অতিথিসেবা করি আজি আমি ?

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

আহা কি পবিত্র মূর্ত্তি ! ধন্য আজি মোরা,
কি দিয়া সেবিব তাঁরে, এ রজনী ঘোরা।
কোটরে রয়েছে সখা পাখীর সম্বল,
বিদুরের খুদ সম দু' একটি ফল।
নীরবে নিক্ষেপ তাই বৃক্ষ-মূলে কর,
একটি সুপক্ক ফল এই তুমি ধর।
এই ফল দ্বিজপুত্র পাইলে উষায়,
মোক্ষফল পাব মোরা অতিথি সেবায়।

বিহগ মুনি বলিলেন—

সুধাংশুকুমার এবে সঙ্গিনী বিহীন,
কুমারী কাশীবাসিনী জানি বহুদিন।
একাকী ভ্রমণে সাধ সাধুর এবার,
চলেছেন দ্বিজপুত্র তীর্থ হরিদ্বার।

বিহঙ্গিনী বলিলেন—

তবে চল আমরাও কাশীবাসী হই,
কুমারীর কাছে সখে মন সুখে রই।

বিহগ মুনি বলিলেন—

জ্ঞান-যোগে যুক্ত আগে হও প্রাণ-প্রিয়ে,
উপযুক্ত না হ'লে কি ফল কাশী গিয়ে ?
এই তরুতলে কত তাপসের মুখে,
"বায়স মুনির" কথা শুনিয়াছ সুখে।
দ্রোণপুত্র "পক্ষীগণ" লভি ব্রহ্মজ্ঞান,
জৈমিনীকে কহিলেন চণ্ডী উপাখ্যান।
সে চণ্ডী যোগবাশিষ্ঠ শুনিয়াছ কত,
আগে হও জ্ঞানভাণ্ড ভূশুণ্ডের মত,
জীবন্মুক্তা কুমারীর কাছে তবে যাও,
অহং বুদ্ধি নিয়া সিদ্ধি পাবে না কোথাও।

বিহঙ্গিনী কহিলেন—

কহ শুনি মুনিবর সে জ্ঞান কেমন,
যাতে যুক্ত হ'লে হয় বিমুক্ত বন্ধন।

শুনি শুনি গুণমণি মন দৃঢ় হবে,
সে অশুদ্ধি অহংবুদ্ধি যখন না রবে,
বিশ্বনাথ-পুরে পশি হেরিব তখন
সুধাংশুকুমার আর কুমারী কেমন।
অদূরে যুবক এক দেখ প্রাণেশ্বর,
বৃক্ষমূলে নিদ্রাকুল ক্লান্ত কলেবর।
আসিছে অস্পষ্ট শব্দ অঙ্গ-সঞ্চালনে,
কাতর পথিক বুঝি পথ-পর্য্যটনে।

বিহগ মুনি বলিলেন—

পাছে আমাদের কথা পান শুনিবারে,
এখন নীরবে থাক, নিশার মাঝারে,
ঘুমালে পথিক প্রিয়ে কহিব সকল,
সুধাংশু ও কুমারীর কথা নিরমল।
বহুক্ষণে নিরবতা নাশি বিহঙ্গিনী,
কহিলেন, কহ নাথ শুনি সে কাহিনী;
নিশা স্তব্ধ মন্দ মন্দ নাসা শব্দ হয়,
গভীর নিদ্রায় মগ্ন সে অতিথি দ্বয়।

বিহগ মুনি বলিলেন—

শুন শুন সুবদনি, ত্রিবেণীর তীরে
বরষা-তরঙ্গ খেলে ভাগীরথী নীরে।
প্রকোষ্ঠে নিবিষ্ট হ'য়ে কুমারীর সনে
সুধাংশু কহেন কথা বসি নিরজনে।

সে কক্ষ-সংলগ্ন এক বৃক্ষ শাখে থাকি,
ধ্যানস্থ মুনির ন্যায় মন স্থির রাখি,
শুনিতাম আমি তাহা মুদিয়া নয়ন,
শুন শুভ্র সুধাসম সে কথা কেমন!
দেখিলাম একদিন সদা হাস্যকারী
সুধাংশুর বামভাগে বসিয়া কুমারী
বহুকথা আলাপনে প্রকাশিলা পরে—
অনভিজ্ঞা নারী নাথ জিজ্ঞাসি তোমারে,
ব্রহ্ম কি, ব্রহ্মাই বা কে, ভাবি নিরন্তর,
এ দু'য়ে প্রভেদ কিবা, কহ প্রাণেশ্বর।

সুধাংশুকুমার বলিলেন —

শুন প্রিয়ে অতি প্রিয় কথা আমাদের,
জিজ্ঞাসিলে সার কথা ব্যাস-বশিষ্ঠের।
এ সব সুন্দর কথা আছে ভাগবতে,
সুন্দর মীমাংসা আছে, যোগবাশিষ্ঠেতে।
আকাশের মেঘ পড়ে জল হ'য়ে যথা,
সহজে বুঝায়ে দেই সেই উচ্চ কথা।
সৃষ্টি পূর্ব্বে শূন্যময় আছিল সকল,
তাহে ছিল মহা সৎ চৈতন্য কেবল।
অচেতন নহে তাহা রাখিবে স্মরণ,
কেহ বলে অচেতন সে আদি কারণ।

যাহার যেরূপ মতি সেইরূপ গতি
আদি চৈতন্যই সতি বাঞ্ছনীয় অতি !
সূক্ষ্মতম স্বচ্ছতম তিনি পূর্ণকাম,
মূল ধাতু তিনি তাঁর চিৎ ধাতু নাম।
নানা নাম রাখিলেন জ্ঞানিগণ তাঁর,
আত্মা ও চৈতন্য ব্রহ্ম পরমাত্মা আর।
চৈতন্যের আদি-প্রভা হন ঐশীশক্তি,
তিনি সৃষ্টি করি দেন বন্ধন ও মুক্তি।
আদিশক্তি যিনি তিনি আদি মহামন,
তিনিই ঈশ্বর ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ !
বিশুদ্ধ চৈতন্য নাহি হন সৃষ্টি কর্ত্তা,
বিশুদ্ধ চৈতন্যে নাই সৃজনের বার্ত্তা॥
ব্রহ্ম আভা ব্রহ্মারূপে গুণময় হন,
ব্রহ্মা কিন্তু সততই গুণাতীত রন।
গুণময় সে ব্রহ্মাই হন দেবশক্তি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষ-প্রকৃতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভাসে চৈতন্য কিরণে,
"নমস্ত্রি-মূর্ত্তয়ে তুভ্যং, প্রাক্ সৃষ্টে কেবলাত্মনে।"
বুঝিলে কি প্রিয় সখি অশেষ বিশেষ,
ব্যাস বশিষ্ঠের এই স্বর্ণ উপদেশ !
মুখশশী মৃদুহাসি ঈষৎ প্রকাশ,
কুমারী কহেন তবে মধুরিম ভাষ।

বুঝিয়াছি প্রাণপ্রিয় কিন্তু এ সংসারে,
অখণ্ড চৈতন্যে সবে ভাবিতে কি পারে ?
না পারিলে কি করিবে ? কহি মনোগত ;—
পারি বলা ভাল নয় নির্ব্বোধের মত।

সুধাংশুকুমার বলিলেন—

শুন পুনঃ হে সুব্রতে ভক্তি পথ ধরি,
বহুদিন ঈশ্বরের উপাসনা করি,
পরিপাক হবে যবে বহু পুণ্যফল
আপনি বুঝিবে তবে চৈতন্য নির্ম্মল।
তাই আগে করি বহু দেব আরাধনা
শেষে এক ঈশ্বরের করি উপাসনা,
ঈশ্বরে সমাধিভাব আসিবে যখন
অখণ্ড চৈতন্য ফুটি উঠিবে তখন।
নিত্যসত্ত্বা নিত্যজ্ঞান তিনি মহাপ্রাণ
ঈশ্বরই সে সত্ত্বায় পূর্ণ সত্ত্ববান্!
চৈতন্যের শুদ্ধজ্ঞানে পরমেশ জ্ঞানী,
চৈতন্যের মহাপ্রাণে পরমেশ প্রাণী।
চৈতন্যের জ্ঞানে তিনি জ্ঞান প্রদায়ক,
চৈতন্য-প্রকাশ নিয়া তিনি প্রকাশক।
ঈশ্বরকে যদি কেহ বড় ভাল বাসে,
তাকে তিনি ব্রহ্মভাবে তুলি লন শেষে।

কুমারী কহিলেন—

বুঝিলাম চৈতন্যই প্রকাশ নির্ম্মল,
সকলের মূলে মহা অস্তিত্ব কেবল।
কিন্তু কহ প্রিয়তম এই সমুদয়
বুঝেও যায় না কেন দুঃখ আর ভয় ?

সুধাংশুকুমার কহিলেন—

জড়দেহে বিশালাক্ষি থাকিলেই মন
যে সে ভয়ে কাঁপি কাঁপি উঠে অকারণ।
সাধারণে জানে তার "মন" মাত্র সার,
জানে না যে উর্দ্ধ মধ্য অধঃ আছে তার।
উর্দ্ধমন উত্তমাঙ্গ "চৈতন্য কেবল",
মধ্য মন শুদ্ধ সত্ত্ব "বিবেক নির্ম্মল"।
অধোমন অধমাঙ্গ দেহাধীন বুদ্ধি",
অসৎ সে জড়মনে ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি।
অধোমনে "বাল্যভাব', ইন্দ্রিয়ের প্রভা,
মধ্যমনে"যৌবনশ্রী" ভোগ মোক্ষ শোভা।
উর্দ্ধমনে জ্ঞানবৃদ্ধ "চৈতন্য-তপন",
অধোমনে ইন্দ্রধনু ইন্দ্রিয়ে গঠন।
সে ইন্দ্রিয় আমি নয়' সে আমার ছায়া,
যে বুঝে তাহার যায় দুঃখ ভয় মায়া।
আমিত্ব গেলেই হয় নব জাগরণ,
সেই সে "চৈতন্যশ্রী" চিন্ময় দর্শন।
সেই সে চৈতন্যশ্রী পরিপূর্ণ "আমি"
নির্ভয় নিষ্কম্প হবে জানিলেই তুমি।

দ্বিতীয় দর্শন।

দেবলোক

কাঁদে না আর কাদম্বিনী—অশ্রুমতী বধূ,
জলশূন্য মেঘ যেন মায়াশূন্য সাধু!
নাই আর পল্লীগান—"পুনঃ এস ভাদু",
নাই আর পল্লীমাঝে পক্কতাল স্বাদু!
চকোরেরা সুধাকর-সুধা খোঁজে শুধু,
পদ্মবনে মধুকর খোঁজে পদ্মমধু!
শরতের শেষ দৃশ্য শ্যাম শস্য মাঠে,
কুমার কুমারী বসি ত্রিবেণীর ঘাটে!
ফুটে উঠে নীলপটে পূর্ণকলা শশী,
শরৎ-কৌমুদী ধৌত পূর্ণিমার নিশি!
কহিলা কুমারী সম পূর্ণশশী আস্যে,
শরৎ কৌমুদী সম মনোরম হাস্যে,—
আত্মন্ অমৃত কথা কহ এ সময়,
চৈতন্যের ধ্যানপথে কেহ যদি রয়,
তবে কি সে প'ড়ে রবে জড়ের মতন,
পড়ে থাকে শুষ্ক কাঠ পাথর যেমন?

সুধাংশুকুমার বলিলেন—

তা নয় সুনীল নেত্রে, জড়ত্ব সে নয়,
সে ভাবে কি হয় কভু চৈতন্য উদয়?

প্রথম সাধন কালে দৃঢ়ভাবে তুমি
দেহ মন স্থির করি হইবে সংযমী।
চৈতন্যের ধ্যানে হলে সমাধি মগন,
বাহ্য চৈতন্যের লোপ হইবে তখন।
ক্ষণস্থায়ী সে অবস্থা স্থির নাহি রয়,
পুনঃ আসি চিত্তে হয় প্রবৃত্তি উদয়।
প্রবৃত্তিকে দোষশূন্য শুদ্ধ করিবারে,
নিষ্কাম প্রবৃত্তিপথ ধরিবে সংসারে।
থাকিয়া প্রবৃত্তি-পথে আসক্তি না রবে,
ইহার উপায় স্থির করিবারে ভবে,
কেহ বা গঞ্জিকাসেবী, কাষ্ঠমৌনী কেহ,
কেহ কেহ অনাহারে শীর্ণ করে দেহ!
তাহে হয় তমোবৃদ্ধি জড়তা কেবল,
সত্ত্বের অভাবে বুদ্ধি না হয় নির্ম্মল!
সত্ত্বগুণ মধ্য দিয়া তত্ত্বপথ ধরি
নিষ্কাম প্রবৃত্তি-পথে অবস্থান করি,
অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মে দৃষ্টি যদি হয়,
সুন্দর সমাধি সেই সর্ব্বব্রহ্মময়!
সুন্দর সাত্ত্বিক ভাব জাগিতে জাগিতে
নিষ্কাম প্রবৃত্তি রবে জ্ঞান সমাধিতে।
হেন অবস্থায় কেহ ইচ্ছাশক্তি লন
কটাক্ষে করেন নিজ সঙ্কল্প সাধন।

কল্পিত সমাধি মিথ্যা কাষ্ঠমৌনীদের,
এই স্বর্ণ উপদেশ ব্যাস বশিষ্ঠের।
কুমারী কহিলেন,—
বুঝিলাম মহামতে, মুক্তি আশা করি,
চলি জ্ঞান-ভক্তি পথে ব্রহ্মদৃষ্টি ধরি,
তবু এই সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না যত,
কেন এ বিরোধী ভাব আসে ক্রমাগত?
সুধাংশুকুমার বলিলেন—
অন্তরে সগুণ ব্রহ্ম ফুটাতে ব্যাকুল
সত্ত্বপাতী সুখদুঃখ হাসিকান্না-ফুল।
সেই হাসি-কান্না মাঝে আছে সমুজ্জ্বল,
সামঞ্জস্য-চিৎধাতু চৈতন্য নির্ম্মল!
সুখ দুঃখ দেখিছ যা জীবের স্বভাব,
একের পর্য্যায় অন্য, পাল্টাপাল্টি ভাব!
পাপপুণ্য সুখদুঃখ দেখিতেছ যাহা,
এক বস্তু পিটাপিঠি, দুটি নহে তাহা।
একের আশ্রয় অন্যে, বিরোধী ত নয়,
আপাত বিরোধী যেন হেরি বোধ হয়।
পাপপুণ্য হাসি কান্না আলোক আঁধার—
যে সব বিরোধী ভাবে পূর্ণ এ সংসার,
তার মাঝে হাসিছেন নিত্য-নিরমল
চির অবিরোধী ব্রহ্ম কুসুম কোমল।

যার তরে কাঁদ তুমি সে তোমার কাছে
বিরহের ফুল ফোটে মিলনের গাছে।
বিরোধী ভাবের মূলে কেবল মিলন,
দেখেছেন নির্ব্বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানিগণ।
সাকার ও নিরাকার স্ববিরোধী ভাব
সবিকার নির্ব্বিকার স্বভাব অভাব
সগুণ নির্গুণ ভাব আকাশের পটে
ব্রহ্মের সত্তার মাঝে নির্ব্বিরোধে ফোটে।
"আকার" কথাটি আছে "নিরাকার" কাছে,
বিশ্বের সর্ব্বস্ব "গুণ" নির্গুণেই আছে।
উড়ি পড়ি জীব-অলি গুণ্ গুণ্ রবে
সৃষ্টিফুলে নির্গুণের গুণ গায় সবে।

কুমারী কহিলেন,—

সৃষ্টি সব গুণময় দেখিতেছি তাই,
সব যদি গুণ হ'ল, দোষ কোথা পাই?

সুধাংশুকুমার বলিলেন,—

ঠিক তাই সুহাসিনি, দোষ কোথা আর?
ঈশ্বরের গুণে পূর্ণ সমস্ত সংসার!
গুণকেই ভ্রান্তি-বশে লোকে বলে দোষ,
স্বার্থ-অভিসন্ধি সব, নতুবা নির্দ্দোষ।
ঈশ্বরের লীলা-হস্ত আলোছায়া মত,
এপিঠ ওপিঠ মাত্র দোষ গুণ যত।

এক হস্ত পিঠাপিঠি বিরোধী কি হয় ?
উন্নতির তরে বিশ্ব দোষগুণময়।
সূর্য্যতাপে বৃক্ষলতা বৃদ্ধি যথা পায়,
দুঃখ তথা মানবকে দেবত্বে বাড়ায়।
মানব-উন্নতি সূর্য্য করে নানা মতে,
দুঃখও দ্বিতীয় সূর্য্য উন্নতির পথে।
সুখের বিরোধী নহে আপদ্ বিপদ্,
দুঃখশেষে সুখ আসে বিপদে সম্পদ।
মরণ-শয্যায় জীব বহু ক্লেশ পায়,
বহু দিন ছট্ ফট্ করে যন্ত্রণায়,
তা'তেই সকলে বলে—সুন্দর কেমন,
দু'এক দিনের জ্বরে কটাক্ষে মরণ।
কটাক্ষে মরণ হ'লে নাই দুঃখোদয়,
বিভু-পাদপদ্ম কিন্তু স্মরণ না হয়।
বিষ্ণুপদ বিস্মরণ মরণ অকাল,
জনমিয়া বৃথা মরে নর-পশু-পাল।
দীর্ঘকাল দুঃখভোগে হইলে মরণ,
হৃদয়ে উদয় হন নিত্য-নিরঞ্জন!
রাজা আসিবেন বলি বহুলোক জুটি,
পথ দুরমুস করে, বহু পিটাপিটি ;
তেমতি ঈশ্বর মনে আসিবেন বলি
প্রকৃতি পিটাতে মত্ত চিত্ত-অলিগলি।

মায়ার বাসনা গুলি চূর্ণ-চূর্ণ করি,
মহামায়া দিব্যজ্ঞান দেন জীবে ধরি !
মায়া মধুপানে মত্ত ভ্রান্ত জীব-অলি
গায় শুধু মৃত্যুগান "ধন-মান" বলি !
কৃষ্ণগুণ গান করি ভক্তগণ সুখে,
কেবল "স্ফটিকজল" বলে উর্দ্ধমুখে।

কুমারী কহিলেন,—

হে আত্মন্ কৃষ্ণ বিষ্ণু থাকেন কি শেষে ?
কৃষ্ণলোক বিষ্ণুলোক চিরস্থায়ী কিসে ?

সুধাংশুকুমার বলিলেন,—

চারুনেত্রে, চৈতন্যের স্বচ্ছতম জ্ঞান
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মনে চির বিদ্যমান্।
হংসের উপরে ব্রহ্মা পুরাণে বর্ণিত—
"সো'হহং" জ্ঞানে ব্রহ্মে ব্রহ্ম নিত্য অবস্থিত।
তাতেই থাকেন তাঁরা নিত্য মুক্ত সবে,
অখণ্ড চৈতন্য সনে অবিভিন্ন ভাবে।
সূক্ষ্মতম স্বচ্ছতম চৈতন্যের মাঝে,
প্রকৃতির প্রতিবিম্ব অপরূপ সাজে।
স্বচ্ছতম চৈতন্যেই দেখে ভক্তগণ
কৃষ্ণ বিষ্ণু শিবলোক দিব্য দরশন।
সূত্রধর কাষ্ঠছবি আবিষ্কার করে,
মহাকাষ্ঠ-অঙ্গে দৃঢ় সঙ্কল্পের জোরে,

সেই মত ভক্তদের সঙ্কল্পের তেজে,
দেবতার আবিষ্কার চৈতন্যের মাঝে।
ভক্তবর সূত্রধর, যে মূর্ত্তিই চান,
তাই সর্ব্ব দেবময় ব্রহ্মকাষ্ঠে পান।
কৃষ্ণলোক বিষ্ণুলোক ব্রহ্মে বিনিহিত,
যোগীর সঙ্কল্পে শুধু হয় আবিষ্কৃত।
জগন্নাথক্ষেত্র আর বৃন্দাবন-ধাম,
মাটিতে গঠিত যথা চিরখ্যাত নাম,
সেরূপ চৈতন্যে গড়ি রাখ তুমি যাকে,
কৃষ্ণলোক শিবলোক চৈতন্যেই থাকে।
স্বচ্ছমন দেবগণ রন চুপে চুপে,
শুদ্ধ চৈতন্যের মাঝে সম্ভাবনা রূপে।

কুমারী কহিলেন,—

শিরে শিখী পাখা সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ,
কৃষ্ণলোকে সত্যই কি আছে সেই রূপ?

সুধাংশুকুমার বলিলেন,—

চৈতন্যে অনন্তরূপ, তার এক রেখা
শিরে শিখীপাখা অঙ্গ ত্রিভঙ্গিম বাঁকা।
অনন্ত রূপের কণা বর্ণিলেন কেহ,
রূপসিন্ধু মাঝে বিন্দু ত্রিভঙ্গিম দেহ।
চৈতন্যের প্রভামাঝে যা দেখিতে চাবে,
দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, দশভুজা পাবে।

ইন্দ্রধনু বর্ণ যথা সূর্য্যে অবস্থিত,
দেবতার বর্ণ তথা ব্রহ্মে বিনিহিত।
প্রতিমা সাজায় সাজে কুম্ভকার যথা,
সিঞ্চিয়া চৈতন্য-তেজে সাজান দেবতা।
সর্ব্ব রূপ সর্ব্ব মূর্ত্তি সব পাওয়া যায়,
স্বচ্ছতম চিদাকাশে চৈতন্য প্রভায়।
প্রায় চিরস্থায়ী হন সূক্ষ্মদেহী যত,
বিদেহ হইলে স্থায়ী চৈতন্যের মত!

কুমারী কহিলেন—

প্রিয়তম, অনুপম স্বচ্ছতম লোকে,
দেবদেশে কি অভ্যাসে যেতে পারে লোকে?

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

সূক্ষ্ম দেহধারী আমি স্থূল দেহী নয়—
অভ্যাসেতে হয় যাঁর এ হেন প্রত্যয়,
ইচ্ছাশক্তি বলে তিনি যান অনায়াসে,
সূক্ষ্মতম স্বচ্ছতম নির্ম্মল আকাশে।
চিত্তকে করেন যিনি চিদাকাশ-ময়,
সে চিত্তে আকাশ-লোক প্রকাশিত হয়।
শূন্যবাসী সে চিত্তের সীমাশূন্য ভাব
যে জানে তাহার মনে আসে সে স্বভাব।
চিৎবস্তু সর্ব্বব্যাপী, তাতে রাখি মন
চিন্ময় বাসনা-বেগ যে দেয় যেমন,

কালে কালে তার মনে সেইরূপ ঘটে,
ইচ্ছামত দেবলোক ফোটে চিত্ত-পটে!
ঈশ্বর করেন সৃষ্টি ইচ্ছাশক্তি ভরে,
ইচ্ছাশক্তিতেই সব করিতেছে নরে।
ইচ্ছাতেই বদ্ধ লোক মুক্ত মুনি-ঋষি,
যাদৃশী ভাবনা যার সিদ্ধিও তাদৃশী।

কুমারী কহিলেন—

বল তবে ভবে সবে কিবা সুখ পায়?
কেন এ সংসার ছাড়ি যেতে নাহি পায়।

শুধাংশু-কুমার বলিলেন—

বিম্বাধরে, কারাগারে ছিল গর্ভবতী,
প্রসবিয়া পুত্ররত্নে যত্নে পালে অতি।
চৌদ্দবর্ষ পরে নারী মুক্তি যবে পায়,
কারাবাস ছাড়ি সুখে বাড়ী যেতে চায়;
পুত্রের মিত্রতা যত কারাবাসী সনে
কারাগার বাড়ী তার জানিত সে মনে;
সে কহিল জননী গো কোথা যেতে চাও,
আমি ত যাব না, তুমি যাবে যদি যাও।
তেমতি সংসার ছাড়ি যাবে না ত তারা,
এ সংসার কারা মধ্যে জন্মিয়াছে যারা।
কহে তারা বাড়ী ছেড়ে আর কোথা যাই,
হেন বাড়ী দারাপুত্র ব্রহ্মলোকে নাই।

কুমারী কহিলেন—

নানা শাস্ত্রে নানা কথা কহিলা অশেষ,
কিসে হয় মায়ামোহ একান্ত নিঃশেষ ?

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

কহিলা কপিলদেব জননীর ঠাঁই,
একই বস্তুর গুণ নানা ভাবে পাই।
রূপটি নয়নে লাগে রস রসনায়,
স্পর্শ ত্বকে, শব্দ কর্ণে, ঘ্রাণ নাসিকায়।
তেমতি একই ব্রহ্ম নানা মুনি মতে,
নানা রূপে অনুভূত নানা শাস্ত্র-পথে।
তাতে কিছু ক্ষতি নাই, যেই পথে যাবে,
সকল শাস্ত্রের শেষে এক বস্তু পাবে।
মৈত্রেয় কহিলা শুন মাহাত্মা বিদুর,
কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি যথা আছয়ে প্রচুর
সেইরূপ সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বর্ত্তমান
দেখিলেই মায়া মোহ হয় অবসান।

কুমারী কহিলেন—

মোহবদ্ধ সর্ব্ব জীব, কি হইবে গতি ?
মায়া-মোহময় গৃহ ভয়ঙ্কর অতি।

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

তাতেই রাজর্ষি পৃথু বিবরি বিশেষ
সনৎ-কুমার প্রতি দিলা উপদেশ—

অতুল ঐশ্বর্য্যময় রাজার ভবন
সাধুর চরণধূলি বঞ্চিত যথন
তথন বিপদপূর্ণ সেই গৃহ হবে,
সর্পবিবরের ন্যায় ভয়াবহ ভবে।

কুমারী কহিলেন,—

নারীতে মোহিত হলে সর্ব্ব ধর্ম্ম যায়,
সাধুর চরণধূলি পড়ে না তথায়।

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

প্রিয়ম্বদে উদ্ধবকে কন ভগবান—
উদ্ধব, উর্ব্বশী হেরি ওষ্ঠাগত প্রাণ
ছুটিলেন পুরুরবা উলঙ্গ হইয়া,
উর্ব্বশী চলিল তাঁর চৈতন্য হরিয়া;
সাধু সঙ্গ বিনা বিষ বিষয়ের মধু,
কামিনীকাঞ্চনে বৃদ্ধি কাম ক্রোধ শুধু।

কুমারী কহিলেন—

সাধুসঙ্গ লাভে সত্য মুক্ত হয় সবে,
কহ নাথ পুনর্জ্জন্ম কিসে হয় ভবে?

সুধাংশু-কুমার বলিলেন,—

পুনর্জ্জন্ম-রহস্য কি, কহি তা তোমায়,
ঈশ্বরের ভক্ত মাত্রে উচ্চগতি পায়!
পুনর্জ্জন্ম পায় তারা যারা মনে মনে
রাত্রি দিন বদ্ধ থাকে কামিনী-কাঞ্চনে।

কাঞ্চীপুরে ছিল এক বণিক সুন্দর
নামেতে মাধব সেন কৃশ কলেবর।
বহুধনে পূর্ণ তার অট্টালিকা বাড়ী,
দুয়ারে শয়ন তার গৃহমধ্য ছাড়ি।
সেই পথে সাধু যান শিষ্যের সহিতে,
বিবিধ শাস্ত্রের কথা কহিতে কহিতে।
শিষ্য জিজ্ঞাসিলা দেব, দেহ পরিহরি
পুনর্জন্ম হয় কার, কহ কৃপা করি ?
সাধু কন কহিব তা, থাকিব সংপ্রতি
এই বড় বাড়ীতেই হইয়া অতিথি।
সন্ধ্যায় দুজনে যান মাধবের বাড়ী,
দুয়ারে মাধব সেন উঠে তাড়াতাড়ি।
অতিথি দেখিয়া সেন ভৎ'সনা করিয়া,
স্থান নাই বলি শীঘ্র দিল তাড়াইয়া।
সাধু কন দেখি তব কৃশ কলেবর,
শ্বাসের ব্যাধিতে কষ্ট পাও নিরন্তর,
অব্যর্থ মাদুলি ধর করহ বিশ্বাস,
এই মন্ত্র জপ কর ব্যাধি হবে নাশ।
মাধব মাদুলি লয় মন্ত্র লয় শুনি,
গুরুদেব বলি তাঁরে প্রণমে অমনি।
বলি গেলা গুরুদেব, মাধব তোমার,
পুনর্জন্মে পাবে মম সাক্ষাৎ আবার।

শুনি সেন ঘরে যায় প্রণমি তাঁহারে,
গৃহে লক্ষ টাকা পোঁতা, শয়ন দুয়ারে!
পঞ্চ বর্ষ পরে সাধু আবার আসিয়া
শুনিল মাধব সেন গিয়াছে মরিয়া।
মাধবের পুত্র আসি কহে ম্লান মুখে,
ঢুকেছে গোক্ষুর সর্প লোহার সিন্দুকে!
গুরু কন চল করি উপায় বিধান,
পুত্র গিয়া সে সিন্দুক খুলিয়া দেখান!
গর্জ্জিয়া গোক্ষুর সর্প আসে দংশিবারে,
মারিল বিষম যষ্টি পুত্র তার শিরে!
গুরু-পদতলে সর্প লোটায় অমনি,
কি মাধব?—কর্ণে গুরু কহিলা তখনি,
পুত্র যষ্টি না পড়িলে পিতার মাথায়,
মুক্তি নাই, মায়া ছাড়ি যাওয়া নাহি যায়।
এইবার মুক্ত হও, কেন কর মায়া?
পুত্রের প্রহারে আজ জর্জ্জরিত কায়া।
কহিলা মাধব সেন স্থিরনেত্র করি,
বহুধন রাখি গুরু সিন্দুকেতে ভরি,
দুষ্ট পুত্র নষ্ট পাছে করে এই ভয়ে,
ঢুকেছিনু সিন্দুকেতে সর্পজন্ম লয়ে;
করেছে প্রাণের পুত্র মস্তকে প্রহার,
পুন্নাম নরক হতে এবার উদ্ধার!

বলিতেছি সকলেরে ছাড়ি এই দেহ,
যেন হেন মায়াঘটে নাহি আসে কেহ !
গুরু কন ওহে শিষ্য, মাধবেরে দেখ,
পুনর্জ্জন্ম কিসে হয় এই দেখি শেখ !
যে ছাঁচে গলিত মন ঢালিবে তোমার,
সেই ছাঁচে পুনর্জ্জন্ম ছাপা হবে তার ।

কুমারী বলিলেন,—

তত্ত্ব শুনি যেন হই মত্ত সুধাপানে,
সাধুসঙ্গ বিনা তত্ত্ব দাঁড়ায় না প্রাণে ।

সুধাংশু-কুমার বলিলেন,—

সত্যই প্রিয় দর্শনে সংসারে সদাই
সাধু সঙ্গ বিনা আর নিত্যসুখ নাই ;
ঈশ্বর দর্শন দিয়া কহিলা যখন,
বর চাও, দেব বর অভীষ্ট যেমন,
প্রাচীন বর্হির পুত্র প্রচেতা সকল
করযোড়ে ঈশ্বরকে কহিলা কেবল,—
এই বর দেও হরি, মায়ার সংসারে
যতদিন থাকি জন্ম মৃত্যুর মাঝারে,
তব ভক্তগণ সঙ্গ নিত্য যেন পাই,
ধন মান সুখে নাথ প্রয়োজন নাই !

কুমারী কহিলেন—

সাধু সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্ত হয় মন,
সর্ব্বজীবে পরমাত্মা করি দরশন।

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

কৃপা করি ভগবান কহিলা উদ্ধবে—
চণ্ডালে কুক্কুরে আর গোমেষে গর্দ্দভে,
প্রণাম করিবে হেরি সর্ব্বজীবে "আমি"
সংসার-বন্ধনে তবে মুক্ত হবে তুমি।

কুমারী কহিলেন—

প্রাণপ্রিয় বাঞ্ছনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন—
আত্ম-জ্ঞান লাভ, নিত্য আত্ম দরশন।

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

তক্ষক দংশন ভয়ে মৃত্যু সন্নিহিতে,
কহিলেন শুকদেব রাজা পরীক্ষিতে,
আত্ম-ধ্যানে নিমগন থাক হে রাজন,
আত্ম-জ্ঞান লভি কর আত্ম-দরশন।
রজ্জু হেরি সর্প বোধে ভয়ে মোরা মরি,
আলো ধরি রজ্জু হেরি হাস্য যথা করি,
আত্মার আলোকে তথা মগ্ন হলে মন
তক্ষক দংশন শুনি হাসিবে তখন।
দেখিলেন পরীক্ষিৎ ঋষির কৃপায়,—
উঠেছে তক্ষক ভ্রান্তি নির্ম্মল আত্মায়।

এ সব অমৃত কথা বুঝিলেই লোক
হেসে হেসে মুছে ফেলে পতি-পুত্র শোক।
বাল-বৃদ্ধ এই কথা বুঝি লয় যারা,
ঊর্দ্ধ বাহু হয়ে উঠি নৃত্য করে তারা।
সুখে থাক মনে রাখ অতি আদরের
ইষ্টমাখা মিষ্ট কথা ব্যাস-বশিষ্ঠের।

কুমারী কহিলেন—

কহ শুনি আত্মদেব, এ কি চমৎকার,
কিরূপে সাকার হ'ন আত্মা নিরাকার?

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

সুলোচনে ভগবানে করিবারে স্তুতি,
ব্রহ্মে লক্ষ্য করি কন দক্ষ প্রজাপতি,—
নিজে নিত্য গন্ধহীন তথাপি পবন,
পৃথিবীর গন্ধ নিয়া গন্ধময় হন,
সেইরূপ নামরূপ বিহীন হইয়া
জীব-মন হতে যিনি নামরূপ নিয়া,
হন কর্ম্মফল-দাতা দেবতা সাকার,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তিনি করুন আমার।

বুঝিলে কি প্রাণসখি দেব দেবী তত্ত্ব?
শিবলোকে বিষ্ণুলোকে এই মহাসত্য।
ব্রহ্ম হ'তে হন সত্য দেব দেবী যত,
ধন স্থানে কোম্পানীর কাগজের মত।

চালাইলা বিশ্বরাজ কল্পনার চোট,
ঘট পট ষষ্ঠী বট—এক টাকা নোট।
রাজা যদি সরি যান নোটগুলি বৃথা,
সর্ব্বময় বিশ্বরাজ সরিবেন কোথা ?
প্রমিসারি নোটে পাবে লিখিত যে ধন,
ব্রহ্মের প্রতিজ্ঞাপত্র দেব দেবদেবীগণ।
কামদুহা ব্রহ্মশক্তি দেবদেবী যত,
বশিষ্ঠের সুরভি ও নন্দিনীর মত।
বাল অনুরোধে পিতা বালকত্ব করে,
জীব অনুরোধে আত্মা দেবরূপ ধরে।
সৃষ্টি মাঝে দেব দেব নিত্য বিদ্যমান,
সৃষ্টিছাড়া হলে তাঁরা চৈতন্যে লুকান।
"ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু" ব্রহ্মের সে নাম,
ষষ্ঠী সুবচনী তিনি কারো নহে বাম।
নানারূপে এক আত্মা সাধে প্রয়োজন,
মৃত্তিকায় হাঁড়ি-সরা কলসী যেমন।
প্রয়োজনে হাঁড়ি সরা তারা কিন্তু মাটি,
প্রয়োজনে দেব-দেবী তাঁরা ব্রহ্ম খাঁটি।
সর্ব্বরস-পূর্ণ ব্রহ্মে হ'লে নিমগন,
শুধু দেব-ভাবে আর কিবা প্রয়োজন ?
ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিলে ত হাঁড়ি ঘট গড়ি,
না থাকিলে থাকি সুখে মাটিতেই পড়ি

অষ্টাবক্র বলেছেন সার কথা অতি—
"যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ" যে মতি সে গতি।
ব্যবহারে সত্য সব ; আকাশ উপরে,
বাষ্প যথা জল হয়ে শিলারূপ ধরে,
সেরূপ অরূপে রূপ ফোটে প্রতিক্ষণে,—
"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌স্নষ্টে কেবলাত্মনে।" *

* যেমন সাগরের জলই মহাতরঙ্গরূপে উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ পূর্ণব্রহ্মে আপনা আপনিই একটি সৃষ্টি-প্রকাশিকা শক্তি উত্থিত হয়। সেই শক্তি তিন প্রকার, সূক্ষ্মভাব, মধ্যভাব, স্থূলভাব। মনই সেই ব্রহ্মের প্রথম স্ফূর্ত্তি, উহাই সৃষ্টির প্রথম উপাদা৷ তারপরে সৃষ্টির অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা বুদ্ধই তাঁহার দ্বিতীয় অবস্থা। আ৷ এই বিশাল জগৎ তাঁহার স্থূলভাব। এই তিন অবস্থাকে সত্ত্ব রজঃ তমঃ ভাব বলা হয়। এই তিনই প্রকৃতি বা অবিদ্যা। এই প্রকৃতিরূপা ভবনদীর পারেই সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের পরমপদ।

ত্রিগুণা প্রকৃতির সত্ত্বভাগকেই পরাপ্রকৃতি বলে। "দিবিভবাঃ দেবাঃ" যাঁহারা আকাশবাসী তাঁহারাই দেবতা। দেবগণ ঐ সত্ত্বভাগেই অবস্থিত, সুতরাং তাঁহারা অবিদ্যার উচ্চতম ও স্বচ্ছতম প্রদেশে পূর্ণব্রহ্মসকাশে থাকেন। তাঁহারা অবিদ্যার অন্তর্গত হইলেও পূর্ণব্রহ্মের শুদ্ধ সত্ত্বময় অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম হইতে ঈষৎ ভিন্ন, প্রায় নির্ব্বিকার, প্রায় চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মের যে সর্ব্বপ্রথম সত্ত্বউন্মেষ, সেইটী অসাধারণ অলৌকিক শক্তি তাহার স্বরূপ অবস্থা জানিয়া যাঁহারা ধ্যান পূজা করেন তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয়না। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ হরি হরাদি দেবগণ

কুমারী কহিলেন—

হরিপাদপদ্ম লাভে লোভটী যেমন,

ব্রহ্মজ্ঞানে লোভ কেন না হয় তেমন ?

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

লোভ জনমে না যদি লাভ নাহি পাই,

ব্রহ্মজ্ঞানে লাভ নাই, লোভ নাই তাই।

ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সত্ত্ব অংশ। যতকাল মন থাকিবে ততকাল হরি-হরাদিও থাকিবেন। মন সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হইতে হইতে যখন বাসনা শূন্য হইয়া পূর্ণ নির্ম্মল হয় তখনই অখণ্ড চৈতন্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পান। হরিহরাদি দেবগণ পূর্ণব্রহ্মে ও পরা প্রকৃতিতে ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত আছেন। নদীর তট যেমন জল ও স্থলকে স্পর্শ করিয়া থাকে, হরিহরাদিও সেইরূপ ব্রহ্ম ও পরাপ্রকৃতির মধ্যে তটস্থ হইয়া আছেন. যেন তাঁহাদের দক্ষিণহস্তে ব্রহ্মপদ, বামহস্তে পরা প্রকৃতি। তাঁহারা ব্রহ্মসমুদ্রের ঈষৎ তরঙ্গ হইয়া ব্রহ্মসমুদ্রের নিকটতম অঙ্গাঙ্গী রূপে অবস্থিত। বুঝিয়া দেখ, ঈষৎ উত্থিত নামমাত্র তরঙ্গগুলি সমুদ্রের কতই আপনার জিনিষ, বুকের ধন, সমুদ্রে প্রায় মিশিয়াই আছে। তাই হরিহরাদি দেবগণ পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান লইয়াই সগুণ ব্রহ্ম নামে খ্যাত হইয়াছেন।

বুঝিতে হইবে হরিহরাদি সেই পূর্ণব্রহ্মের "নিকটতম নিজজন" প্রায় ব্রহ্মই। এই জন্য "হরিহর বিনে ভাই, পূর্ণব্রহ্ম পাইতে নাই।" এ কথা খুব সত্য ও পূর্ণ মঙ্গলদায়ক।

বিবেক বৈরাগ্য সনে না পাইলে ব্রহ্ম তেজ

নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব না হয় উদয়,

তাই সে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মের ভাবে

চিরদিন হয়েছেন হরি কৃপাময়।

কাষ্ঠবৎ হয়ে রব লভি ব্রহ্মজ্ঞান,
তার চেয়ে ভাল হরিপাদপদ্ম ধ্যান।
ব্রহ্মজ্ঞানে লোভ কিন্তু জন্মে জ্ঞানিদের,
তাতে তাঁরা দেখেছেন লাভ তাঁহাদের।
দেখেছেন হরি-হর মিথ্যা নাহি হন,
ব্রহ্মেই চৈতন্যময় রূপে নিত্য রন।
শুদ্ধ-সত্ত্ব হয় লোক বিষ্ণুলোকে গিয়া,
শেষে পায় পূর্ণ মুক্তি ব্রহ্মে প্রবেশিয়া।
সত্ত্বগুণে জ্ঞানিগণ অমরত্ব পান
মুক্তিতে সর্ব্বজ্ঞ হন সর্ব্বশক্তিমান্।
কেবা সম্বরিতে পারে এ লাভের লোভ?
কাষ্ঠ প্রস্তরের মত হ'লে হয় ক্ষোভ।

কুমারী কহিলেন—

তবে কেন মাঝে মাঝে "নির্ম্মল আকাশ।"
নাস্তিকের মত বলি ফেল দীর্ঘশ্বাস?

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

নাস্তিকতা নাই সব "অস্তি" ব্রহ্মজ্ঞানে,
হরিহর বিরাজিত "কেবল-চৈতন্যে"।
বাতাস চৈতন্যে পূর্ণ, আকাশ-দেবতা
স্থির বায়ুতেই রন, শূন্য নাই কোথা।
কোথাও ত "নাস্তি" নাই নাস্তিকতা ভুল
সমস্তই "অস্তি অস্তি" চৈতন্যই মূল।

বাতাসে দেব-চেতনা মিশিয়াই রয়,
সলিলে শর্করা যথা একীভূত হয়।
সূক্ষ্মতম দেবদেহে চৈতন্যে উদিত,
সেই দেহ স্বচ্ছতম বায়ুতে গঠিত।
সূক্ষ্মতম বায়ুর সে স্বচ্ছ সুপ্রকাশ,
সর্ব্বদেবময় সেই "নির্ম্মল আকাশ"।
মৃত্যু-পারে সেই দেশে সবে যাব চলি,
"নির্ম্মল আকাশ" তাই উচ্চস্বরে বলি।
শ্বাসে বদ্ধ আছি সদা, ছুটিতে না পাই,
"নির্ম্মল আকাশ !" বলি দম ছাড়ি তাই।

কুমারী কহিলেন—

একাকী আকাশ-পথে কিরূপে বা যাব ?
সে দেশে কিরূপে নাথ দেব-সঙ্গ পাব ?

সুধাংশু-কুমার বলিলেন—

স্বচ্ছতম চিদাকাশ প্রকাশ নির্ম্মল,
মধ্যাহ্নের সূর্য্য হ'তে কোটী সমুজ্জ্বল !
ভূতভয় দূর হয় সূর্য্যোদয় পরে,
চিৎসূর্য্য উঠিলেই পঞ্চভূত মরে।
কারামুক্ত কয়েদীরা দেহ-কারা ছাড়ি,
কি উল্লাসে চিদাকাশে চলিয়াছে বাড়ী !
আকাশে অনন্ত জীব, যার যেই মন,
শিবলোকে বিষ্ণুলোকে করিছে গমন।

জীবপূর্ণ পুণ্যময় নির্ম্মল আকাশ,
নানা দেবলোক রূপে হয় সুপ্রকাশ।
মোদের মৃত্যুর পারে সেই মহাদেশ,
পরলোক বলি তাই শাস্ত্রেতে নির্দ্দেশ।
ঈশ্বরই হয়েছেন আদি মহামন,
তিনিই সত্যসঙ্কল্প অব্যর্থ মনন।
যা ভাবেন মনে মনে ঠিক্ তাই হয়,
সূক্ষ্ম স্থূল, স্থূল সূক্ষ্ম হয় ক্রমান্বয়।
মায়ার মানস ক্রীড়া আপন মনেতে,
করিছেন চিরদিন থাকি চৈতন্যেতে।
বন্ধনমোচন কর্ত্তা মনোময় যিনি,
মনোময় মানবের উপাস্যই তিনি।
মনোরাজ্য ছাড়ি উঠি সূক্ষ্মতম মন,
অখণ্ড চৈতন্যরূপে পরিণত হন।
সে চৈতন্য-চিদাকাশে সকলি অক্ষয়,
শিবলোক ব্রহ্মলোক সকলি চিন্ময়।
মেঘ হতে তড়িতাগ্নি দ্রুত বাহিরায়,
দেহরূপ দেখাইয়া মেঘেই লুকায়,
তেমতি আকাশ হ'তে জীবের প্রকাশ,
দেহরূপ দেখাইয়া প্রবেশে আকাশ।
লক্ষকোটী জীবকুল খেলিছে ধরায়,
সবাই আকাশ হতে আসে আর যায়।

যতবার ইচ্ছা তার আসে ততবার,
ইচ্ছা না করিলে শেষে আসে নাত আর!
নিরুপম স্বচ্ছতম আকাশ প্রকাশ,
দেবোপম উচ্চতম জীবের আবাস;
নিরন্তর জীব আসি যায় সে আকাশে,
মুহূর্ত্তেই কোটী কোটী যায় আর আসে।
সে পথে যাইতে শিশু ভয় নাহি পায়,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ দণ্ডে দণ্ডে যায়।
স্বর্গীয় আকাশ-পথে তুমি বল ভয়?
আমি বলি সে সুখের তুলনা না হয়!
অরূপের রূপ হেরি সুখী হবে মন,
অনঙ্গ চৈতন্য মাঝে চিদঙ্গ দর্শন!
আকাশের বিশ্বময় চিত্তলীলা শুধু
দেখিলেই হবে তব জীবলীলা মধু!
মোক্ষপথে যে দেহেতে করয়ে বহন,
সে দেহ "আতিবাহিক" বলে সাধুগণ,
ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতম স্বচ্ছ সুপ্রকাশ,
সে আতিবাহিক দেশ, অমর-আবাস।
বিবিধ মাটির ঘট জলমধ্যে রয়,
যত মাটি গলে তত এক মাটি হয়,—
তেমতি মানুষ যত আকাশেতে গত,
যত আত্মজ্ঞানে গলে, এক হয় তত!

মোহবদ্ধ বাহ্য মনে সন্দেহই উঠে,
সহসা বন্ধুকে হেরি পলায় সে ছুটে।
বীণাস্বর শুনিলেও ভাবিয়া ব্যাকুল,
নিজ মনোভাব স্মরি ভয়েতে আকুল!
নিঃসন্দেহ সাধু যাঁরা ভুলি তাঁরা বাহ্য,
দেখেন পরমাকাশ দেবতার রাজ্য।
কাঠ-পাথরের দুর্গ, নর-কীট যারা,
আত্মরক্ষা তরে করে, নহে দেবতারা;
আত্মদর্শী রক্ষা পান আত্মার প্রকাশে,
আত্মচৈতন্যই দুর্গ অনন্ত আকাশে!
সূর্য্যের আলোকে যথা সূর্য্য দরশন,
আত্মার আলোকে আত্মা প্রকাশিত হন!
কেহই আকাশ-পথে না হয় নিরাশ
স্বচ্ছতম সুপ্রকাশ বিমল আকাশ!
আকাশ-চৈতন্য মাঝে গিয়া দেখে মন,
চিন্ময় দেবত্ব মাঝে একত্ব কেমন!
দেখিবে আকাশে যবে হবে ব্রহ্মসঙ্গ,
অনন্ত ব্রহ্মেতে কত দেব-লীলারঙ্গ!
কি সহজে সূর্য্য হাসে শশাঙ্কের গায়,
কি সহজে চিৎব্রহ্ম দেবতা সাজায়।
ক্ষিতি অপ্ দুটি ছাড়ি তেজ-বায়ু-ব্যোমে,
জীবের "প্রথমা মুক্তি" হয় দিব্যধামে।

চিন্ময়ী "প্রথমা মুক্তি" ক্ষিতি অপ্‌ শেষ,
শ্রী ও চৈতন্যে পূর্ণ সেই মহাদেশ!
সূর্য্যের উদ্‌ভাস যথা উজলে আকাশ,
তথায় শ্রীচৈতন্যের সহজ প্রকাশ!
লালতপ্ত লৌহসম ব্রহ্মতপ্ত মন,
মৃত্যুপারে দেবলোকে উজ্জ্বল দর্শন!

কুমারী কহিলেন,—

আমাদের সর্ব্বস্বই অন্তর আকাশে,
তবে এ মরণবুদ্ধি বাইরে কেন আসে?

সুধাংশু-কুমার কহিলেন—

বীজের মাঝে থাকে বটের কায়া,
বাইরে বেরোয় লোক দেখানো ছায়া!
বস্তু কেবল মহাবস্তু প্রাণ,
অন্তরে সে বস্তু থাকে, বাইরে একটা ভাণ।
সবাই বল্‌চে যাইরে যাইরে,
একবার ভিতরে একবার বাইরে।
অন্তরে আত্মা বাইরে অহং,
অন্তর লক্ষ্য হ'লেই সো'হহং।
আত্মাই সে অহংবৃক্ষের মুল,
ফুটচে ঝর্‌চে হাজার হাজার,
"আমি আমার" ফুল!

"আমি আমার" বল্‌ব মোরা সুখে,
দৃষ্টি রেখে আকাশ জোড়া,
"মহা আমির" বুকে।
"মহা আমির" দেশে নাই দুঃখ ভয়ের লেশ,
সেই আমাদের মৃত্যু-পারে নূতন মহাদেশ!
এতেক কহিলা যদি সুধাংশু-কুমার,
কুমারী-হৃদয়ে জাগে আনন্দ অপার।
অধ্যাত্ম ভারত-কথা সঞ্জীবনী গান
শুনিলে শীতল হয় তাপদগ্ধ প্রাণ।

তৃতীয় দর্শন

দিব্যজ্ঞান।

রক্ত আঁখি মুছি ওঠে উষা সুরবালা,
নীলাম্বর ঝাড়ি ফেলে ছিন্ন মণি মালা।
স্বর্গদ্বার খুলি দিয়া হাতে স্বর্ণথালা নিয়া,
গিরিশৃঙ্গে ঢালি দিয়া গলিত কাঞ্চন,
প্রাতঃকৃত্যে হাসাইলা ভূতল গগন।

বসিলেন বিশ্বশিল্পী হইয়া নিপুণ,
ফুলে ফলে দেখাইতে নির্গুণের গুণ!
প্রভাতে পড়েছে খসি ত্রিদিবের রূপরাশি,
স্বর্গশোভা ছাখে চোখে অন্ধ বসুন্ধরা,
হেরি কহে বিহঙ্গিনী সতী বিম্বাধরা—

বিহঙ্গিনী কহিলেন,—

ওই দেখ মুনিবর জ্যোতিঃ প্রভাতের,
নিদ্রাভঙ্গ হয় বুঝি অতিথি-দ্বয়ের।
সুধাংশু ও কুমারীর এই জ্ঞান সুগভীর,
জীবন মুক্তির কথা করিয়া শ্রবণ,
এ দাসীর কাশীবাসে বাসনা এখন।

ভক্তিময়ী মুক্তিময়ী বিশ্বনাথপুরী,
চল অদ্য যাই সদ্য বিলম্ব না করি।
ঘন পত্রে অঙ্গ ঢাকি, এখন নীরবে থাকি
উঠিয়া অতিথিদ্বয় করিলে গমন,
কাশীক্ষেত্র মুখে যাত্রা করিব দু'জন।

নিরবিল বিহঙ্গিনী, নিশা অবসান,
উঠিলাম মোরা হেরি প্রভাত বিমান।
প্রাতঃকৃত্য সমাপনে, বসিয়া পল্লবাসনে,
জিজ্ঞাসিলা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ-কুমার,
হয়েছে ত বৎস আজ সুনিদ্রা তোমার?

আমি কহিলাম দেব, নানা চিন্তাবশে,
নিশায় আমার হায় নিদ্রা নাহি আসে।
কারো কাছে নাহি বলি বিষয়-জ্বালায় জ্বলি,
এখন বৈরাগ্য মনে হয়েছে সঞ্চার,
কহ দেব, কিসে হব বিমুক্ত সংসার?

এসেছি পথিকরূপে আজি তব কাছে,
শুনিলাম তোমাতেই মুক্তিধন আছে।
জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই, চিনিতে ত পারি নাই,
ছদ্মবেশে ভবে এসে হেসে কথা কও,
কে গো তুমি, অন্ধ আমি চক্ষু খুলে দেও।

ব্রাহ্মণ-কুমার কন হে বৎস এখন
কিছুদিন মম সঙ্গে কর পর্য্যটন।
ক্রমে যোগ জ্ঞান ভক্তি   লভিলে পাইবে মুক্তি
এখন আসক্তি ত্যাগ শিক্ষা কর ক্রমে,
যাতে না পড়িতে হয় মায়া মোহ ভ্রমে।

তীর্থে তীর্থে পাবে বৎস সাধুসঙ্গ-মধু,
বন্ধন ও মুক্তি হয় সঙ্গগুণে শুধু।
থাকিলে চণ্ডাল মাঝে,   চণ্ডাল হইবে কাজে,
ব্রাহ্মণ-পল্লীতে যদি যাওয়া আসা হয়,
ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভাব পাইবে নিশ্চয়।

জপ তপ পাঠে শুধু বৈরাগ্য-উদয়,
সাধুসঙ্গ বিনা বৎস মুক্তি নাহি হয়।
সৎগুরুর ভৃত্য হ'য়ে   বেড়াইলে তল্পী লয়ে,
মুক্ত হবে করি বহু সাধু দরশন,
প্রাণপণে সাধুসঙ্গ কর অন্বেষণ।

দ্বিতীয় পথিক বলিলেন—
নিবেদন করি আজি চরণে তোমার,
কৃপা করি শুন দেব বৃত্তান্ত আমার,—
পাটলীপুত্রেতে ধাম,   চন্দ্রগিরি মম নাম,
দুষ্ট নৃপতির সনে শত্রুতা করিয়া,
লক্ষপতি ছিনু, ধন দিনু উড়াইয়া।

"আমি বড়" এই বোধ ঐশ্বর্য্যে সদাই,
সে রাজ্য ঐশ্বর্য্যে আর প্রয়োজন নাই।
পাইবারে করতলে ঐশ্বর্য্য মাকাল ফলে,
অবোধ বিষয়ী যত উন্মত্তের প্রায়,
অনলে পতঙ্গসম মরিবারে ধায়।

আমার বিষয় ভোগে বাকি কিছু নাই,
আপাত মধুর সব দেখেছি সদাই !
যৌবনের বৃথারঙ্গ হয়েছে সে স্বপ্ন ভঙ্গ,
জোয়ার গিয়াছে সরি পড়েছি ভাঁটায়,
দারাসুত করিয়াছে বঞ্চনা আমায় !

গিয়াছে সে ধন জন বিষয়ের মধু,
কান্তার কমল কান্তি স্মৃতি আছে শুধু।
প্রমোদ উদ্যানে গিয়া প্রমোদা গণেরে নিয়া
মাতিনু আনন্দে কিন্তু সুন্দরীরা হায়,
অর্থ গেলে গলহস্ত দিয়াছে আমায়।

মাংস যন্ত্র মাত্র ছিনু চিত্তশুদ্ধি হীন,
অর্থ অর্থ করি শেষে চিন্তায় মলিন।
যত রত্ন ছিল মোর লুটেছে ইন্দ্রিয় চোর।
কাম-ক্রোধ ঘূর্ণবায়ু ঘূর্ণপাকে আনি
বিষয় প্রান্তেরে ফেলি বধ করে প্রাণী।

দেখেছি সংসার মিথ্যা চির মিথ্যা সেই,
আপাত মধুর, তাতে সুখমাত্র নেই।
সংসারের সুখ হায় অলেয়ার আলো প্রায়,
আবাল বনিতা বৃদ্ধে ভুলাইয়া মারে,
চির বিদায়ের কালে বলিয়াছি তারে,—
সব মিথ্যা কথা তোর মিথ্যাবাদী রে সংসার,
উষার আনন্দটুকু নিশায় থাকে না আর!
নিত্য সত্য সুখ দিব বলিয়া নানান্ ছলে
ইন্দ্রিয় আসক্ত নরে ডুবাস্‌রে রসাতলে!
প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী, মিথ্যা ও মধুর কথা,
প্রিয়তম দারাসুত এখন আমার কোথা?
যত জনে বন্ধু বলি অন্ধ করেছিলি মোরে,
সবাই দিয়েছে ফাঁকি, কি আর কহিব তোরে
স্বর্গের অপ্সরা দিব, বলিস মধুর স্বরে,
কত কোহিনুর যেন আছে তোর অভ্যন্তরে।
হাতে হাতে স্বর্গসুখ দিবি তুই বলেছিলি,
গলহস্ত দিয়া এবে বিদায় করিয়া দিলি।
রে মিথ্যুক, এই কি সে মধুর প্রতিজ্ঞা তোর,
এবে সব কেড়ে নিলি ওরে মিথ্যাবাদী চোর!
ভুলাইয়ে নরনারী মারিস নিশার ঘোরে,
মুখে মধু বুকে বিষ রে চোর চিনেছি তোরে!
তোর সে জাঁকজমক দেখেছি স্বপন ঘোর

সব মাটি সব ভস্ম ! খাঁটি কিছু নাই তোর !
মাতৃগর্ভ হ'তে উঠি শ্মশান পর্য্যন্ত আর,
যথার্থ কি সুখ দিস্ ? শুধু প্রতারণা সার !
দেখায়ে স্বর্গের শোভা দিস্‌রে মাথায় বাড়ী,
শেষকালে এনে দিস্ দুশ্চিন্তা-বিষের হাঁড়ি !
রে জগৎ মিথ্যাবাদী, এবার চিনেছি তোরে,
সংসার-পাগল বিনা কে তোরে বিশ্বাস করে ?
রঙ্গমঞ্চে প্রবঞ্চক ! সংসার-প্রপঞ্চ যাহা,
রে স্বপ্ন, সত্যের বেশে তোর ইন্দ্রজাল তাহা ।
কামিনী-কাঞ্চন দিয়া সারিস যাদের দফা,
তারা বলে তোর সাথে সদাই করিতে রফা !
রে সংসার, মূর্খ আর পাগলের সুখস্থান,
আমায় বিদায় দেরে, ভিক্ষায় বাঁচাব প্রাণ !

ধন জন গেলে মম শত্রু-নরপতি
দূতে আদেশিলা মোরে বধিতে সংপ্রতি !
নিশায় ছিলাম সুপ্ত নিযুক্ত ঘাতক গুপ্ত
আমার দ্বিতল গৃহে প্রবেশিল যবে
তখন প্রহরিগণে ডাকি উচ্চ রবে !

সহসা ঘাতক মোরে ফেলে ধাক্কা দিয়া,
পড়িলাম তথা হ'তে ভূমিতলে গিয়া ।
সে পতনে বোধ হল, বুঝি মোর প্রাণ গেল,
কায়ক্লেশে উঠি শেষে সম্বিৎ পাইয়া
করিলাম পলায়ন বন মধ্য দিয়া ।

বিষাদে সে গৃহে আমি ফিরি নাই আর,
বিষম বৈরাগ্যে মনে জন্মিল ধিক্কার!
সংসারে অর্থের তরে এইরূপে মরে নরে,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া প্রভু প্রতিজ্ঞা আমার,
মায়ামোহ অন্ধকারে পশিব না আর।

সেই গুপ্তহন্তা মম বধিবারে প্রাণ,
আসিতেছে পিছে গুপ্ত মৃত্যুর সমান।
কি সন্ধানে কোথা এসে মারিবে আমায় শেষে
গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিশ্চয় মরণ,
চরণে রাখিয়া পিতা রাখ এ জীবন!

সস্নেহে কহেন তবে ব্রাহ্মণ-কুমার,
ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় তোমার।
তিনি রক্ষা করেছেন, তিনি রক্ষা করিবেন,
কিরূপে কহি তা' শুন মনোযোগ করি,
অপূর্ব্ব সে উপাখ্যান বৎস চন্দ্রগিরি।

তত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয় এক বিপ্ররাজ নাম,
আছিল বসতি তাঁর চিত্রকুট ধাম।
বিরত্বে প্রতিষ্ঠা অতি ধর্ম্মে ছিল মতি গতি,
তীর্থে তীর্থে ফিরিতেন সদা সঙ্গে করি,
জীবন-সঙ্গিনী তাঁর প্রণবা সুন্দরী!

পতি সূর্য্যে হেরি হাসে পত্নী পদ্মমুখী,
পরস্পরে প্রেমভরে স্বর্গসুখে সুখী !
পরস্পর আলিঙ্গন করিয়াছে দু'টি মন
বীরোচিত তেজে প্রেমে মাখা দুটি প্রাণী,
বিরচিত গদ্যে পদ্যে যেন কাব্যখানি।

সুপুরুষ বিপ্ররাজ সুন্দর দর্শন,
সুরূপা প্রণবা সতী ধর্ম্মপথে মন।
সহধর্ম্মিণীর সনে বিপ্ররাজ এক মনে
চলেছেন পুরীধামে জগন্নাথ স্মরি,
মহানদী-বক্ষে তরী আরোহণ করি।

আষাঢ়ে আঁধার নিশা ঘন বর্ষে জল,
উঠিয়াছে আজি তাহে ঝটিকা প্রবল !
সকলেরে বক্ষে নিয়া মহানদী বক্ষে গিয়া,
পবন তাড়নে তরী যায় যায় যায়,
অধীর সে কর্ণধার না পায় উপায়।

তুলিয়াছে তরী মাঝে করি গণ্ডগোল,
মহাশোকে লোকগুলি রোদনের রোল !
বিপদে অধীরা অতি আতঙ্কে আকুল মতি
প্রণবা বিবশা হায় কাঁদে হাহাকারে,
বার বার বিপ্ররাজ প্রবোধিলা তারে।

না শুনি প্রণবা তাহা করিছে ক্রন্দন,
সহসা স্বামীর হেরে ঘূর্ণিত লোচন!
বিপ্ররাজ গিয়া ধরে ক্রোধে প্রণবার করে,
গর্জ্জিয়া কহিলা—হরি করিবেন পার,
নদীতে ফেলিয়া দিব করিলে চিৎকার!

ক্রোধান্বিত স্বামীমুখে স্থির দৃষ্টি করি,
একদৃষ্টে চাহিছেন প্রণবা-সুন্দরী।
প্রথম বিস্ময় হল কটাক্ষে স্থিরতা এল,
ধৈর্য্য ধরি হাস্য করি কহিলেন সতী—
কভু কি পারেন জলে ফেলে দিতে পতি?

কহিলেন বিপ্ররাজ হাসিয়া সুন্দর—
প্রিয়ে তব প্রিয়পতি আমি ক্ষুদ্র নর,
জলে না ফেলিতে পারি, তা'হলে কহ সুন্দরি,
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বিশ্বপতি যিনি,
তোমাকে ফেলিতে জলে পারেন কি তিনি?

কহিলা প্রণবা যেন সন্দেহের স্বরে,
সেত সত্য কথা নাথ, তবু মরি ডরে।
কহিলা সরোষে স্বামী—ঘোর অবিশ্বাসী তুমি
বলিয়া সবলে ধরি তুলি প্রণবায়,
নিক্ষেপিলা দূরজলে প্রবল ধাক্কায়।

সে ধাক্কায় যায় যায় প্রণবার প্রাণ
জলে পড়িলাম ভাবি হইলা অজ্ঞান।
এর মাঝে কর্ণধার, বিষম চেষ্টায় তার
অগ্রসর করে তরী তীর সন্নিকটে,
সেথা তরী ডুবে গেল বিষম সঙ্কটে।

তীরের কর্দ্দমে ওই দেখে নাই কেহ,
পড়ে আছে প্রণবার জ্ঞানশূন্য দেহ।
ওই তীর দেখা যায়, তরী কিন্তু ডুবে যায়,
হেরি বিপ্ররাজ তাই মহাশক্তি ধরি
তীরে নিক্ষেপিলা তায় না ডুবিতে তরী!

তরণী ডুবিল হেরি ঝাঁপ দিয়া নীরে,
সন্তরণে পুরুষেরা উঠিলেন তীরে।
প্রিয়ায় অজ্ঞান হেরি, যতনে চেতন করি,
ক্রোড়ে ধরি বিপ্ররাজ বসিলেন যবে,
প্রণবা "কোথায় আমি?" জিজ্ঞাসিলা তবে।
উষা-অরুণের আভা উভয় আননে,

কহিলেন বিপ্ররাজ মধুর বচনে—
প্রিয়তমে আছ সুখে প্রিয়তম ব্রহ্ম বুকে;
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বিশ্বপতি যিনি,
তোমাকে ফেলিতে জলে পারেন কি তিনি?

প্রণবাকে ক্রোড়ে রাখি কাটান যামিনী,
কহিলেন বিপ্ররাজ সকল কাহিনী।
সবিস্ময়ে সে বৃত্তান্ত শুনি সব অন্তোপান্ত
পত্নী কন—প্রাণদান দিলা ভগবান্
দূরে তরী মগ্ন হ'লে কে রাখিত প্রাণ ?

হাসিলেন বিপ্ররাজ পত্নীর কথায়,
কহিলেন কে রাখিত কহি তা তোমায়।
ধরিয়া তোমায় তুলে ছুঁড়িয়া ফেলেছি জলে,
ভেবেছিলে জলে ডুবে মারা গেলে তুমি,
মারিনু ডুবায়ে জলে কি নিষ্ঠুর আমি !

দেখিলে ত প্রিয়তমে সচেতন হ'লে,
জলে পড় নাই তুমি পড়িয়াছ স্থলে।
যায় নাই তব প্রাণ পতি ক্রোড়ে পেলে স্থান,
সেইরূপ দূরে যদি ডুবিত সে তরী,
মুহূর্ত্তেক অচেতন হ'তে প্রাণেশ্বরি।

পরেই দেখিতে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে,
জলে পড় নাই তুমি পড়িয়াছ স্থলে !
নূতন সে মহাদেশ সুখের নাহিক শেষ,
সে দেশে দেখিতে জাগি প্রিয়ে মহাসুখে,
রহিয়াছ প্রিয় তম বিশ্বপতি-বুকে !

মৃত্যুকালে হরিপাদ-পদ্ম ভাবনায়
সে অপূর্ব্ব দেশে জীব অনায়াসে যায়।
এ দেশত যাব ছাড়ি সে দেশে মোদের বাড়ী
বুঝিলে কি প্রাণসখি, ভয় কি এখন ?
হাসিলা পরমানন্দে প্রণবা তখন।

আমরাও শুন শুন বৎস চন্দ্রগিরি,
সেই অমৃতের দেশে যাব ঘুরি ফিরি।
বুঝি দেখ কথা এবে তোমার ঘাতক যবে
ধাক্কায় দ্বিতল হ'তে ফেলিল তোমায়,
ভেবেছিলে মরিলাম পড়িয়া ধরায় !

অসময়ে দেখি তব সুসময় অতি,
ঘাতকের রূপে ধাক্কা দিলা বিশ্বপতি।
পরেই দেখিলে তাই, মরণ ত হয় নাই,
এসেছ অজ্ঞাতসারে নিকটে আমার,
বিশ্বপতি ক্রোড়ে স্থান পাইবে এবার।

গুরুমুখে শুনি আমি বুঝিলাম তবে,
এখানে আমার মুক্তি সুখশান্তি হবে।
প্রণমি গুরুর পায় বিনয়ে কহিনু তাঁয়,
কৃপা করি কহ পিতা কি করিব আমি ?
এখনি করিব তাই যা বলিবে তুমি।

উঠিতে ইঙ্গিত করি চিদানন্দ সুখে,
চলিলেন গুরুদেব হরিদ্বার মুখে।
হেন কালে উর্দ্ধে হেরি পত পত শব্দ করি
উচ্চাকাশে উড়ি যায় ছড়াইয়া জ্যোতিঃ
দুইটি স্বর্গীয় পক্ষী বিদ্যুতের গতি !

পীবর কাঞ্চন-তনু ইন্দ্রধনু মাখা,
ধূমকেতুকেও তুচ্ছ করে পুচ্ছ পাখা।
মম মন-তরঙ্গিণী করি দূর-প্রসারিণী !
ছড়াইল ব্যোমে তারা সঞ্জীবনী গান,
পলাইল নিয়া মোর বহিশ্চর প্রাণ।

কহিলাম দেখ পিতা স্বর্ণ প্রভাময়,
মহাবৃক্ষ ছাড়ি উড়ি যায় পক্ষীদ্বয় !
গতরাত্রে তরু পরে, কথোপকথন করে,
পক্ষীরা পারে কি পিতা কহিবারে কথা ?
পক্ষী কি দেবতাদ্বয়, চলিলেন কোথা ?

কহিলেন গুরুদেব শুন চন্দ্রগিরি,
ওই বৃক্ষে রয়েছেন বহুদিন ধরি,
নামেতে বিহগমুনি, সঙ্গিনী সে বিহঙ্গিনী,
জ্ঞান-কর্ম্ম দুই পক্ষে সিদ্ধি লাভ করি,
কহিছেন শাস্ত্র কথা পক্ষীরূপ ধরি,

জ্ঞান-কর্ম্ম-সিদ্ধ পক্ষী দ্রোণ-পুত্রগণ
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী যথা জৈমিনীকে কন।
যোগবাশিষ্ঠেতে শুনি "কদম্বদাশুর" মুনি,
"ভুশুণ্ড" বায়স মুনি চূত তরু পরি,
পক্ষী তাঁরা জ্ঞান-কর্ম্ম দুইপক্ষ ধরি।

বিহগ দম্পতি যান বরুণার পার,
যেখানে প্রণবাশ্রমে সঙ্গিনী আমার।
এবে চল হরিদ্বারে বহুতীর্থ ভ্রমি পরে,
সহধর্ম্মিণীর সনে মিলিব যখন,
সে আশ্রমে পক্ষীদ্বয়ে দেখিবে তখন।

কুমারী আছেন যথা প্রণব-আশ্রমে,
ধীরে ধীরে মোরা তথা যাব কালক্রমে।
দেখিবে আশ্রমে গিয়া সদা সেবা কর্ম্ম নিয়া
আছেন কুমারী, মূর্ত্তি প্রেম প্রতিভার,
সাধক-দম্পতি গ্রন্থে আখ্যায়িকা যাঁর।

এত শুনি চলিলাম হরিদ্বার মুখে।
গুরু সনে বহু তীর্থে ভ্রমিলাম সুখে।
লভি বহু উপদেশ ছাড়ি মায়া মোহ ক্লেশ,
ফিরি আসিলাম শেষ বারাণসী ধাম,
সদা গাই বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা নাম।

রহিনু প্রণবাশ্রমে বরুণার পার
মাতা মোর ছবি যেন স্বর্ণপ্রতিমার।
শ্যামল পশমাসনে মাতা রত যোগধ্যানে,
সন্তানের মত আমি সেবা তাঁর করি,
মুক্তিপথে জ্ঞান কর্ম্ম দুই পক্ষ ধরি।

দূরে দেখা যায় গঙ্গা-বরুণা সঙ্গম,
আশ্রম অলিন্দ-দেশ অতি মনোরম!
সকলে হইয়া হৃষ্ট, সে অলিন্দে উপবিষ্ট,
পার্শ্বেই অশ্বত্থ বৃক্ষে সদা সংগোপনে,
ধ্যানস্থ বিহগমুনি বিহঙ্গিনী সনে।

মধ্যাহ্ন সেবার পরে আসনেতে আসি
মাতাপিতা সে অলিন্দে থাকিতেন বসি।
বিহগ-দম্পতি হৃষ্ট, বৃক্ষশাখে উপবিষ্ট,
কাশীবাসী সাধুসাধ্বী আশ্রম নিবাসী
সমবেত হন সবে অপরাহ্নে আসি।

একদা জননী বসি আপন আসনে,
বেষ্টিত সুবর্ণকান্তি কৌষিক বসনে।
সুস্থির নীলাব্জ দুটি প্রশান্ত নয়নে ফুটি
ললাটে অলকাবলী নাচে অলিকুল,
বিম্বাধরে আবরে সে দন্ত-কুন্দফুল!

কেশপাশ নীলাকাশ শোভা করে তাঁর
সহাস্য বদনখানি ছবি পূর্ণিমার !
সুধাংশুর সুধা ঝরে তাপিতে শীতল করে,
প্রসন্নতা পবিত্রতা নৃত্য করে তায়,
মৃদু হাসি ভাসি ভাসি কৌমুদী ছড়ায় !

ভুজদ্বয় বোধ হয় কমলের লতা,
দুইটি কমল যেন দুই করে গাঁথা !
হেমাঙ্গ অঙ্গুলিগুলি যেন চম্পকের কলি,
অগ্রভাগে রক্তরাগে জাগে চন্দ্রকলা,
সর্ব্বাঙ্গে বসিয়া যেন আছেন কমলা !

কেশপাশে ফুল হাসে বনে যেন ফুটি,
কর্ণমূলে ধীরে দোলে কুরুবক দুটি,
যাতি যুথী জুই বেলা কণ্ঠহারে করে খেলা,
দুই করে শোভা করে কুসুম-বলয়,
সমীর তস্কর তার গন্ধ লুটি লয় !

সরলতা মাঝে দেবী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী,
সরোবরে ফুটে যেন ফুল-কুলেশ্বরী !
পশিলে বাসন্তী প্রভা, মধুমাসে বন শোভা,
দেবী আসি দেন সবে সে নবজীবন,
তপস্যা প্রভাবে যথা জাগে তপোধন !

সন্ধ্যায় কহিনু মাতা কহ সবিশেষ,
ব্যাস বশিষ্ঠের সার স্বর্ণ-উপদেশ !
শুনিয়া আমার কথা কহিতে লাগিলা মাতা,
সুন্দর অমৃত গাঁথা মধুবর্ষী স্বরে,
বীণার ঝঙ্কার যেন বীণাপানি করে !

প্রথম সন্ধ্যা

কুমারী কহিলেন,—

শুন বৎস, একজন গাম্য লোক আসি,
সহরে শুনিল মহা আনন্দেতে ভাসি,
চশমা-বিক্রেতা এক কহে বারবার—
আমার চশমা ক্রয় কর একবার,
চ'খে দিলে যত গ্রন্থ সব পড়া যায়,
শুনি সে চশমা চাহি চক্ষুতে লাগায়।
দশ বিশ খানি ক্রমে শতখানি নিয়া,
এক এক করি দেখে চ'খে দিয়া দিয়া,
কিছু না পড়িতে পারে, ক্রোধে যায় চলি,
গালি দিয়া বিক্রেতাকে মিথ্যাবাদী বলি।
বিক্রেতা জিজ্ঞাসা শেষে করে তার কাছে,
লেখাপড়া জানা তার আছে কি না আছে?
সে কহিল লেখাপড়া কভু শিখি নাই,
বিক্রেতা কহিল তবে শিখে এস ভাই।
সেইরূপ না থাকিলে গুরুশিক্ষা আগে,
শাস্ত্রাদির চশমাও চ'খে নাহি লাগে।
গুরু মধ্য দিয়া দৃষ্ট হন বিশ্বপাতা,
চশমার ন্যায় গুরু দিব্য-দৃষ্টি-দাতা।

বিশ্বাস বৈরাগ্য বিনা বুঝিবেনা লেশ,
ব্যাস-বশিষ্ঠের স্বচ্ছ উচ্চ উপদেশ।
অবিদ্যা-শিক্ষিত যুবা ক্রোধে যাবে চলি,
গালি দিয়া শাস্ত্রকারে মিথ্যাবাদী বলি।
আঁধারে মরিছে যারা সংসার-কাননে
"আমি জ্ঞানী" ভাবি বদ্ধ কামিনী-কাঞ্চনে,
বুঝিতে পারিবে না ত জীবনে তাদের,
যুক্তিময় মুক্তিকথা ব্যাস বশিষ্ঠের!
মুক্তি-শাস্ত্র শুনি তারা করে পলায়ন,
স্বর্ণ নিয়া ফেলি যায় বালক যেমন!
ফল্গুনদী-বালি যেন গর্ত্তে পড়ে ঝরি,
সংসারের মায়া ঝরে ঝর্ ঝর্ করি,
মুহূর্ত্তে হৃদয়-গর্ত্ত পরিপূর্ণ করে,
যোগাভ্যাসে নিবারে তা' বুদ্ধিমান্ নরে।
সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া যেমন,
আটঘণ্টা বালকেরা পাঠে দেয় মন,
সেইরূপ আটঘণ্টা সংসার ছাড়িয়া
ধর্ম্মে মন মগ্ন কর একান্তে বসিয়া।
আটঘণ্টা দেহ রক্ষা আট ঘণ্টা নিদ্রা
আটঘণ্টা পূজাপাঠ ধ্যানযোগ-তন্দ্রা,
এই রূপ সুনিয়মে দিন যার যায়
তারে হেরি দুঃখ ভয় তখনি পলায়।

করে না, পারেনা তাই, কেন বা না করে ?
অব্যর্থ উপায়, তবু দুঃখ ভয়ে মরে।
রয়েছে প্রত্যক্ষ-ফল নিয়ম পালনে,
তথাপি আলস্য লোক করে কি কারণে ?
দেখেও দেখে না যেন পশুদের মত,
সতত আহার-নিদ্রা কামক্রোধে রত !
শুনেও শুনে না কেন শাস্ত্র উপদেশ,
বুঝেও বুঝে না যেন ভূতের আবেশ !
কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত হয় লোক যত,
স্বার্থমলা মাখে গায় শূকরের মত !
কামিনী ও কাঞ্চনের ঘৃণিত মাদক,
সর্ব্বদাই মূর্খ'দের হৃদয়-শোষক।
খেলিয়া বেড়ায় তারা নারী-মোহ সরে,
মরীচিকা সরসীতে সন্তরণ করে।
সাধুদের সুখ-শান্তি অমর জীবন,
তা'তে লোভ নাই খোঁজে কামিনী-কাঞ্চন।
ষোলঘণ্টা নিজে রাখ, আধঘণ্টা দেও,
অমরতা-চিরসুখ তাহে কিনে নেও।
এই নেত্রে দেখিতেছি অনন্ত আকাশ,
সেরূপ মনেতে আছে অনন্ত প্রকাশ;
অনন্ত মিশিলে হবে সর্ব্ব দরশন,
পরমাত্মা জীবাত্মার আনন্দ মিলন।

অর্দ্ধশত-বর্ষ-পূর্ব্বে জানিতাম যারে,
কটাক্ষেই দেখিতেছি চিত্তপটে তারে;
চিত্তের বিকাশ হ'লে অহো কি সুন্দর,
চিত্ত-পটে ফুটে উঠে যুগ-যুগান্তর।
এক হয়ে ভূত—ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান,
নিরমল চিত্তপটে হয় বিদ্যমান্।
সহস্র যোজন যায় সে চিত্তের গতি,
মুহূর্ত্তের মাঝে, যেন দিবাকর জ্যোতিঃ!
সেই চিত্ত দেখে ব্যোম রূপ-রসে ভরা,
আকাশে প্রকাশময়ী হর-মনোহরা।
সেই বিশ্ব জননীর সৃষ্টি কি বিচিত্র,
মক্ষিকার পক্ষ দেখ, প্রকৃতির চিত্র।
পরা প্রকৃতিরে স্মরি মন নাচে সুখে,
না জন্মাতে দুগ্ধ দেন জননীর বুকে।
উচ্চ হ'তে ফেলি দেন নারিকেল ফল,
"পরিপাটি দুই রুটী এক বাটি জল।"
হেরিলে অবাক হই অহঙ্কার চুর,
ক্যাঙ্গারু সজারু সর্প মনুষ্য ময়ুর।
প্রকৃতির বুকে দেখ সুরনর লীলা,
গগনে যেমতি মেঘে বিদ্যুতের খেলা!
আকাশের অংশ মাত্র নেত্রে মোরা হেরি,
সেই কিন্তু মহাকাশ বৎস চন্দ্রগিরি।

সিন্ধুর যে কোন বিন্দু দেখে আঁখিদ্বয়,
সেই মহাসিন্ধু, বিন্দু-আস্বাদে প্রত্যয়।

চিদ্ বিন্দু ফোটে নর-বদনমণ্ডলে,
মহা চৈতন্যই সেই, সাধুগণ বলে।

ফুটে উঠে প্রাণ-জ্যোতিঃ জীব-চক্ষু দিয়া,
মুখ-মণ্ডলেতে আসি পড়ে ছড়াইয়া।
মম নেত্র তারা বিন্দু হতে কি উজ্জ্বল
মহা প্রাণ জ্যোতিঃ ফুটি উঠিছে নির্ম্মল!
চোখের চৈতন্য মুখে ছড়ায়ে মাধুরি,
দেখিছ না ফুটিতেছে "আমি আমি" করি?
ওই সে ব্রহ্ম-চৈতন্য চোখে দেখা যায়,
আমি ক্ষুদ্র সে চৈতন্য পেয়েছি কোথায়?
ওই চৈতন্যেরে ধরি ক্ষুদ্র আমি ধন্য,
আমাতেই বিশ্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্য!
চক্ষে তব যে চৈতন্য ঝক্‌মক্ করে,
ঝকিতেছে কৃমি কীট সুরাসুর নরে।
শ্বাস স্থির দৃষ্টি স্থির মন স্থির করি,
হেরি হেরি মুক্ত হও বৎস চন্দ্রগিরি।
বুঝিলে আমি কি বস্তু, আমি কি মহান্?
অহঙ্কার নহে ইহা—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
এই আমি পৃথিবীর রক্তমাংস নয়,
অহঙ্কারী আমি নয় বিশুদ্ধ চিন্ময়।

বল মুখে অন্তরেতে হেরি মহাপ্রাণ,—
"আমি কি মহান্, ওরে আমি কি মহান্!"
আমার সুখের সীমা দেখিতে না পাই,
কি শক্তি আমার তার আদি অন্ত নাই।
শুধু রক্ত মাংসে আছে জন্ম মৃত্যু রোগ,
চিন্ময় আমাতে শুধু অমৃত-সম্ভোগ।
মহাশক্তি দেবশক্তি সর্ব্বাঙ্গে আমার,
হস্তপদ নেত্র মুখ এ সব কাহার?
হাড়মাসে ঢাকা মম ক্ষুদ্র মন প্রাণ,
ভাবিয়া অবাক্ হই—আমি কি মহান্!
"আমি আমি" রব্ লক্ষ অস্থি মাংসে শুনি,
মহান্ আমির সেই লক্ষ প্রতিধ্বনি!
"আমি" সে চেতন মাত্র মহাশক্তিময়,
ফুটিয়া হইব ক্রমে অনন্ত অব্যয়।
সর্ব্বজীবে একপ্রাণ "মম-মম" তাই,
"আমার আমার" বলি গলা ধরি যাই!
ইচ্ছা হয়, যবে আমি হেরি "মহাপ্রাণ"
দশ হাতে কাজ করি শত মুখে গান!
কেবল মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে ভবে,
মাটি হয়ে গিয়েছত আত্মরূপী সবে!
চক্ষু তুলি অন্তরীক্ষ নিরীক্ষণ কর,
"আমার আমার" বলি আকাশেরে ধর।

অনন্ত আকাশময় চৈতন্য কেবল,
আমরা সবাই সেই চৈতন্য নির্ম্মল।
শূন্যেতে সূচাগ্র-কীট উড়িছে অগণ্য,
শূন্যের প্রত্যেক বিন্দু জাগ্রত চৈতন্য!
আমি দেখি পরস্পরে লোকে কথা কয়,
সেটি শুধু আত্মা করে আত্মবিনিময়!
এই দেহ শুধু সেই চৈতন্যের ভাগ,
রক্ত মাংস অস্থিরূপে দৃষ্ট মহাপ্রাণ!
আমার এই অঙ্গুলির দেখ অগ্রভাগে,
ঐশ্বরিক শোভা ফুটে উঠে রক্তরাগে।
দেখ মম করতল- রক্তোৎপল দলে,
কমলার করতল বিষ্ণু-করতলে!
দেখ রক্তপদ্ম সম শ্রীপদ আমার,
নৈসর্গিক শোভা তাহে অতি চমৎকার!
শুনি এ বিষম কথা উঠিছ শিহরি,
কিন্তু ধ্রুব সত্য এই বৎস চন্দ্রগিরি।
হস্তপদে পদ্ম শোভা কে আনিল কহ?
জানি না, বা জানে না তা পিতামাতা কেহ!
হস্তপদ চক্ষু অঙ্গ প্রত্যঙ্গেতে আর,
কোথাও না হেরি তুচ্ছ আমিত্ব আমার!
কোথাও ত কিছু নাই মনুষ্য নামেতে,
এ সব চৈতন্য-বিম্ব মহা চৈতন্যেতে।

সাক্ষীরূপে হেরি আমি—মম দেহ লয়ে,
কি রঙ্গ করেন ব্রহ্ম দেহধারী হয়ে!
দিব্যচক্ষে দেখ বৎস, কিবা আর কব—
"মধুরং মধুরং" বপুরস্য বিভোঃ"!
দেখ বৎস দিব্যজ্ঞানে হইয়া মগন,
আভাস এরূপ যার, স্বরূপ কেমন!
তপস্যায় হলে দিব্য জ্ঞানের উদয়,
স্বরূপ দেখিতে পাবে, আভাস ত নয়।
শুদ্ধ শ্রীচৈতন্য-দেশে দেববেশে যাবে,
চিদালোকে দেবলোক দেখিবারে পাবে
ভোগ মোক্ষ শোভাময় সেথা দেবগণ,
মৃত্যুপারে দিব্যদেশ, অপূর্ব্ব দর্শন!
জননীর উপদেশ শুনি সর্ব্বলোক,
ভুলিল সংসার জ্বালা দুঃখ রোগ শোক।
আধ্যাত্ম ভারত কথা শুনি মুক্তি হবে,
শুনে যারা ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ ভবে।

চতুর্থ দর্শন।

দ্বিতীয় সন্ধ্যা—রঙ্গমঞ্চ

মুহুর্মূহু ভবিষ্যৎ ধেয়ে আসে বর্ত্তমানে,
অতীতে সে বর্ত্তমান ছোটে নাম উচ্চারণে।
এক আসে আর যায় যেন বায়স্কোপ খেলা,
দেপাক দেপাক ঘোরে ভবের নাগর-দোলা।
শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা এল নীলাম্বরী পরিধান,
বুলায়ে অঞ্চলখানি মুছে দিল দিনমান।
আকাশে উঠিয়া তারা পড়িল গঙ্গার জলে
তরঙ্গে তরঙ্গে তারা নাচিয়া নাচিয়া চলে।
আরতি উৎসবে মত্ত নৃত্য করে বারাণসী,
আকাশের দেবলোক ভূলোকে পড়েছে খসি।
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের ধ্বনিতে মোহিত প্রাণ,
কর্ণকে বধির করে বধিরকে কর্ণদান।
চৌদিকে না হয় ক্ষান্ত অবিশ্রান্ত বেদপাঠ,
অবিরত জনস্রোত রোধিছে মন্দির বাট।
সম্মিলিত কাশীবাসী শূন্যবাসী দেবগণ,
আত্মহারা হয়ে করে বিশ্বনাথ দরশন।
শোভিছে প্রণবাশ্রম দূরে বরুণার পার,
দৃষ্ট হয় গঙ্গা-বক্ষ উচ্চ কক্ষ হ'তে তার।

মন্দিরে মন্দিরে ওই আরতি উৎসব হয়,
শত শত স্বর্ণদীপ প্রজ্জ্বলিত ঘৃতময়।

বিমুক্ত প্রণবদেবী সমাধিতে দেহ রাখি,
সেখানে শতেক দীপ আলোকে ঝলসে আঁখি।

আশ্রম অলিন্দ দেশে বসি আরতির পরে,
কাশীবাসী সাধু-সাধ্বী সামমন্ত্র গান করে।

আত্মধ্যানে নিমগন আছিলা জননী,
চাহিয়া কহিলা—শুন দেবী বিহঙ্গিনী,
সমাধির শেষে করি মন-উত্তোলন,
শীতল করেন নরে সাধু সাধ্বীগণ।

তখন সে চিত্ত দোলে আনন্দ-হিন্দোলা,
ছোটে মন শুভ্রমেঘ, চিৎ সূর্য্য খোলা!

জ্ঞানাগুণে সিদ্ধ সাধু সুসিদ্ধ শম্বুক
শীতলতা গুণ দিতে না হয় বিমুখ।

রঙ্গমঞ্চে কি প্রকারে নাচিছে পুতুল,
কহিয়া শীতল কর সকলে ব্যাকুল।

সান্নিকটে বৃক্ষশাখে দেবী বিহঙ্গিনী
পতিবামে বসি কহে পিক নিনাদিনী—

বিহঙ্গিনী কহিলেন,—

আপনাতে আপনিই আত্মা-সুকৌশলে
নিয়ত বিম্বিত হন আত্মশক্তি-বলে।

প্রতিবিম্বে দ্বৈতভ্রম জন্মে জীব মনে।
জন্মমৃত্যু জীবভ্রান্তি জন্মে তার সনে।
আত্মারই প্রতিবিম্ব জীবরূপে সাজে,
আকাশের চাঁদ যেন সলিলের মাঝে।
দেহ-কূপে পরমাত্মা মনরূপে দোলে,
আকাশেই সত্য চাঁদ, ছায়া-চাঁদ জলে।
জলচন্দ্র জানে যদি ব্যোমচন্দ্র সেই,
সোঽহহং জ্ঞানের মত' সুখ আর নেই!
লক্ষ রবিকর যথা সূর্য্যে ধরি বাঁচে,
আত্মার আমিত্ব ধরি লক্ষ আমি নাচে।
নিনড় স্বচ্ছ চৈতন্যে সে চৈতন্য-ছায়া,
শক্তি নাম ধরি খেলে গড়ি জীবকায়া।
সঙ্কল্পরূপিনী সেই চিৎশক্তি নিজে,
সৃষ্টিকর্ত্তা হন দৃষ্টি দিয়া সৃষ্টিবীজে।
আগে গড়ে রঙ্গময়ী তিন মহাজীব,
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়েতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।
ক্রমশঃ প্রকৃতিরূপে মানব গড়ান,
চর্ম্মথলি পরাইয়া চৈতন্যে সাজান।
সে থলির ভালে দুটি মিথ্যা চক্ষু রাখি,
সর্ব্বদর্শী চৈতন্যের দৃষ্টি দেন ঢাকি!
থলি মাঝে অঙ্গতুলি রঙ্গ করে উঠি,
কামক্রোধ, ফণাধারী কৃষ্ণসর্প দুটি।

কামনার কোলে ক্রোধ খেলে অবিরত,
কাদম্বিনী কোলে দ্রুত বিদ্যুতের মত।
কামনার ক্রোড়ে সেই ক্রোধ থাকে পোষা,
কমল-কাননে যেন কালসর্প-বাসা।
সে থলিতে কেশ-বেশ দিয়া হাস্যমুখী,
জননী সাজায়ে দেন নর্ত্তক-নর্ত্তকী!
নারী-গর্ভ সজ্জাগৃহে সাজায়ে গোপনে,
হাসি কান্না দুটি রঙ্গ শিখান যতনে।
রূপরস মাখাইয়া বাহিরেতে আনি,
করতালি দিয়া দিয়া নাচান আপনি।
ভ্রান্তি-বিলাসের নাট্য দেখে ব্যোমবাসী,
মুহুর্মুহু হাসি কান্না হেরি মরে হাসি!
জননী বুদ্ধির কলে টিপ মাত্র দিতে,
অনুভবে চলে অন্ধ পুত্তলি ইঙ্গিতে।
হস্ত পদ মুখ পারে চলিতে বলিতে,
বায়ুময়ী জননীর কল-টিপুনীতে।
চোখ মুখ ঘুরাইয়া মজার মজার,
কলের পুতুল নাচে হাজার হাজার।
নাচাইছে রঙ্গময়ী থাকিয়া অন্তরে,
অদৃশ্যে অমরে নরে ভূতলে অম্বরে!
খুলি দিল মানবের মৃত্তিকার বাট,
পড়ি গেল অন্তরের বজ্রের কপাট!

ভ্রান্তির নীলিমা দিয়া অনন্ত আকাশ আঁকি,
তলে তার নীলিমার অনন্ত জলধি রাখি।
সাজাইয়া গ্রহ তারা আকাশ-কুসুম সাজে,
আঁকি আঁকি চিত্রপট মায়ার মণ্ডপ মাঝে।
আত্মছায়া-জীবগণে নানাগুণে সাজাইয়া,
রঙ্গালয়ে রঙ্গময়ী দেন সবে পাঠাইয়া।
নীলাকাশে চন্দ্র সূর্য্য হেরিয়া বুঝিবে ভাল,
রঙ্গমঞ্চে কি অপূর্ব্ব গ্যাস ও তাড়িত আলো।
চৌদিকে জ্বলিছে তার অনন্ত নক্ষত্র পাঁতি,
নীল চন্দ্রাতপ-তলে লক্ষ লক্ষ লক্ষ বাতি।
যে বলে সংসারলীলা নহে কভু রঙ্গালয়,
ঘুচিবে না কভু তার জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ-ভয়।
অভিনয় করি মোরা—ধারণা দাঁড়াবে যবে,
শোক দুঃখ মরণেও উৎসাহ আনন্দ রবে।
কারাগার এ সংসার ভাবি কাঁপি থরথরি,
মিথ্যা হলে হা হুতাশ, স্বপ্ন হলে ভয়ে মরি!
সত্য নয় মিথ্যা নয় রঙ্গালয় এ সংসার,
রঙ্গ করে জীব-কুল হাবভাব চমৎকার!
সচেতন অচেতন ছবি নিয়া ক্রীড়া হয়,
বায়ু-সূত্রে বায়ু-কোপে বায়স্কোপ অভিনয়।
পর্দ্দার আড়ালে রন সূত্রধর সূত্র ধরি,
ভ্রান্তি বিলাসের নাট্য বাহিরে অমরা করি।

সকলি তাঁহার কর্ম্ম আমার কর্ম্ম কিছু নয়,
তাঁর নাট্য নাট্যশালা বাহবা তাঁর অভিনয়।
নাট্যসাঙ্গ করি পুনঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে,
আত্মার চেতন ছায়া আত্মায় পশিব সবে।
জপিবে অব্যর্থ মন্ত্র—মন্ত্রে শক্তি মুক্তি হয়,
"স্বপ্ন নয় মিথ্যা নয়, এ সংসার রঙ্গালয়"।
হাটে মাঠে ঘাটে পথে সদা জপ কর তুমি,—
"সেজেছি নর বানর চির আত্মারাম আমি"!
যতই হাসাবে তুমি ততই বাহবা পাবে,
আপনি কাঁদিয়া পুনঃ অবনী কাঁদায়ে যাবে।
এ সংসার কারাগার ভাবিতাম তা'ত নয়,
মোরা নয়, কারারুদ্ধ—সেজেগুঁজে অভিনয়।
আত্মছায়া কায়া ধরি অভিনয় করে আসি,
আছেন সে সূত্রধর পরদা-আড়ালে বসি,
ঘুরান সূত্রেতে ধরি ভূর্ভুবঃস্ব তিন লোক,
চোখ-বাঁধা খেলা তাই বাঁধিয়া দিলেন চোখ!
করিছে আত্মার ছায়া কাণাকাণা অভিনয়,
ভ্রান্তি-বিলাসের রঙ্‌ মাখি সুখ দুখ ভয়।
কেহ সাজে পিতামাতা, কেহ দারাসুত সাজে,
কেহ বা কোণের বউ ঘোমটায় মরে লাজে।
কেহ কৃষ্ণসর্প হয়ে দংশে জীব-কলেবরে,
কত বা সলিলে ডুবি হাহাকার করি মরে!

কারো বা বিবাহ ঘটা কেহ বা বিধবা হয়,
কারো পুত্র হয় কারো পুত্রশোক অভিনয়।
কেহ বলি দাদাভাই ভাসে সদা প্রেম-নীরে,
শ্যালক বলিলে কেহ আসি লাঠি মারে শিরে।
কেহ করে উপার্জ্জন কেহ তা নিশায় হরে,
কেহ বা কাঁদিয়া সারা কেহ বা হাসিয়া মরে!
অভিনয় শেষে দেখি সম্বন্ধ সবই ফাঁকি,
না বলি পালায় সবে সাজ সজ্জা খুলি রাখি!
"হাসি-কান্না" অভিনয় মুহুর্মুহুঃ হয় ভবে,
"ভালুক জ্বরের" মত উঠিছে পড়িছে সবে।
জরামৃত্যু ভরা ধরা শোকতাপে হাহাকার—
কি সুন্দর অভিনয়, দেখে লাগে চমৎকার!
পুত্রহারা শোকাতুরা পাষাণ ভাঙ্গিছে বুকে,
আকাশের দেবতারা সে রঙ্গ দেখেন সুখে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে জীবে হাবুডুবু খায়,
আলেয়ার আলো হেরি ছোটে পাগলের প্রায়।
যখন জাহাজ ডোবে, ফেটে যায় প্রাণ মন,
স্বর্গে পড়ে করতালি বায়স্কোপ দরশন।
জলমগ্ন জনে যদি তোলে কেহ ছুটি গিয়া,
লক্ষ করতালি পড়ে স্বরগে বাহবা দিয়া।
যখন প্রাণের শিশু মরিছে মায়ের কোলে,
শুনি তায় হাহাকার হায়রে পাষাণ গলে,

রঙ্গমঞ্চে হাহাকার অভিনয় দরশন,
"আবার! আবার!" বলি ডাকছাড়ে দেবগণ।
করিছে আত্মার ছায়া আত্ম-ভুল অভিনয়,
জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না কিছুই ত সত্য নয়।
পতি-পুত্রশোকে যেন মহাদুঃখে ফাটে বুক,
আবার আত্মায় গিয়া জীবের অনন্ত সুখ।
পতি পুত্র নারী গড়া কতটুকু মধু দিয়া,
শতগুণ সুধা তার অধিক আত্মায় গিয়া।
দুঃখে বুক ফেটে যায় শোকে হাহাকার করে,
আবার আত্মায় গিয়া হো হো শব্দে হেসে মরে!
রঙ্গমাঝে পায় লোক ফলাফল কর্ম্মফলে,
রঙ্গ মিথ্যা রঙ্গময়ী করে কিন্তু সুশৃঙ্খলে।
রঙ্গমঞ্চে সুখ দুঃখ তাতে কিবা আসে যায়,
মায়া-ভ্রান্তি বশে লোক দুঃখ না লইতে চায়।
সাধ করি এসেছ গো ছায়াবাজী খেলিবারে,
জগৎ কাঁদায়ে যাও শোক দুঃখ হাহাকারে।
কুরুকুলে কত বীর বীররসে হেসে এসে,
জগৎ ভাসায়ে গেল শেষে সে করুণ রসে।
আনন্দে যমুনা-তীরে নাচিত সে গোপীগণ,
অবিশ্রান্ত অশ্রুপাতে লীলা করে সমাপন।
রামসীতা করেছেন এ দুঃখের অভিনয়,
প্রমোদ উদ্যান খেলা আমোদ বইত নয়।

জড়ত্ব কোথাও নাই চিন্ময় এ নারী-নর,
প্রকৃতি পুরুষ তনু, রাধাকৃষ্ণ কলেবর!
সরস যা নূতন তা, নিরসই পুরাতন,
খেলিতে সরস খেলা জাগাও নূতন মন।
যত হয় কর্ম্ম ক্ষয় পর্দ্দা সূক্ষ্ম হয় তত,
মধ্যে হেরি সূত্রধরে মা-বাপ পতির মত।
শ্বাস স্থিরে দৃষ্টি স্থিরে মন স্থিরে যত হয়,
ঊর্ণনাভ-জাল সম নাম মাত্র পর্দ্দা রয়।
দৃষ্ট হন পরমাত্মা—দেব-দেবী সমাবেশ,
আমাদের মৃত্যু-পারে নূতন সে মহাদেশ।
পিত্তদোষে চিত্ত দেখে আকাশ বুদ্‌বুদ্‌ময়,
চিত্তদোষে চৈতন্যেতে অসংখ্য বিশ্ব উদয়।
চক্ষুরোগে চন্দ্রমার দ্বিত্ব দেখা যায় যথা,
চিত্তরোগে চৈতন্যের একত্বে বহুত্ব তথা।
অখণ্ড ঘন চৈতন্য অনন্ত আকাশ সম,
চিত্তরোগে সে অখণ্ডে খণ্ড খণ্ড দ্বৈত ভ্রম।
মহামায়া ক্ষণকাল আত্মজ্ঞান লন কাড়ি,
ভ্রান্তি বিলাসের রঙ্গে করি দেন বাড়াবাড়ি।
তিনিই ঈশ্বর হন চিৎ ঘন রূপ-ধারী,
অংশরূপী সুর-নরে নাচান যতনে ধরি।
অংশজীব যত দেখে সে ঈশ্বর বিশ্বময়,
ততই আত্মদর্শন ঈশ্বর কৃপায় হয়।

অবশেষে সবে সেই আত্মার স্বরূপ ধরি,
অখণ্ড চৈতন্যে ওঠে হো, হো ! শব্দে হাস্য করি !
দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র সমস্ত রেখেছি সাথে,
পড়িয়া মরেছি ঘুরে বেদ বেদান্তের হাতে।
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত করেছি মীমাংসা কত,
সংসার পরশে পুনঃ হয়েছি পাগল মত।
ছিল সে শাস্ত্রের জ্ঞান ভক্তির নয়ন নীর,
ছিল না সে ব্রহ্মচর্য্য—'শ্বাস স্থির দৃষ্টি স্থির।"
বেদান্ত-চিত্রিতফুলে ভ্রমর গুঞ্জরে শুধু,
শ্বাস স্থিরে দৃষ্টি স্থিরে মন স্থিরে পায় মধু।
সংযম নিয়মে থাকি ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রতে,
স্থির নেত্রে দীর্ঘ শ্বাস ধীরে ধীরে অভ্যাসেতে।
সহজে দেখিতে পাই শ্বাস প্রশ্বাসের মত,
প্রকৃতির বশে ভাসি আসে আত্মছায়া যত।
নিজ লালে নিজগৃহ নিজে নিজে নিরমিয়া,
গুটিপোকা বদ্ধ হয় আপনাকে জড়াইয়া।
কিছু দিনে বাহিরায় কি বিচিত্র পাখা লয়ে,
উড়ে যায় কি সুন্দর বড় প্রজাপতি হয়ে।
সেইরূপ দেহ ছাড়ি সাধু-সাধ্বী চুপে চুপে,
উড়ি যান সূক্ষ্মাকাশে উজলি স্বর্গীয় রূপে।
শাস্ত্রেতে আসে না শক্তি সাধুসঙ্গ না হইলে,
সাধুতে আসে না শক্তি দেবশক্তি না পাইলে।

সুস্থির সাধুর মন পরব্যোমে অবিচল,
অস্থির সংসারী মন ভূমিকম্পে টলমল!
সাধু সঙ্গে বিশ্ব প্রেমে যে জন জাগিয়া থাকে,
জন্ম মৃত্যু বাল্যক্রীড়া শিকায় তুলিয়া রাখে।
জোছনা ত সূর্য্যপ্রভা, ছায়াও সূর্য্যের আলো,
সেরূপ চৈতন্য-প্রভা, চিত্তনাম ধরেছে ভাল!
জোছনা ছায়ায় তরু ভূতের আকার ধরে,
চিৎ-জোছনায় আত্মা পঞ্চভূতের রঙ্গ করে।
ছায়ার আঁধার ছাড়ি সাধু চিত্ত ক্রমে ফোটে,
দিন দিন শুক্লপক্ষ সুধাকর সম ওঠে।
আঁধারের ভাল মন্দে ভাল কিবা আছে আর!
তবু ভাল বিন্দু আলো দেব দেবী অবতার।
ভাল সে বিদ্যুৎ সম ঈষৎ চিন্ময় আলো,
আঁধারের রাজা চেয়ে আলোর ভিখারী ভাল!
ভিত্তি গায় রবিকর স্পষ্ট যথা শোভা পায়,
মহাপুরুষের গায় ব্রহ্মরূপ দেখা যায়।
শূন্যাকাশে সূর্য্যকর অভিন্ন যেমন থাকে,
নিরাকার ব্রহ্মে সাধু সেরূপ আকাশে দেখে।
তোমাদের চিত্তে যেন না হয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞান,
শিখিবে নিষ্কাম কর্ম্ম শিখিবে আত্মার ধ্যান।
কিরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম করে আত্ম কর্ম্মিগণ,
বুঝিবে দেখিবে ক্রমে আত্মায় হলে মগন।

জনশূন্য জনপদ থাকিলেও কোলাহল,
মননে নির্লিপ্ত মন সলিলে নলিনী দল !*
চিত্ত বড় হ'তে দেও অনন্ত যার অন্তর্গত,
রেখ না ঘরের কোণে কোণের ব্যাঙের মত !
নীচ বাসনার বশে এ দেহে পশিলে তুমি,
ভরসা নয়টি ছিদ্র কৌটা বন্ধ "মহা আমি !"
জগতের বহির্দ্দেশ—দেশ নয়, শুধু নাম,
অন্তর্দ্দেশ মহাদেশ, অমর আনন্দধাম।
ভবে শুধু শৈশবের মল মূত্র ধূলা খেলা,
অন্তর আকাশে সত্য যৌবন-সম্ভোগ লীলা !
স্বর্গের সকাম ভোগে পুনর্জন্ম লয় লোক,
নিষ্কাম সে ভোগ মোক্ষ—কৃষ্ণলোক বিষ্ণুলোক।
বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য দুইটী জোনাকি পোকা,
জ্বলিছে নিবিছে তাই হেরিয়ে হাসিছে খোকা !

*আত্মদর্শনে তৃপ্ত হইলে তখন দেখিতে পাইবে যে, বহুলোকের গোলমাল থাকা সত্ত্বেও জনপদ বা লোকালয় যেন কোলাহল শূন্য শান্তিময় হইয়াই আছে। আরও দেখিবে যে, মননে অর্থাৎ নানারূপ মনন করা সত্ত্বেও, মন যেন নির্লিপ্তই আছে, জড়িয়ে গিয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ছে না। সংযম নিয়ম সাধনাই ঐ অবস্থা পাইবার উপায়। আসক্তির মরণ কামড়ই পুনর্জন্মের একমাত্র কারণ। সেই মরণ কামড় বা অত্যন্ত আসক্তি না থাকায় মন মনন করিয়াও বদ্ধ হইয়া থাকে না। সে কেমন? যেমন পদ্ম পত্র জলের উপর ভাসে, জড়িয়ে বদ্ধ হয় না। এইরূপ জীব সংযম নিয়ম সাধনে জীবন্মুক্তি লাভ করে। "মায়ার বাঁধন দিলে দিলে, গিরো দিও সব ঢিলে ঢিলে।"

স্বর্গের সকাম ভোগে পুনর্জন্ম লয় লোক,
নিষ্কাম সে"ভোগ-মোক্ষ"কৃষ্ণলোক বিষ্ণুলোক।
এ চক্ষু অন্ধতা মাত্র সর্ব্বদর্শী চক্ষু আছে,
অন্তর দর্শন চাও অন্তর-সূর্য্যের কাছে।
কোটী সূর্য্য নিন্দিত সে দেশ দেখিবে সুখে,
লুকাবে শশাঙ্ক-সূর্য্য কালিমা মাখিয়া মুখে!
অনন্ত সংসার দেখে ব্রহ্ম না দেখিল লোকে,
উত্তাল তরঙ্গ দেখে সিন্ধু না দেখিল চ'খে।
নিজ শ্বাসে মন রাখি দেখ করি নিরীক্ষণ,
নাসারন্ধ্রে বায়ু করে গমন ও আগমন।
বারেক নাসায় আসে আকাশে মিশায় পুনঃ,
অতি সূক্ষ্ম শব্দ করে প্রাণবায়ু ওই শুন।
শ্বাস বায়ু প্রাণবায়ু ব্রহ্মবায়ু ভিন্ন নয়,
নাসার বাহিরে গিয়া হতেছে আকাশময়।
নাচে সে জলের স্রোতে জলজা লতিকা যথা,
বাতাসে নাসায় নাচে শ্বাসের অমরীলতা।
প্রাণবায়ু বিশ্বময় প্রবেশে নাসায় আসি,
বুকে আসি উঁকি দেন মহাপ্রাণ অবিনাশী।
অত্যুচ্চ আকাশে পশি জড়ত্ব নাশিয়া পরে,
অখণ্ড মণ্ডল শ্বাস শূন্য পরিপূর্ণ করে।
নিশ্বাস বায়ুই তুমি শ্বাস গেলে তুমি যাও,
শ্বাসই চৈতন্যময় নিশ্বাসে চেতনা পাও।

শ্বাস-রোধ করি দেখ নিশ্বাসে বিশ্বাস পাবে,
অনিত্য দেহের সেই আমিত্ব চলিয়ে যাবে।
শ্বাসে মন দিয়া যোগী দেখেন স্বরূপ শ্বাসে,
আকাশে সর্ব্বাঙ্গ তাঁর নাসায় সামান্য আসে।
নিশ্বাসই প্রাণবায়ু, তার স্থিরে কি আরাম!
মন-প্রাণ স্থির হ'লে তারে বলে প্রাণায়াম।
সহজে সরলে শ্বাস সুদীর্ঘ সুস্থির কর,
গীতায় যে উপদেশ সেই প্রাণায়াম ধর।
শ্বাস-চৈতন্যই আমি থাকি জীব দেহ-কূপে,
আকাশে বাতাসে শ্বাসে অনন্ত অখণ্ড রূপে।
দুগ্ধের মাঝারে ঘৃত, দুগ্ধই ননীর খনি,
মন্থন করিলে দুগ্ধ অন্তরে উদিত ননী।
তেমতি শ্বাসের মাঝে চৈতন্য লুকায়ে রন,
শ্বাসের মন্থনে উঠে অন্তরে নবনী মন।
সুস্থির সুদীর্ঘ শ্বাসে ব্রহ্মতেজ ক্রমোদিত,
সেই তেজে মন-ননী গলিয়া চৈতন্য ঘৃত।*

---

*দুগ্ধের মধ্যে মাখন থাকে, ঐ দুগ্ধ মন্থন করিলে মাখন উৎপন্ন হয়। সেই রূপ শ্বাসের মধ্যে চেতন মন থাকে. শ্বাসের মন্থনে মন উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মচর্য্যসহ সুদীর্ঘ শ্বাস তোলা ফেলাতে ক্রমশঃ অন্তরে ব্রহ্মতেজ জন্মায়, সেই তেজে ক্রমশঃ মন গলিতে থাকে। অগ্নিতেজে মাখন ঘৃত হয়, পরে বাষ্প হয়, সেইরূপ অন্তরস্থ ব্রহ্মতেজে মন গলিয়া শুদ্ধ চৈতন্যরূপে পরিণত হয়। "চলে বাতে চলচ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ" শ্বাসবায়ু চলিলে চিত্ত চলিতে থাকে। শ্বাসকে স্থির ধীর করিলে চিত্তও স্থির হইয়া শান্তি পায়।

আকাশে বাতাসময় মহাজ্ঞান বুদ্ধি চলে,
সূত্রবৎ আসে মাত্র অতি ক্ষুদ্র নাসানলে।
শ্বাস-চৈতন্যই তুমি শ্বাসে মহাপ্রাণ আছে,
তিনিই ব্রহ্ম চৈতন্য, আছেন তোমারি কাছে।
শ্বাস-দমকল গেলে দেহ ছাড়ি যায় জীব,
মৃতদেহ পড়ি থাকে কেবল ধ্যানস্থ শিব!
শ্বাসেই খেলিছে মন, সংস্কার তাহার ফল,
সংস্কারেই খেলে স্থুল আকাশের প্রাণীদল!
দেহ ছাড়ি জড়াকাশে যায় যেই মনোভাব,
তাহার সংস্কার বশে পুনঃ ভবে আবির্ভাব!
স্থুল ছাড়ি সূক্ষ্ম দেহ পায় অন্তে নারী নর,
ভূলোক হইতে হয় ভুবর্লোকে অগ্রসর।
ভুবর্লোকে নিম্ন অংশ—প্রেতলোক তার নাম,
জড়াকাশে সেথা পশে সূক্ষ্ম সে জড়ীয় কাম।
তাই প্রেতলোকবাসী ভূলোকে সম্বন্ধ রাখে,
আমাদের নিদ্রাকালে মৃত্যুকালে এসে থাকে।
কেহ প্রেত-স্বর্গ হতে আসি পুনর্জন্ম লয়,
ব্যাধজালে পক্ষী সম উড়ি পড়ি বদ্ধ হয়।
ভুবর্লোকে ঊর্দ্ধ অংশ পিতৃলোক তার নাম,
সেথা জাগে শুদ্ধ সত্ত্ব, জাগে না পার্থিবকাম।
সেই পিতৃলোকবাসী স্বর্লোকে সুস্বর্গে যান,
মহর্লোক জনোলোক তপলোক ক্রমে পান।

শেষে পান সত্যলোক দেবর্ষি-মহর্ষি-বাস,
সূক্ষ্মতম স্বচ্ছতম দেহে সব স্বপ্রকাশ।
তাতেই কারণ-দেহ সত্যলোকে প্রাপ্তি হয়,
ক্রমশঃ বিদেহ মুক্তি মনোনাশ ব্রহ্মে লয়! *
মনোনাশ দ্বিপ্রকার—স্বরূপ অরূপ নাম,
বিশেষ বুঝিবে দুটি তবে হবে প্রাণায়াম।
জড়ীয় বাসনা নাশ সত্ত্বগুণ বলে যাকে,
স্বরূপ সে মনোনাশ জীবন্মুক্তে হয়ে থাকে।

*আকাশ-বায়ুর মধ্যে মৃতের প্রাণবায়ু থাকে, তন্মধ্যে মন, সেই মনের মধ্যে অনন্ত জগৎ। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মচৈতন্যই পরব্যোম। কার্য্যকরী চৈতন্যশক্তিই বায়ুর অন্তঃসার। তিনিই ঈশ্বর। শ্বাস ছেড়ে গেলেই জীব-চৈতন্য দেহ ছেড়ে যায়। পুঃদেহে শুধু সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য থাকেন। শ্বাসের টানা ফেলায় যে জড়ীয় মনটী উৎপন্ন হয় তাহাতে নানারূপ সংস্কার জন্মায়। সেই সব সংস্কারের সঙ্গে মন জড়িত হয়ে পুষ্ট হয়। মনটী দেহ ছেড়ে গিয়ে নিম্নাকাশে থাকে, সে স্থানটী জড়াকাশ! সেখানেও সংস্কার জড়িত থাকায় মন আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম লয়। পরে কর্ম্মবশে সূক্ষ্ম দেহ লইয়া ভূলোক হইতে ভুবলোকে যায়। ভুবর্লোকের নিম্নঅংশকে প্রেতলোক বলে, সেখানে পার্থিব কামনা থাকে, সেইজন্য ঐ প্রেতলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ করিতে হয়। কামনা বশে কোন কোন সূক্ষ্ম জীব প্রেতলোক হইতে আসিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। সকলে নহে। ভুবর্লোকের উর্দ্ধাংশকে পিতৃলোক বলে, সেখানে আর পার্থিব কামনা থাকে না। তাই তাঁহারা ক্রমশঃ উর্দ্ধ গতি পাইয়া স্বর্লোক মহর্লোক জনলোক তপলোক সত্যলোক প্রাপ্ত হন। পরে বিদেহ মুক্তি লাভ করেন।

সাকার সে মনোলয় আকাশে প্রকাশ হয়,
প্রায় ব্রহ্মসম শুদ্ধ বিষ্ণুলোক সত্ত্বময়!
গুণের অতীত হ'লে প্রাণের স্পন্দন নাই,
অরূপ সে মনোনাশ বিদেহ নির্ব্বাণ তাই।
ভুজঙ্গ হেরিয়া ধায় বালক ধরিতে তারে,
কামিনী কাঞ্চন হেরি প্রেত পড়ে জড়াধারে!
ভবে আসি মায়া-নিশি নাহি হয় অনুমান,
সূর্য্যের আলোক—একদীপকেতে দিনমান।
নিশার্দ্ধে ভাবিয়া দিবা মায়ার পুতুল নাচে,
কর্ম্ম সূত্র শিরে বাঁধা, সূত্রধর আছে কাছে!
জীব যত দারা সুত ধরিয়ে চুম্বন দিয়ে,
দেখায় চুম্বক খেলা কামিনী কাঞ্চন নিয়ে।
দিয়াছেন মায়াময়ী মায়ার বেদম দম,
মায়ায় নিশীথ কালে দীপকে দিবস ভ্রম।
দীপ ধরি দিগম্বরী ধরি জীব লাখে লাখ,
প্রমোদ-উদ্যানে দেন কর্ম্মপথে ঘূর্ণিপাক।
মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত জীবের এ মহামেলা,
মায়ায় রচিত তায় মায়ের নাগরদোলা!
সে দোলায় চড়িবারে প্রেতলোকে কৌতুহল,
চড়িব চড়িব বলি ছুটে প্রেত-দেব দল!
আসিয়া চড়িবা মাত্র "দে-পাক দে-পাক" রব,
আশীলক্ষ পাক খেয়ে কাঁদিয়ে পলায় সব।

আঁধার হেরিয়া বলে—অবোধে কেন মা বধ!
খুলেদে মা চোখের ঠুলি দেখি মা তোর অভয়পদ।"
ত্রাহি ত্রাহি বলি আমি কতই ডেকেছি মাকে,
প্রাণময়ী প্রাণে আসি প্রবোধ দিলেন মোকে।
ভয় ভাঙ্গা হয়ে এবে দুলচি ভুশুণ্ড-প্রায়,
"দে-পাক, দে-পাক" বলি, ডাকৃচি পাগলীমায়!
আমাতে চৈতন্য জাগে, পূর্ণব্রহ্ম সত্ত্বা সেই,
আত্মাই চৈতন্য মম, চৈতন্যই আত্মা এই।
চৈতন্য-সমুদ্রে জীব চেতন তরঙ্গ মালা,
সর্ব্বজীবে এক প্রাণ, অখণ্ডেই খণ্ডলীলা!
এ সুন্দর মধুলীলা যদি মা দেখিতে পাই,
স্থিরে বসি হাসি হাসি লীলা-সুখে পাক খাই!
মহামায়াকেই সবে ডাক হ'য়ে এক মন,
মায়ার ক্ষণিক ধাঁধা দিগ্‌ ভ্রান্তি কতক্ষণ?
অশ্বত্থেরে উর্দ্ধে তোলে, সেই শক্তি আছে বীজে,
অন্তরস্থ "মহা আমি" ভাষা আমিকে তোলেন নিজে।
বাঁচ্‌চি মর্‌চি কর্‌চি খেলা, তাঁরই মহাশক্তি নিয়ে,
বাঁচন মরণ ভেল্কীখেলা, খেলাচ্ছেন জীবেরে দিয়ে।
আমিইবা কই, কিছুইত নই, সেই মূলাধার শুধুই জানি,
কার হাড়-মাস ভ্রান্তি-বিলাস? কার গড়া এ চর্ম্মখানি?
দেখেও তারে দেখ্‌ব নারে, খেল্‌তে বোকা অন্ধ হই,
ঘণ্টা মার্‌চে হৃদয় পিণ্ডে, নেকা বল্‌চে কই সে কই?

অখণ্ড আকাশে মেঘে খণ্ডিত আকাশ সম,
অখণ্ড মহা চৈতন্যে উঠে খণ্ড অহংভ্রম। *
অচ্যুত হইতে আহা চ্যুতা পাগলিনী প্রায়,
পূর্ণকে হারায়ে ওই অপূর্ণা পূর্ণকে চায়!
মৃত্যুযোগে কান্না আগে মিলনে কি সুখ শেষে!
নব বধূ কাঁদে শুধু, শেষে মধু জানে না সে!
ঠিক তাই চল যাই ফুলিয়ে যৌবন-বুক,
পূর্ণ সহ অপূর্ণার মিলনে অসীম সুখ।
সৎচিদানন্দে ছাড়ি আর আমি দাঁড়াব কোথা,
আমার এ দেহ সেই রঙ্গময়ের অঙ্গ-লতা।

চন্দ্রগিরি বলিতেছেন—

বিহঙ্গিনী বাক্য শুনি সব ব্যথা জুড়াইল,
কে যেন আকাশ হ'তে দৈববাণী শুনাইল।
দেবী-বাক্যে ধ্যানে আমি হেরিনু আমার দেহ—
চৈতন্যের ভ্রমপিণ্ড, আর তথা নাহি কেহ!
সর্ব্বজ্ঞ ও স্বপ্রকাশ চৈতন্য দেদীপ্যমান্,
হেরিলাম কি মহান্ জাগ্রত সে মহাপ্রাণ।
নির্ম্মল আকাশ-দেশে দেখিনু যোগস্থ মনে,
মিশিছে জীব-চৈতন্য সে মহাচৈতন্য সনে।

---

* চিৎ মধ্যে অকারণ একটি ভাব উঠে, উহা মায়া বা অহং-ভাব। তখন চিৎ চৈতন্যই নাম-রূপের যোগ্য হন। অখণ্ড চিৎ, করাত মধ্যে খণ্ড অহংভাব হয়।

দেখিলাম—দেহে পশি সেই প্রাণ জীব হয়,
দেহান্তে প্রাণের স্ফূর্ত্তি অনন্ত সে ব্রহ্মময়!
শ্বাসে দৃষ্টি প্রাণে দৃষ্টি দিলেই আমিত্ব নাশ,
শ্বাসতত্ত্বে প্রাণতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব সুপ্রকাশ!
সমাধিতে দেখি আমি তদবধি হাসি হাসি,
চৈতন্যরূপেতে আমি অনন্ত আকাশবাসী!
বায়ুমধ্যে মিশি আসি নাশায় শ্বাসের পথে,
মানব-লীলার তরে নাচি জীব দেহ-রথে।
আকাশে স্থির বাতাসে যতই মানস লয়,
ততই জীব-চৈতন্য সে মহাচৈতন্য হয়।
চৈতন্যে পড়িলে দৃষ্টি তখনি দেখিবে প্রাণ,
দ্বিপ্রহর রাত্রি হ'ল দ্বিপ্রহর দিনমান।
ত্রিতাপে বৈশাখীরৌদ্রে পাষাণ ফাটিয়ে যায়,
মনমৃগ শুয়ে থাকে সমাধি তরুর ছায়।
 হরিদ্বার হ'তে আসি শ্যাম-সর তটে থাকি,
লিপিকর হ'য়ে আমি পিতৃশিক্ষা লিখে রাখি।
শুনেছি পিতার কাছে আত্মতত্ত্ব সমুদয়,
পুনঃ পুনঃ শুনিয়াই মৃত্যুকে করেছি জয়!
পুনঃ পুনঃ এক কথা, নিত্য প্রয়োজন তাই,
শত বার শুনিয়াও চিত্তে তত জাগে নাই!
বলিলে সহস্র বার সেও ত যথেষ্ট নয়,
সহস্র জপেই কভু চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

লক্ষ বার এক কথা জপে সিদ্ধি হয় শুনি,
লক্ষ বার এক কথা জপে তাই ঋষি মুনি।
আত্মতত্ত্বে এক কথা শতবার কর স্থির,
শত আবর্ত্তনে দুগ্ধ নির্জ্জন নিনড় ক্ষীর।
যে রস টানয়ে বৃক্ষ, ফল হয় সেই রসে,
যে কথা জপিবে সদা, সেই ফলে ফল শেষে।
যত আত্মজ্ঞান ফোটে ততই দেখিতে পাই,
আমার দুঃখের মাঝে সুখের সীমানা নাই।
মর্ম্মান্তিক দুঃখ যত জীবনে পেয়েছি আমি,
ক্রমশঃ মুছিয়া দিলা স্বহস্তে জীবন-স্বামী।
হেরি সে প্রসন্ন মুখ, সে সুখ কাহারে কই?
দুঃখের মাঝারে মোর অফুরন্ত সুখ ওই।
পদ্মবনে স্বচ্ছ জলে যেমন কমল দোলে,
দুঃখ মাঝে ভাসি আমি স্বচ্ছ আত্মসুখ কোলে?
কল্পিত ছায়ার দেশে মিথ্যা মায়া বার বার,
দেখায় সে মায়া ভ্রান্তি সেটি ধাঁধা অন্ধকার!
জ্ঞানে দেখি ঘরে পরে কি অসীম স্নেহ লয়ে
জন্ম লয় মহামায়া জীবের জননী হয়ে!
বুঝেছি মায়ার মধু মিথ্যা নয় স্বপ্ন সম,
সর্ব্ব প্রাণে এক প্রাণ তাই এত "মম মম"।
প্রাণের মিলন প্রেম, সে সুধা বুঝেছে প্রাণ,
যত দূরে যাই তত শিকলে পড়িছে টান!

দূরে গিয়া ছোটে প্রাণ সে ভালবাসার আশে,
টানিলে রবার যথা আবার গুটায়ে আসে।
মায়ার শিকলে টান—এক প্রাণ যেন হই,
কোটী দুঃখ মাঝে মোর অফুরন্ত সুখ ওই।
ভিন্ন হয়ে জীব মন আবার মিলিতে ধায়,
মমতা তাহার নাম—একাত্মতা প্রাণ চায়।
এতদিনে তৃপ্ত মম অসীম মায়ার ক্ষুধা,
অজ্ঞানে যে মায়া বিষ জ্ঞানে সে অমরীসুধা।
নিজ বক্ষ হ'তে বিশ্বে ঈশ্বর ঢালিয়া দিলা,
মম-মম-মম-মম—সুধার লহরী লীলা!

তৃতীয় সন্ধ্যা—বায়স মুনি।

চন্দ্রগিরি বলিতেছেন—

দিনমণি দেহখানি সুবর্ণ থালার প্রায়,
গঙ্গার তরঙ্গে রঙ্গে দুলিয়ে ভাসিয়ে যায়!
আসিবারে পুনঃ যেন আসক্তের মৃত্যু হল,
আসি ব'লে গঙ্গাজলে ভাণুতনু ডুবে গেল!*

---

* "এখন আসি" বলিয়া বন্ধুজন বিদায় লন। সংসার আসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয় পুনর্ব্বার আসিবার জন্য। যেন সে ব্যক্তি 'এখন আসি' অর্থাৎ 'আবার আসিব' এই বলিয়া এখনকার মত বিদায় লয়। সেইরূপ সূর্য্যদেব আজ সন্ধ্যায় 'আসি' অর্থাৎ কল্য আবার আসিব, এই বলিয়া যেন গঙ্গাজলে ডুবিয়া গেলেন। বস্তুতঃ সূর্য্য মরে না, এইটী যে বিশেষ বুঝিতে পারে তার মৃত্যু নাই। তবে অজ্ঞানীরা অধোলোকে আসে, জ্ঞানীগণ উর্দ্ধলোকে যান। জন্ম মৃত্যু কেবল সূর্য্যের ন্যায় ডুব দিয়ে উঠা। জীব সাবধান, মৃত্যুত নাই, তবে অধোগতি না হয়, উর্দ্ধগতি যাতে পাও তাই কর।

আশ্রমে আরতি হয় অপূর্ব্ব সে দরশন,
মন্দিরে গেলেন সবে সন্ধ্যা করি সমাপন!

পুনঃ আগমন করি বসিলা অলিন্দ দেশে,
উর্দ্ধে চাহি পিতা মম মধুরে কহিলা শেষে—

হে সখে, বিহগ মুনি, তোমায় রয়েছি ভুলে,
তুমিই কুলচন্দ্রমা ভূশুণ্ডের শিষ্য-কুলে!

যে তত্ত্ব বশিষ্ঠ দেবে কহিলা বায়স মুনি,
কহ সেই প্রাণতত্ত্ব অমরত্ব পাই শুনি।

পার্শ্বের অশ্বত্থ শাখে ঘন পত্র আচ্ছাদনে
ধ্যানস্থ বিহগ মুনি, বসি বিহঙ্গিনী সনে।

নেত্রকোণ মেলি যেন চাহিয়া অলিন্দ দেশ,
কহিলেন শুন সখে সেই তত্ত্ব সবিশেষ।

ভূশুণ্ড বায়স মুনি, চির পুণ্যশ্লোক যিনি,
বিহগ মুনির কুলে চির-কুল-গুরু তিনি।

বশিষ্ঠেরে দিয়াছেন প্রাণযোগ উপদেশ,
সেই প্রণতত্ত্ব শুন করি মন-সন্নিবেশ।

কহিলা বায়স বর— হে বশিষ্ঠ মুনিবর,
সর্ব্ব হতে সুখকর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞান,

তাতেই হইবে পার মায়ামোহ-পারাবার'
অসার সংসারে সার, শুধু সেই আত্মধ্যান!

আত্মচিন্তা নানা ভাবে করেন সাধক সবে,
তার মধ্যে এই ভবে, প্রাণচিন্তা সর্ব্বসার ;
আমার আশ্রয় তাই আর কিছু করি নাই,
প্রাণের দর্শন পাই, কিছুই না চাই আর !

মহাপ্রাণ দরশনে কি আনন্দ হয় মনে,
অজর অমর প্রাণে, আছি সুখে চিরদিন,
মহাপ্রাণ হেরি হেরি অনন্তে বিহার করি,
অখণ্ড চৈতন্যে ধরি, আমিত্ব হয়েছে ক্ষীণ !

এই দেহ নিকেতনে নিশ্বাস-বায়ুর সনে
প্রাণরূপে রাত্রি দিনে চৈতন্য মিশায়ে রন,
সে চৈতন্য গৃহস্বামী সদা বলি "আমি আমি"
চক্ষের গবাক্ষ দিয়া ফুটিয়া প্রকাশ হন।

চৈতন্যের পরাকাশে সে দেহের ঊর্দ্ধ দেশে,
উজলে জীবন্ত বেশে বদনমণ্ডল-খানি,
তাই সর্ব্ব অঙ্গ ফেলে মুখখানি না দেখিলে
চিৎপ্রভা না হেরিলে তৃপ্ত নহে কোন প্রাণী !

সে সুন্দর দেহধামে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে
চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা, নাড়ী দুটী বর্ত্তমান,
সুষুমনা মধ্যস্থলে, সে দেহেতে বায়ু চলে,
শ্বাসের কৌশলে সদা নামেতে প্রাণ অপান !

অপান ধাইছে অধঃ চন্দ্র-সুধা সম স্নিগ্ধ,
প্রাণবায়ু বহে ঊর্দ্ধে সূর্য্যসম তেজ তার,
তাহারাই দেহধামে বহে পঞ্চ প্রাণ নামে
সমান উদান ব্যান সে প্রাণ অপান আর।

পুনঃ তারা বহু নামে বিভক্ত সে দেহধামে
শুধু সেই প্রাণশক্তি রক্ষা করে পরমায়ু,
চক্ষু কর্ণে শক্তি দিয়া, সাধি পরিপাক ক্রিয়া,
দেহযন্ত্র চালাইয়া যান ভগবান বায়ু।

প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগামী অপান সে অধোগামী
সে দোঁহারে করি আমি, সদা দেহে নিরীক্ষণ,
বিশুদ্ধ আকাশবাসী বায়ুদ্বয় দেহে পশি,
করিছেন দিবানিশি জীবের দেহ পালন।

হে ব্রহ্মণ দেহে থাকি প্রাণাপানে লক্ষ্য রাখি
তাই মম আত্মাপাখী, সতত বিমান বাসী,
বালকেরা ভূত ছাখে, শুনি যথা হাসে লোকে,
আমি তথা মৃত্যু দেখে, ব্যঙ্গ করি হাসি হাসি।

শ্বাসগতি দেখি দেখি, প্রাণাপানে লক্ষ্য রাখি,
প্রত্যক্ষ আত্মায় থাকি আমি যে আনন্দ নাই,
পৃথিবীর সুখ যত নহেত তাহার মত,
ইন্দ্র পদে অধিষ্ঠিত হলেও সে সুখ পাই!

এই প্রাণাপান দ্বয় জীবের শরীরময়,
নানা নাম তার হয় নানা শাস্ত্রে নানা স্থানে,
প্রাণ যবে অধঃ চলে তখন অপান বলে
চাও যদি মোক্ষফলে, লক্ষ্য রাখ মহাপ্রাণে।

হৃদপদ্ম হতে ফুটে প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধে ছুটে
অগ্নিশিখা সম উঠে, নাসার বাহিরে যায়,
দ্বাদশ অঙ্গুলি শেষে স্থস্থির হইয়া বসে
অপান সেখান হতে, হৃদাকাশ মুখে ধায়।

অপান জলের মত অধো ধায় ক্রমাগত
স্নায়ু যত চন্দ্রমত, সুশীতল করি বহে,
সূর্য্যসম প্রাণবায়ু রক্ষা করে জীব আয়ু
চন্দ্রনাড়ী সূর্য্যনাড়ী, সে ইড়া পিঙ্গলা কহে।

প্রাণবায়ু হলে স্থিতি না হ'তে আপন-গতি
সেই মহাসন্ধিক্ষণে, উদয় মাহেন্দ্রক্ষণ,
বিনষ্ট অশুভ সব, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উদ্ভব
সেইক্ষণে অনুভব করেন যোগীন্দ্রগণ।

অন্তরে অপান-শশী অস্তে যান হৃদে পশি
হৃদপদ্মে তথা হতে, প্রাণসূর্য্য প্রকাশিত
প্রাণসূর্য্য অস্ত যেথা অপান উত্থান সেথা,
প্রাণাপান এইভাবে, উদিত ও অস্তমিত।

সে প্রাণের শেষ ভাগে আপন গতির আগে,
সন্ধিক্ষণ অবস্থাকে, সে বাহ্য কুম্ভক বলে,
অপানের অন্তভাগে, প্রাণ উদয়ের আগে,
স্থিরতাকে কহে অন্তঃ কুম্ভক যোগীন্দ্রদলে।
প্রাণাপানে হেন গতি, দৃষ্টি রাখি তার প্রতি,
বহিরন্তঃ কুম্ভকেতে যোগীরা সমাধি পান,
পুষ্পমাঝে গন্ধ যথা, প্রাণবায়ু মাঝে আত্মা,
প্রাণ স্থির হ'লে জাগে পরমাত্মা মহাপ্রাণ।
প্রাণবায়ু ধরি ধরি স্থিরতার লক্ষ্য করি,
সে অভয় পদে আমি, চির স্থির হয়ে থাকি,
চন্দ্র সূর্য্য উৎপাটিত হলেও না হই ভীত,
আত্মার মহা প্রকাশে, মনকে উজ্জ্বল রাখি।
ত্রিলোকের অন্ধকারে, ইষ্টানিষ্ট মহাঘোরে
জ্ঞানালোকময় মোর, কোন কালে ক্ষতি নাই,
সুখ দুঃখ ঘন ঘোরে, হাসি কান্না চপলারে
চিরানন্দ এ অন্তরে, আর না দেখিতে পাই।*

(যোগবাশিষ্ঠ—নির্ব্বাণ—পূর্ব্ব ২৫ সর্গ সংক্ষিপ্তসার) ভূশুণ্ডদেব বশিষ্ঠকে বলিলেন, "নিশ্বাসের উর্দ্ধ গতিই প্রাণ অধোগতিই অপান। অভ্যাসদ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ু স্থির হইলে শোকদুঃখ থাকেনা, জ্ঞানের প্রকাশ হয়, সত্ত্বগুণ জন্মায়।" সেই প্রাণায়ামই গীতায় বলিলেন "প্রাণাপানৌসমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ" রেচকাদি না করিয়া শুধু শ্বাস স্থির করিতে করিতে প্রাণাপানের বিশ্রান্তি হওয়ায় আত্মায় চির বিশ্রান্তি লাভ হয়। ভূশুণ্ডের এই প্রাণযোগই লাহিড়ীবাবার প্রদর্শিত যোগপথ। (গীতা ৫অঃ ২৭ ২৮। ৬অঃ ১০-২৮)

জীবের যে মৃত্যু হয় সেটা ত কিছুই নয়,
আঁধারে ভূতের ভয়, যেন বালকেরে ধরে ;
ভবে ভাবি স্থায়ী বাড়ী, লোকে করে বাড়াবাড়ি
ইন্দ্রত্বের কাড়াকাড়ি উন্মত্ত ইন্দ্রিয় করে।

দেহ মম আয়ু নয় প্রাণবায়ু আয়ু হয়,
কি সুন্দর বায়ুময়, আত্মার শরীর সেই,
ক্ষিতি অপ্ নাহি দেখি, তেজ বায়ু ব্যোমে থাকি,
প্রাণাপানে দৃষ্টি রাখি, ভবের বালাই নেই।

দেখিতে না পায় কেহ শ্বাসময় বায়ুদেহ
নিখিল বায়ুর সহ, সে দেহ চৈতন্যময়,
সে মহাচৈতন্য মাঝে সুন্দর সাত্ত্বিক সাজে,
জ্ঞানালোকে দেবলোকে হয়ে আছি মৃত্যুঞ্জয়।

সে চৈতন্য-সিন্ধু অঙ্গে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে,
ক্ষিত্যপ্ আবিল জলে জীবগণ পড়ে ওঠে,
জড় বস্তু যায় দেখা সিন্ধুকূল পঙ্ক মাখা
জ্ঞান সূর্য্য কটাক্ষেই সে পঙ্কে পঙ্কজ ফোটে !

অত্যুচ্চ তরঙ্গ যত আমি তাহা দেখি না ত,
কূলে ত থাকি না, থাকি চৈতন্য সাগর-তলে,
যেথা বিধি করি যত্ন, রেখেছেন সর্ব্বরত্ন,
আমার সে রত্নাকরে ,মুক্তিনামে মুক্তা ফলে।

আমার সে স্মৃতি-পাখী চৈতন্য-আকাশে থাকি
অনন্তের স্মৃতি-পথে উড়িছে আকাশময়,
মহা প্রলয়ের কালে যায় সব রসাতলে,
নির্ম্মল আকাশে আমি, গাই আত্ম জয় জয়!

যেন সে শিশুর আস্য মুহূর্ত্তে রোদন হাস্য
সেইরূপ এই বিশ্বে, সৃষ্টি ও প্রলয় হায়,
ইন্দ্রধনু নেবে ব'লে, শিশু যেন হস্ত তোলে,
ইন্দ্রত্বের ইন্দ্রধনু ধরিতে অবোধ ধায়!

হা পিতঃ হা মাতঃ ক্রমে, হা পুত্র হা প্রিয়তমে,
বলি যবে ভ্রমে লোক, হৃদয় বিদারি কাঁদে,
আমি সে আকাশে থাকি, পাগলের কাণ্ড দেখি,
জড়াজড়ি করি মরে, পড়িয়ে মায়ার ফাঁদে।

জগতের এ ইন্দ্রত্ব, বালকের বালকত্ব!
মায়া মদিরায় মত্ত, দেখিতেছি সর্ব্ব নরে;
অহঙ্কার-পঙ্ক মাঝে যত সে পঙ্কজ আছে,
খেলিতে দিয়াছি ফেলি বালক বালিকা করে!

চৈতন্যে জাগ্রত যারা মায়াপঙ্কে নাই তারা
স্বপন পুরুষ সদা, স্বপন ঘোড়ায় চড়ে;
স্বপনের পদ্মফুল স্বপ্ন-পঙ্কে তার মূল
সুস্বপ্নে ফুটিয়া সদ্য দুঃস্বপ্নে ঝরিয়া পড়ে!

সুরাসুর নর যারা পশুপক্ষী উদ্ভিদেরা,
চৈতন্য সাগরে সব, বুদ্‌বুদ্ সে কে না জানে?
সে চৈতন্য সর্ব্বগত কোথাও সে প্রস্ফুটিত
কোথাও বা মুকুলিত আচ্ছাদিত কোন স্থানে।

কোন স্থানে সে চৈতন্য শূন্য বলি হয় গণ্য,
মহাকাশ-মহাশূন্য, পূর্ণ মম চৈতন্যেতে,
শূন্য না দেখিতে পাই, "নাস্তি" নামে কিছু নাই,
"মহা অস্তি" সে চৈতন্য, পরিপূর্ণ সে শূন্যেতে।

সর্ব্বভেদী মহাদৃষ্টি ঢাকা দিয়া মায়া-সৃষ্টি
সর্ব্বদর্শী চক্ষু ঢাকি, সূচাগ্র ক্ষু-চক্ষু দিয়া,
প্রকৃতি করিছে রঙ্গ আমি তারে করি ব্যঙ্গ,
চোখ বাঁধি একি খেলা, জীবশিশু কাঁদাইয়া।

চৈতন্য-সাগর-বেলা, মায়ার লহরী-লীলা!
অবোধ বালক বালা, করে তার সমাদর,
ভেঙ্গেছে মায়ার ঠুলি, আত্মদৃষ্টি গেছে খুলি,
জাগ্রত চৈতন্য মম, উদ্ভাসিত নিরন্তর!

চিরজীবী চিরসুখী, চির স্বচ্ছ হাস্যমুখী,
মৃত্যুকে মারিয়া আছি, ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত,
অম্লান যৌবন মম চিরস্থির অনুপম,
সর্ব্ববিশ্ব প্রাণময়, মহাপ্রাণে উল্লাসিত!

আগেতে ছিলাম প্রাণী, এবে শুধু প্রাণ আমি
ত্রিজগৎ নলিনীর, অমর ভ্রমর মত,
ভূ ভূ র্বঃ স্বঃ তিন লোকে আছি চিরহাস্যমুখে
হে ব্রহ্মণ, চিরসুখী, ভূশুণ্ড নামেতে খ্যাত।
শুনিয়া বশিষ্ঠ কন, হে ভূশুণ্ড ভগবন,
ত্রিলোক জ্ঞানভাণ্ডার, মন্থন করেছি আমি,
বংশদণ্ডে মুক্তাপ্রায় কদাচিৎ দেখা যায়
তোমাসম মহাযোগী, ত্রিজগতে ধন্য তুমি।

বিহগমুনি বলিলেন—

শুন কাশী-বাসিগণ ভূশুণ্ডের যে সাধন
আমি তা সাধন করি, হয়েছি চির নবীন,
গিরিগুহা যোগী ফেরে এই তত্ত্ব ধরিবারে
কুমার কুমারী মত্ত, এই তত্ত্বে রাত্রি-দিন !
বহিতেছে নিরবধি মায়া মরীচিকা নদী,
হেরি তারে হাস্য করে, এ তত্ত্ব বুঝেছে যারা,
এ অনিত্য সংসারের ক্ষণফুল্ল তরঙ্গের
রঙ্গ হেরি ব্যঙ্গ করি, হাসি হাসি মরি মোরা !

বশিষ্ঠের জ্ঞানযোগ, ভূশুণ্ডের প্রাণযোগ,
জীবন্মুক্ত হইবারে, অমোঘ উপায় দুটী,
"ক্রিয়া" করি সাথে তার রাখিলে "জ্ঞান-বিচার"
সোনায় সোহাগা হবে, ভববন্ধ যাবে টুটি !

চন্দ্রগিরি বলিতেছেন—

নীরব বিহগমুনি কাশীবাসিগণ শুনি
ধ্যানস্থ আছেন সবে, নীরবে সকল ভুলি,
নিরখি নিশীথ কাল, হাসিছে তারকাজাল,
নাচিছে জাহ্নবী জল, মৃদুল তরঙ্গ তুলি !

ধ্যানস্থ সমস্ত লোক, হেরি যেন ব্রহ্মলোক
শ্বাস স্থির দৃষ্টি স্থির, সুস্থির হয়েছে মন,
শূন্য নামে কিছু নাই, মহাপ্রাণে পূর্ণ তাই
মৃতুপারে মহাদেশ, করে সবে দরশন !

এ কথা শুনিবে যেই জীবন্মুক্ত হবে সেই,
অধ্যাত্ম-ভারত কথা, সকল সুখের সার,
ঘুচায় সংসার-ভ্রান্তি বিতরে অনন্ত শান্তি,
অফুরন্ত মধুচক্র, সাধু-মধুমক্ষিকার !

পঞ্চম দর্শন।

চতুর্থ সন্ধ্যা—আমার আমার।

পূর্ব্বাহ্ন বাল্য নাশে মধ্যাহ্ন-যুবা হাসে
সায়াহ্ন-বৃদ্ধ শেষে আসিল,
ভাবনা ধরে রোগী, সাধনা ধরে যোগী,
ভোগীরা ভোগসুখে ভাসিল;

প্রভাতে সত্ত্ব গেল দিবসে রজঃ এল,
তামসী সন্ধ্যা তারে নাশিয়া,
ঘূর্ণিত চক্র সম করিছে পরিক্রম
পুনঃ সে দেখা দিল আসিয়া।

শ্রান্তকে শান্তি দিতে সাধুকে সুধা নিতে
ডাকিছে শান্তিময়ী রজনী;
বিশ্বকে জুড়াইতে নিঃস্বকে কোলে নিতে,
আসিছে স্নেহময়ী জননী!

আশ্রমে কাশীবাসী সাধুরা পশে আসি
আসিল সতী সাধ্বী মহিলা,
আরতি নিরখিয়া অলিন্দে বসে গিয়া,
আনন্দে পিতৃদেব কহিলা—

সুধাংশুকুমার বলিলেন—

আত্মাকে দৃঢ় ধরি থাকিলে নরনারী
অনিত্য বোধ আর থাকে না,
সহজে বোধ হয় সব চৈতন্যময়,
জড়েতে দৃষ্টি তারা রাখে না।
ব্রহ্মেতে সব সত্য, এবোধ হলে নিত্য,
থাকে না ভয় ক্ষোভ বিলয়ে,
চলন্ত বস্তু যত নিত্য প্রবাহ মত,
গেলেও বীজ থাকে প্রলয়ে।
পাল্‌টে রূপ শুধু অন্তরে চির মধু,
অনন্তে ফুটে রূপ সুষমা,
চৈতন্য যেথা থাকে বিভূতি সর্ব্ব দিকে
জোছনা ছড়ায় যেন চন্দ্রমা।

এক রূপেতে দুরূপ হয়ে, আমায় আমি দেখি,
লীলার ঘোরে, থাকলে পরে, দুজন হ'য়ে থাকি।
এক হওয়াই ত প্রেমের খেলা, দুই হয়েছি তাই,
হাজার হাজার হচ্চি আবার, একটি হ'তে চাই!
"আমার আমার" জগৎময়, হলেই যাবে ধাঁধাঁ,
প্রেমে লক্ষ্য সেই মোক্ষ, রক্ষ মন বাঁধা।
সুখের আশায় ভালবাসওরে ঢালি প্রাণ,
সবাই আমার সংসারে আর "আমার আমার" গান।

সকল প্রাণেই একখানি প্রাণ, শতেক দেহ গত,
একই আগুন উঠচে জ্বলে দীপশলাকার মত।
আত্মদেবের বরণ করি, জীবন মরণ ধূপে,
সারা জীবন একটি প্রণাম, করচি চুপে চুপে!
মুহুর্মুহুঃ দেখচি আমি, প্রিয়তমের মুখ,
দুই হওয়াতে কতই মজা, এক হওয়াতে কি সুখ

চিত্ত-মন।

স্থূল দেহ-বোধ ক্ষান্ত হইলে নিশ্চয়,
চিন্ময় আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ হয়।
জীবন্মুক্ত হ'লে কেহ লভে সেই সূক্ষ্ম দেহ,
চলি যায় অতিক্রমি জড়-অধিকার,
জ্ঞানময় সূক্ষ্ম ব্যোমে সদা গতি তার।
যে চিত্ত বহিয়া যায় ব্রহ্মলোকে সুখে,
তাকেই "আতিবাহিক চিত্ত" বলে লোকে।
সে আতিবাহিক চিত্ত অধোদৃষ্টি বশে নিত্য
আপনা আপনি ভ্রান্তি-বিজড়িত হয়,
স্থূলতা ভাবিয়া তার জড়তা উদয়।
অভ্রান্ত চিত্তই পায় নির্ব্বাণ বিদেহ,
বদ্ধ ভ্রান্তিবশে চিত্ত পায় জড় দেহ।

চিত্তের প্রবোধ ভাগ ব্রহ্মচৈতন্যের রাগ,
অহং ভাগ মৃত্যুময় জড়তা মগন,
অধো বাসনায় আত্মা মনোরূপী হন।

নির্ব্বিকার নিত্য আত্মা আছে চিরস্থির
যেন তাতে ইচ্ছাবেগ উঠে প্রকৃতির!
আত্মমাঝে ইচ্ছা হলে সে ইচ্ছাকে মন বলে
সেই আদি মন ব্রহ্মা দিয়া মনোদৃষ্টি
দীপ হতে দীপ যেন জ্বালিছেন সৃষ্টি।

এ সৃষ্টির আদি অন্ত কিছুই না জানি,
অথচ আমাকে "কর্ম্মকর্ত্তা" বলি মানি,—

ইহাই মানব মন, বৃথা তার আস্ফালন
কিছুই জানেনা তবু জানে যেন সব
"আমি আমি" চীৎকার গর্দ্দভের রব।
জড় অজড়ের মাঝে স্বচ্ছ মন দোলে,
এই অচেতনে এই চেতনের কোলে!

মনকে প্রকৃতি কয় জড় বা অজড় নয়
অচেতন জানিলেই অচেতন ফল
চেতন বুঝিলে মন "চৈতন্য নির্ম্মল"।
তৈলবিন্দু জল ময় বিস্তৃত যেমন
সাধনে আকাশময় বিস্তৃত সে মন।

শ্বাসে মাত্র বাঁধা রয় দেহের সংস্কারময়
দেহ-চাপা মন কণা ব্যোমে গিয়া জাগে
ছাই চাপা অগ্নিকণা গৃহে যেন লাগে!
আত্মবিস্মৃতিতে আসে জড়ত্ব সে মনে
বিশুদ্ধ করিবে মন জ্ঞান প্রজ্জ্বলনে।

ধরিলে আত্মার ধ্যান মন-কাষ্ঠে জ্বলে জ্ঞান
পোড়া মন প'ড়ে থাকে জ্ঞান জ্বলে তায়
নির্জল শরৎ মেঘে সূর্য্যালোক প্রায়!
আত্মাকেই মনরূপে দেখিবারে পাই
আত্মায় যা নাই তার অস্তিত্বই নাই।

আত্মাই সে চুপে চুপে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী রূপে
ভবে হন ভগবান্ জগৎ ঈশ্বর,
আত্মার প্রথম প্রভা বিধাতা সুন্দর!
আত্মার আভাসে ভেসে আসে যায় যাহা
চিত্ত নাম তার শুধু চিদাভাস তাহা।

মিথ্যা গল্প স্থির মনে বালক যেমন শোনে
বিচিত্র সংসার হেরি জ্ঞানহীন নরে
ইন্দ্র-ধনু প্রায় তাই সত্য মনে করে।

অপূর্ব্ব পুরী।

ধরিয়া সন্ন্যাসীবেশ ভ্রমিয়া অপূর্ব্ব দেশ
দেখিলাম অপূর্ব্ব ব্যাপার—
নিবিড় কানন মাঝে কি গভীর গুহা সাজে
তার মাঝে নিবিড় আঁধার!

সে আঁধারে যত যাই কিছু না দেখতে পাই
সহসা দেখিনু একদিন—
সূর্য্যের কিরণপরি নাচিছে অপূর্ব্ব পুরী,
সেই পুরী যেন কর্ত্তাহীন।

পুরী মাঝে বহু লোক কেহ প্রকাশিছে শোক
কেহ দুঃখে উন্মত্তের মত
কেহ আকাশের গাত্রে চেয়ে আছে স্থির নেত্রে
চিন্তায় সে প্রাণ ওষ্ঠাগত!

কেহ নাচে হেরি দেহ দেহ দেখি কাঁদে কেহ
ফাঁদে পড়ি হরিণ যেমন
কেহ লম্ফ-ঝম্ফ করি কহে দেখ আমি করি
সসাগরা ধরার শাসন!

পুনঃ সে ভিখারীবেশে ভিক্ষা করে দেশে দেশে
দিবারাত্র নেত্র জলে ভাসি,
উদর জ্বালায় কেহ ছুটিতেছে শীর্ণদেহ,
হেরি কেহ মরে হাসি হাসি!

কত পাব, কত খাব, কত নেব কত দেব
কতই পেলাম, বলি বলি,
কেহ বা হাসিয়া খুন, কারো মুখে কালি-চুণ
কামিনী চরণে পড়ে ঢলি !

কেহ বলে মারি তোরে কেহ বলে কাটিব রে !
কেহ বলে শাসি তোরে আমি,—
যার প্রাণে যাহা চায়, সে তাই করিতে ধায়,
হায় কোথা সে পুরীর স্বামী !

জল বুদবুদের হেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন
ওঠে ডোবে সে লোক সকল,
কীট পতঙ্গের প্রায় দুদিনে ফুরায়ে যায়,
তবু তারা লাফায় কেবল !

সে পুরীর কর্ত্তা হায় গর্ত্তে গুপ্ত, সুপ্ত প্রায়,
লুপ্ত তায় অনেকেই বলে,
কল চলে হৃদ-গর্ত্তে নাচাইয়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে
সূত্রে বাঁধা পুত্তলিকা দলে !

দেখিতে দেখিতে তাই অবশে ঘুমায়ে যাই,
স্বদেশে জাগিয়া উঠি শেষে,
জাগিয়া না দেখি পুরী, কি দুঃস্বপ্ন হরি হরি !
স্বপ্ন হেরি মরি হেসে হেসে ।

নাতি পুতিগুলি মম এই গল্প সুধাসম
শুনি স্বপ্নে করে তা দর্শন,—
বিশ্ব নাতি পুতি লয়ে দেখিছ অবাক হ'য়ে
মৃত্যুময়ী নিশার স্বপন !

পঞ্চম সন্ধ্যা। খণ্ড বোধ

আবার রজনী এল তারা এল ফিরে,
আগ্রহে আসিল শশী আশ্রমের শিরে

পদ্মিনী রজনী-অন্ধা হাসিল রজনী গন্ধা!
আশ্রমে আসিল সাধু সাধ্বীগণে লয়ে,
কহিতে লাগিল পিতা আনন্দিত হয়ে—
পৃথিবীর যত মাটী এক ভিন্ন নয়
পৃথিবীর যত জল এক জলময়!
পৃথিবীতে যত তেজ, এক অখণ্ডিত,
এক অখণ্ডিত বায়ু পৃথিবী মণ্ডিত।

আকাশও ভিন্ন নয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে,
তেমতি অভিন্ন প্রাণ থাকে সর্ব্ব প্রাণে।

ঘটে ঘটে বদ্ধ প্রাণ ভিন্ন দরশন,
প্রাণের ভিন্নতা বোধে ভিন্ন হয় মন।
হেরিলে অখণ্ড প্রাণ জীবন সফল
অনিত্যে চমকে নিত্য প্রাণ নিরমল!
লভিতে অখণ্ড প্রাণ ইচ্ছা কর সবে,
উচ্চ কামনায় জীব কাম মুক্ত হবে।
যে অনিল অনলেরে করে প্রজ্বলিত
সেই বায়ু বহ্নি আয়ু করে নির্ব্বাপিত;

যে মন বাসনা বশে জ্বলিছে সংসারে,
উচ্চ বাসনায় তারে নির্ব্বাপিত করে।
বস্তুতঃ জীবের আছে তিনরূপ রূপ,
স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম অরূপের রূপ।
স্থূল রূপ জাগতিক, সূক্ষ্ম সে আতিবাহিক,
সেই দেহে ক্রমে জাগে চেতনা কেবল
তৃতীয় সে মহাপ্রাণ অতীব নির্ম্মল!
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া সিংহ বহিরায় যথা
মায়াজাল ছিঁড়ি সাধু সূক্ষ্মে যান তথা!
লভিয়া তত্ত্ব বিশ্রান্তি সূক্ষ্মদেহে পান শান্তি,
সূক্ষ্মতম দেহে স্পষ্ট দৃষ্ট মহাপ্রাণ,
শেষে সে বিদেহ-মুক্তি অরূপ নির্ব্বাণ।
যত ক্ষয় তত হয় উন্নতি মনের,
মনোনাশে ভয় হয় অবোধ গণের।
মনোলয় নাশ নয় কেবল ইন্দ্রিয় ক্ষয়,
ইন্দ্রিয়ের নাশ নয় বিকাশ নির্ম্মল*
সর্ব্বেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রবেশে কেবল।

---

*বৈষ্ণব শাস্ত্রের অভিমত—
"কূটস্থ চৈতন্যব্রহ্ম তোমরা বল যারে,
প্রাণনাথ বলি মোরা মন প্রাণ সঁপেছি তারে।
তোমরা চাও ইন্দ্রিয়ের নাশ, আমরা চাই তার সুবিকাশ
মরিতে হয় অভিলাষ প্রাণনাথ যদি মারে।
(জ্ঞানেও সমাধি হয় প্রেমেও সমাধি হয়)

খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসে অখণ্ড আকাশে,
তাহে যেন পরাকাশ, খণ্ড খণ্ড নীলাকাশ,
একখণ্ড অপরের মধুরে জিজ্ঞাসে,
কেমন আছ হে ভাই চলিছে কিরূপ ?
কাছে এস বন্ধু তুমি, খেলা করি তুমি আমি
খণ্ডাকাশ পরস্পরে সম্ভাষে এরূপ।
সে মেঘের উপরেই অখণ্ড আকাশ,
দেহ-বুদ্ধি মেঘ আসে অখণ্ড চৈতন্যাকাশে,
খণ্ড খণ্ড রূপে তাই চৈতন্য প্রকাশ।
খণ্ড খণ্ড তুমি আমি.—আমরাও ধন্য !
বুদ্ধিমেঘে লুকোচুরি, তুমি আমি খেলা করি
সে বুদ্ধির উপরেই অখণ্ড চৈতন্য।
নিম্নে খণ্ডাকাশ উর্দ্ধে একই আকাশ,
নিম্নে খণ্ড খণ্ড প্রাণ, উর্দ্ধে সেই মহাপ্রাণ
সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব সুপ্রকাশ !!

একাত্মবোধ ও প্রেম-সেবা

শুনে এ সুখের কথা নৃত্য করে সবে,—
"অখণ্ডই খণ্ড খণ্ড, খণ্ডে খণ্ডে সে অখণ্ড,"
দেখিলেই সকলেই জীবন্মুক্ত হবে।

সাগর সরসী নদী কূপ গর্ত্ত খানা—
সর্ব্বতলে এক জল, সেইরূপ নিরমল
অন্তরে সে এক আত্মা, বাহিরেই নানা।

শত জলপাত্রে যেন শত সূর্য্য ভাসে
এক সূর্য্য শত হয় বস্তুতঃ সে শত নয়,
সেইরূপ এক আত্মা শত জীবে হাসে!

সর্ব্বপ্রাণে মহাপ্রাণ পরমাত্মা হেরি
প্রাণে প্রাণে অভিন্নতা, প্রেমের শৃঙ্খল-গাঁথা,
ছাড়িতে না পারি বিন্দু নাড়িতেও নারি।

"মম মম, মম মম"—অমৃতের গাঁথা,
বুকেতে জড়িয়ে ধরি ধরিয়ে চুম্বন করি
সুর-নর পশুপক্ষী তরু গুল্ম লতা।

প্রাণে প্রাণে মেশামিশি হলে দুজনার,
লোকে যা বলে তা ঠিক—"তুমি প্রাণ প্রাণাধিক"!
স্বরূপ প্রকাশ তাতে অন্তর আত্মার!

"একাত্মবোধের" ভবে আভাসটি পাই—
যত মনে সুমিলন তত সুধা বরষণ!
অমিলনে প্রাণ মন বিষময় তাই।

আত্মার অভিন্ন অংশ অংশের মতন,
এক হয়ে ভিন্ন ভাবে লীলা খেলা করে সবে,
অন্তরে "একাত্মবোধ" অমূল্য মিলন!

সর্ব্বজীব সেবাই ত আত্মসেবা সার,
ছাড়িও না এ সুযোগ প্রেমযোগ মহাযোগ
প্রাণায়াম-উদ্দেশ্যই "প্রাণের বিস্তার"
ছোট প্রাণ বড় করা প্রাণায়াম যোগ,
শ্বাসের বিস্তার কর বিশ্বসেবা-ব্রত ধর,
"প্রাণের" বিস্তারে যায় কামক্রোধ রোগ !*
মহাপ্রাণই মহেশ্বর পরমাত্মা তিনি,
ঈশ্বর আত্মা ও বিভু বিভিন্ন নহেন কভু,
দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে রন বিশ্বপতি যিনি !
ঈশ্বরে জানিয়া সত্য রাখি দ্বৈতজ্ঞান,
জীব সেবা করা চাই, আত্মজ্ঞানেতেও তাই,
জ্ঞান ভক্তি দুদিকেই এক সর্ব্বপ্রাণ !
জগতে চিনিনা মোরা কাহাকেও কেহ,
এইখানে পরিচয় সকলের সহ ।
পিতা-মাতা দারা-সুতে ভিন্ন ভাব নাই,
যেন চির পরিচিত আছিল সবাই !
মুখ দেখি দেখি হন জননী বিস্মিত,
যেন সে ক্রোড়ের শিশু পূর্ব্ব পরিচিত !

* প্রাণায়াম বা প্রাণের বিস্তার শ্বাস-কৌশলেও হয় জ্ঞান-যোগ বা প্রেম যোগেও হয়। শ্বাসই প্রাণ। শ্বাস সুদীর্ঘ সুস্থির করিতে অভ্যাস করিলে কাম ক্রোধ হিংসা দমন হইবে, বিশ্বপ্রেম উদয় হইবে। "প্রাণোহি ভগবান্ ঈশঃ।"

কান্তার লাগিয়া প্রাণ দেন প্রাণকান্ত,
দোঁহার সম্বন্ধ যেন অনাদি অনন্ত !
সত্যের আভাস এই স্বপ্রকাশময়,
আত্মার সম্বন্ধ এই অনন্ত অব্যয়।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন প্রাণী বুঝিবারে নারে,
আত্মার চির সম্বন্ধ ধরিতে না পারে।
"নাস্তি" কথা পাও কোথা ? "অস্তি অস্তি" সব
নাই নাই !—কই, কই, মিলনের রব।
বুঝেনা ত অতি ক্ষুদ্র জড়জীবী মন,
আত্মার চির ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কেমন !
মন বড় হতে দাও, দেখ তৎপরে
বিরহ কেবল আসে মিলনের তরে।
"কেবা কার ?" বলে শুধু নির্ব্বোধ সকল,
জানে না অনিত্য মাঝে নিত্যতা কেবল !
জীবে জীবে মারামারি ধুলা খেলা করি—
আত্মার শৈশব ক্রীড়া যাই বলিহারি !
শত্রুতা মিত্রতা হয় আচ্ছন্ন আত্মায়,
ক্রমে মহা মিলনের দিকে সবে ধায়।
শেষে কিন্তু জীবে জীবে ছোট বড় নেই,
আজ ছোট কাল বড়, অসীম ক্রমেই।
বালকে বালকে খেলা দেখ দিয়া মন,
অখণ্ড আত্মার খণ্ড সম্বন্ধ কেমন !

যুবক যুবতী মুখ—শতদলে হাসি,
অখণ্ড আত্মার আভা ভালবাসাবাসি।
হাসি-কান্না-রথচক্র ঘুর্ণিত ধরায়,
অন্ধেরে লইয়া যায় অখণ্ড আত্মায়!
পিতা-মাতা দারা-সুত এক আত্মা সবে,
মধু হতে আরো মধু এ সম্বন্ধ হবে।
ব্রহ্মের চৌদিকে জ্যোতি, নিত্য আত্মরসে ভরা
তিনিই প্রকৃতি পরা নিত্য হর-মনোহরা।
সংসার কুসুম বৃন্ত আত্মরসে রসময়,
হইলে একাত্মবোধ রসবোধ তবে হয়।
রবির সহস্র কর তুলিছে একাত্মরব—
প্রেম জাগ প্রেম জাগরে আমরা অখণ্ড সব!
পিতামাতা দারাসুত সবে মিলি ভিক্ষা মাগো—
প্রেম জাগ প্রেম জাগরে প্রেম জাগ প্রেম জাগ।
প্রেম জাগাইতে ভবে প্রেমিক-প্রেমিকা লাগো
প্রেম জাগ প্রেম জাগরে প্রেম জাগ প্রেম জাগ।
সীমান্তে সীমান্ত হতে প্রেমের কামান দাগো—
প্রেম জাগো প্রেম জাগরে প্রেম জাগ প্রেম জাগ।
একাত্মা জানিয়া সবে হৃদিদ্বার খুলে দেগো,
প্রেম জাগ প্রেম জাগরে প্রেম জাগ প্রেম জাগ।
শিখাও এ মুক্তি-মন্ত্র বিশ্বে বিশ্বময়ী মাগো,
প্রেম জাগ প্রেম জাগরে প্রেম জাগ প্রেম জাগ।

বেদান্তে একাত্মবোধ, ভাগবতে বলে প্রেম,
প্রেম জাগ প্রেম জাগরে আত্মার গলিত হেম।
'নেব নেব' বলি বলি চিরদুঃখ নির্ব্বোধের,
'দেব দেব' বলি বলি নিত্যসুখ সাধুদের।
একটু একাত্মবোধে হয় যদি প্রেমোদয়,
সমস্ত মানব মধ্যে আর কি বিরোধ রয়?
দেবগণ বশ হন প্রীতি প্রেম সুখবশে,
বাল বৃদ্ধ সবে সুখী প্রীতি প্রেম সুখ রসে!
আব্রহ্ম ভুবনত্রয়ে বোধ শক্তি আছে যার,
দেখিলে একাত্মভাব ক্রোড়গত হয় তার।
সিংহ বা শার্দ্দূল সর্প যত হিংস্র বিষধর
দেখিলে একাত্মভাব হিংসা ছাড়ে চরাচর।
প্রেম প্রীতি-ভালবাসা সুখ আশা যদি পায়,
অবশে সর্ব্বস্ব নিয়া ঢালে জীব তার পায়।
আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত পাইলে প্রেমের প্রীতি,
তখনই বশীভূত।—একাত্ম-বোধের রীতি।
জাগাও একাত্ম-বোধ ভালবাসা অবিনাশী,
সুর-নর ব্রহ্মলোক তোমায় সেবিবে আসি।
আত্মা ছাড়ি দেহপানে জড়ীয় মনের ঝোঁক,
শতবার ছাড়িলেও ছাড়ে না সে ছিনে জোঁক!
থাকিতে একাত্ম-ধ্যানে সহসা পারে না কেউ,
আত্মধ্যান কালে মন পিছে লাগে যেন ফেউ।

কিন্তু সে একাত্ম বোধে আনে অমরতা মধু,
একতাই অমরতা ভিন্নতা মরণ শুধু!
যতই একাত্ম বোধ, ততই অমর সুখ,
পুড়ে যায় ঘরপোড়া পোড়ামুখো মৃত্যুমুখ।

ষষ্ঠ সন্ধ্যা। অখণ্ড জ্ঞান।

মধুর অনিল নাচিছে সলিল!
হেলিয়া দুলিয়া গগণ গায়
সন্ধ্যার সমীরে শ্বেত পক্ষ ভবে
শরতের মেঘ উড়িয়া যায়।
যিনি পরমাত্মা, সর্ব্ব প্রাণ সত্বা,
তাঁরি পদে রাখি হৃদয় মন,
অলিন্দে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া
আনন্দে মাতিয়া কুমার কন—
অখণ্ড হইয়ে নিজ খণ্ড নিয়ে
আপনা আপনি খেলেন যিনি,
মোরা খণ্ডগুলি অখণ্ডে না ভুলি,
এই শক্তি দান করুন তিনি।
বিশুদ্ধ চৈতন্য জগৎ ভঙ্গীতে
প্রকাশ হাতছে শুধু,
অহং অংশে তার মৃত্যু অধিকার,
জ্ঞানাংশ চৈতন্য-মধু।

অহংভাবে শুধু ভেদদৃষ্টি হয়,
ঈশ্বর ও আমি দুই সে সময়,
তখনই আত্মা ভগবানরূপে
দেখা দেন মনো মাঝে,
সেই আত্মা হন সৃজন চতুর,
সাজেন ঈশ্বর সাজে।
সেই ঈশ্বরের মায়ার বিলাস
কেবল এ সব সৃষ্টি,
মনোরূপে তাঁর সংসার প্রকাশ,
কেবল মায়ার মিষ্টি।
চৈতন্যের মাঝে মনের বিকাশ,
আকাশে যেমন নীলিমা প্রকাশ
বায়ুতে হিল্লোল, সলিলে তরঙ্গ,
চৈতন্যে সেরূপ মন,
সেই মনোমাঝে চৈতন্য বিরাজে,
তরঙ্গে জল যেমন।
আরুণিকে ডাকি শ্বেত কেতু কন,
'ছান্দোগ্যে' আমরা শুনি,—
বহু জ্ঞান লাভ করিলে হে সৌম্য,
সর্ব্ব গুণে তুমি গুণী!
পেয়েছ কি জ্ঞান যে জ্ঞানের শেষে
অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাতরূপে আসে,

অশ্রুত বিষয় শ্রুতিপথে পশে,
নিমেষে সর্ব্বত্র গতি,
সহস্র যোজন কটাক্ষে দর্শন
ধরিয়ে কুটস্থ জ্যোতিঃ ?

মনে সর্ব্বশক্তি আছে বিনিহিত
বাহিরে স্ফূরণ নাই,
দেশ কাল পাত্রে ব্যবহার দোষে
সব না দেখিতে পাই।

অজ্ঞান জনেরে তাই জ্ঞান দেও,
অস্ফুট শকতি ক্রমশঃ ফুটাও
প্রাণটি দিয়াও জীব উপকার
করিবে জগতে এসে,
মহাপ্রাণ পাবে সব দুঃখ যাবে,
যাইবে অমর দেশে!

এ দেহে একাঙ্গে আঘাত লাগিলে
যখনি ফুলিয়া উঠে,
সংশোধিতে তারে সর্ব্বাঙ্গ হইতে
রক্তের তরঙ্গ ছুটে।

সেরূপ সম্বন্ধ যোগিগণে আছে,
যেথা আত্মজ্ঞান সহজে ফুটেছে,
আত্মার সম্বন্ধ এক রক্ত যেন
সকলে একাত্ম মুখ,
এক আত্মা হলে কতই মধুর
"বহুত্বে একত্ব" সুখ!

অহংবোধ, ঈশ্বরবোধ, আত্মবোধ।

দেহ বুদ্ধি যেন নিদ্রা ঈশ্বর বুদ্ধিই তন্দ্রা,
ঘুম ভাঙ্গা ভাব;
বিশুদ্ধ চৈতন্য হলে তাকেই ত আত্মা বলে,
জাগ্রত স্বভাব।
দেহ বুদ্ধি অমানিশা গর্জ্জে পশু দ্বেষ হিংসা
ঈশ্বরেতে ভালবাসা—নিশা পৌর্ণমাসী,
আত্মা দিনমান হেন বুঝিতে পারনা কেন?
মেঘযুক্ত সূর্য্যে যেন অবিশ্রান্ত হাসি!
খুলি দিয়ে সব ঢাকা, সমস্ত প্রকাশ মাখা,
থাকো আত্ম সুখে,
আত্মাই মূলের স্ফূর্ত্তি, শিবরূপে তিনি মুক্তি,
শক্তি নাচে বুকে!
ভূতে ধরে বালকেরে, পঞ্চভূতে মানবেরে,
ধরে এ সংসারে,
অহংবুদ্ধি অমানিশা কেবল ভূতের বাসা
অজ্ঞানান্ধকারে!
হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করি, অহংবুদ্ধি পরিহরি
যেই জন আত্মদেব-সম্মুখেতে গিয়া,
আপনাকে বলি দেবে, সেই মহাপ্রাণ পাবে,
সেই দেবলোকে যাবে নরবলি দিয়া।

এ দেহটা ভূত-মল আত্মবৃক্ষে বল্‌কল
মৃত্যু ঘুণে ধরা,
ও বৃক্ষের অন্তঃসারে আত্মারে স্পর্শিতে নারে
রোগ শোক জরা!
জীবসেবা স্বার্থত্যাগে, শুধু আত্ম অনুরাগে,
মন যদি লাগে,
প্রেমের সাধন সেই, তার তুল্য ধর্ম্ম নেই
পরমাত্মা জাগে!
সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি মধুময় সবসৃষ্টি,
এ ধর্ম্মে কতই মিষ্টি কর আস্বাদন,
আত্মধর্ম্ম সাধনের, সুচরিত্র গঠনের
কি সুন্দর কেন্দ্রস্থান "গৃহ পরিজন"!
দোষগুণ পাপপুণ্য, সম্পদ বিপদ পূর্ণ
তরঙ্গে অপার,
দেহতরী দেহ ছাড়ি, চিন্মুখ ইন্দ্রিয় দাঁড়ী
আত্মা কর্ণধার।
যতদূর এ সংসার, আত্মজ্ঞান কেন্দ্র তার,
সেই কেন্দ্রস্থল
না ধরিলে হবে ভীত মণ্ডলটি থাকে ধৃত
কেন্দ্রেই কেবল।
স্বেচ্ছাচারী লোক যত শূকর পালের মত,
খায় আর বংশবৃদ্ধি করে অবিরত,

কালি দেয় গৃহধর্ম্মে দেব দ্বিজ-সেবা কর্ম্মে
ধার্ম্মিকের গৃহস্থলী দেবস্থলী মত।

শুষ্ক আত্মজ্ঞান ধর, মধুর সংসার কর,
হইয়া নিস্পৃহ ;
সংযমের শিক্ষালয় নিবিড় কানন নয়,—
"গৃহ গৃহ গৃহ" !

শত্রু হয় সে তোমার, ক্ষমা কর বার বার,
"প্রেম" বলে তাকে,
বায়ু রৌদ্র অন্নজল চন্দ্রকর সুশীতল
পাপীকেও ডাকে।

কর যদি মুক্তি আশা ঢেলে দাও ভালবাসা,
পেষণে যেমন ইক্ষুক রস দিয়া থাকে।

নিতাইয়ের শিরোপরি কলসির কাণা মারি
জগাই মাধাই,
মুক্ত হল কে না জানে ? নিতাইয়ের মহাপ্রাণে
প্রেম ছিল ভাই।

ইক্ষুকে পেষণ করি, চন্দনে কুঠার মারি,
বিনিময়ে কি সুরস কি গন্ধ পাই।
স্ফটিক ও মুকুতার হৃদয় কি পরিষ্কার;
নির্ব্বিকার চিত্তে,

বুকে ধরে সকলেরে আপত্তি নাহিক করে
ভাল মন্দ নিতে!

মুক্তার মতন মন, তারে বলে মুক্তি ধন,
মুক্ত গণ চায় সবে আলিঙ্গন দিতে!

খর রবি করতপ্ত শিশির কণিকা যত
শুকাইয়ে যায়,

গগনে অদৃশ্য হয়ে, পুনঃ মহাশক্তি লয়ে
প্রেম দিতে চায়!

মেঘে পশি চুপে চুপে বরষার ধারারূপে
ভাসায় তাপিত ধরা জগৎ হাসায়!

চারিদিকে নিরবধি অপ্রেম না আসে যদি
যদি থাকি বসে,

কিসে হবে অবিরক্তি, কিসে হবে অনাসক্তি?
মুক্তি পাব কিসে?

সকলেরে দিয়া ফাঁকি চক্ষু মুদে থাকিলে কি
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ যায় কভু ভেসে?

অপ্রেমের সংঘর্ষণ সহিতে সহিতে মন
সহ্য গুণ পায়,

তাহে ধরি যোগধ্যান, লাভ হয় দিব্য জ্ঞান,
সোহাগা সোণায়!

সংসার ভোগের শেষে সুবৈরাগ্য আসে হেসে
যত ভোগ কাটে তত যোগবৃদ্ধি পায়।

ভোগ কাটে যোগ ওঠে, প্রেমের প্রসূন ফোটে
সুধা লোটে সাধু,
সে প্রেম সাধন কার ভোগমোক্ষ-শোভা ধরি
বিশ্ব যেন মধু!
ব্যাস বশিষ্ঠের মত স্ত্রীপুত্র আশ্রমরত,
দেব দ্বিজ অতিথির সেবা করি শুধু

আত্মবৎ দেখ সবে, স্নেহে বাঁধ সর্ব্বজীবে
স্নেহে বিশ্ব বাঁধা,
জ্ঞান-বিচারের শেষে, বিশ্বময় স্নেহ আসে,
মেটে সর্ব্ব ক্ষুধা।
"নির্ম্মম" বিচার আগে, শেষে "বিশ্ব-প্রেম" জাগে
"মম মম" যেন লাগে সুধা হতে সুধা!

বহুত্বে একত্বে পায়, স্নেহমাখা মমতায়
পরা প্রকৃতির,
তুচ্ছ করি জড়দেহ, জাগ্রত সে নিত্যস্নেহ
বিশ্বজননীর;
জাগায় মমতা মধু "বহুত্বে একত্ব" শুধু,
আত্মায় সে আত্মীয়তা বিমানবাসীর!

মাটী জল দেখ যত মাটী জল নহে সেত—
ইচ্ছা ঈশ্বরের,
দেখায় মাটীর মত, মহা ইচ্ছা ঘনীভূত,
শক্তি চৈতন্যের।
দেখি দিয়া আত্মদৃষ্টি, সুমিষ্ট সকল সৃষ্টি,
জড়েতেও কত মিষ্টি মায়াবিজ্ঞানের।

ক্ষুদ্র "ইচ্ছাশক্তি" পিছে "মহা ইচ্ছা শক্তি" আছে
প্রকৃতি দেবীর,
সেই শক্তি প্রতিক্ষণে রক্ষা করে জীবগণে
অন্ধ অবনীর।
মহাকাল বক্ষোপরি, সেই মহাশক্তি ধরি
বিজ্ঞানের বিশ্বগুলি বশ্য নিয়তির!

গীত বাদ্যে বাঁধা সুর মিলন কি সুমধুর
মন প্রাণ হরে,
শব্দ স্পর্শ রস রূপ সুমিলনে সেইরূপ
বিমোহিত করে!
ঘনীভূত চৈতন্যের প্রেমময় ঈশ্বরের
সৃষ্টি মধু সঙ্গীতের সুধা যেন ঝরে।

কি উল্লাসে মধুমাসে যুবতী প্রকৃতি হাসে
অঞ্চল পবন

তাপিতে শীতল করি তরুলতা ধরি ধরি
নাচায় যখন,
তখন গলয়ে শীলা হেরি সে মাধব লীলা
পরা প্রকৃতির সেই প্রেম বিতরণ !

বৈশাখের রৌদ্রভাতি ঈশ্বরের প্রেম জ্যোতিঃ
নিখিল ধরায়,
দুষ্টে দমি শিষ্টে পালি, হাসায় কুসুম কলি,
পাষাণ ফাটায় !
পোড়া চিত্ত কি অস্থির ! দেখে না সে প্রকৃতির
জ্বলন্ত জীবন্ত মুখ বাসন্তী-প্রভায় !

রোগ শোক মৃত্যু জরা, দুঃখ পূর্ণ বসুন্ধরা,—
দেখে মূর্খগণ ;
ব্রহ্মতেজ ধরে সূর্য্য পূর্ণচন্দ্রে কি মাধুর্য্য,
দেখে না নয়ন।
আত্মদৃষ্টি নাই ঘটে, তাই দেখে চিত্তপটে,
এ সংসার—নিরাশার নিশীথ স্বপন !

যুবতী যুবক যথা জীবাত্মা ও পরমাত্মা
মিলিলে উভয়,
নাহি রবে দেহ জ্ঞান, "একমনপ্রাণ" ধ্যান
জাগিবে নিশ্চয়।

একাত্মতা বোধ করি আত্মরস দৃষ্টি ধরি
রসে ফাটা দাড়িম্বের মত হয়ে রয়।

সপ্তম সন্ধ্যা—শ্বাস ও সংস্কার।

আশ্রমের কাছে কাছে কত ফুল ফুটিয়াছে,
অশোক বকুল,
তরুলতা মনোলোভা ধরিয়ে অপূর্ব্ব শোভা
করে প্রাণাকুল।
সন্ধ্যাযোগে নরনারী ঘুরিতেছে সারি সারি
সর্ব্বকর্ম্ম শেষ করি বসিল যখন
নিঃশব্দ যেন সে ধরা, শ্বাস শব্দ যায় ধরা
সুধাংশুর সুধাধারা বহিল তখন।

সুধাংশুকুমার বলিলেন—

কাঠের পুতুল কত শাল বৃক্ষে লুক্কায়িত
থাকে চুপে চুপে,
চৈতন্যে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি তথা লুকায়িত
সম্ভাবনা রূপে।
কি সুন্দর প্রহেলিকা শাল বৃক্ষে পুত্তলিকা,
কভু নাই, সম্ভাবনা-রূপে তবু আছে,
ব্রহ্ম চৈতন্যেও তথা, কভু সৃষ্টি নাই গাঁথা
তবু যেন সম্ভাবনা-রূপে থাকে কাছে !
চৈতন্য ছায়ায় মায়া গড়ে যে প্রথম কায়া,
সেই আদি মন,

সেইটি প্রথম দেহ আত্মার প্রথম গৃহ
ভোগ নিকেতন।
মনের আকার নাই, আকাশের মত তাই ;
ক্রমে বায়ুময় হয় সূক্ষ্ম অবয়ব,
শেষে তাতে ক্রমাগত জড়ায় সংস্কার যত,
কদলি ত্বকের মত আবরণ সব।
মহাশক্তি হন বায়ু বায়ু জীব পরমায়ু
জীবের বিধাতা,
বায়ুই সে বিশ্বরূপ, বায়ু সর্ব্ব রসকূপ,
প্রত্যক্ষ দেবতা।
বায়ুই বিজ্ঞানময়, বায়ুযোগে কিনা হয় ?
সৃষ্টির আদ্যন্ত শুধু বায়ুতে সৃজন,
বায়ু স্থির যত হয় তত হয় ব্রহ্মময়,
যত চঞ্চলতা জীবের লক্ষণ।
স্থির বায়ু পরমাত্মা, জীবে হন জীব আত্মা
শ্বাসে ও সংস্কারে,
শ্বাস শেষ হলে শেষে পুনঃ ভবে চিত্ত আসে
সংস্কারের ভরে।
নিশ্বাসের দমকলে চিন্তার তরঙ্গ তোলে,
শ্বাস চলে চিত্ত চলে নিশ্চলে নিশ্চল,
স্থির বায়ুতেই শুদ্ধি তাতে হয় স্থির বুদ্ধি
ব্রহ্মভাবে সেই স্থির বায়ুতে কেবল

যোগের অভ্যাস কর কেবল স্থিরতা ধর
নিশ্বাস বায়ুর,
জলে চিনি যেন মধু বায়ুতে চৈতন্য শুধু,
মধুরে মধুর !
সে চৈতন্যে মন যার, সংসারেই শান্তি তার,
স্থির বায়ু-লক্ষ্য ধরি হও চির সুখী,
ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান কুরুক্ষেত্রে ভগবান
যুদ্ধে রন তবু মন পূর্ণব্রহ্ম মুখী।
যেরূপ সংস্কার মনে, সেরূপ জনম আনে,
ব্রহ্ম অনুভব
হইলে সংস্কার যায়, মনোবৃত্তি মুক্তি পায়,
থাকে আর সব !
বোধ হয় আমি ব্রহ্ম, মম ছায়া সৃষ্টিকর্ম্ম—
সচেতন বায়স্কোপ ছায়ার তামাসা,
এই বিশ্ব রঙ্গালয়, আমার তাতে কি ভয় ?
জন্ম মৃত্যু অভিনয়, সেজে গুঁজে আসা !
পরচুলা পরি সুখে, দাড়ী গোঁফ বাঁধি মুখে
বস্ত্র জড়াইয়া,
আপনি চৈতন্য ভবে, "আমি আমি" উচ্চ রবে,
বেড়ান নাচিয়া !
আহা সে চৈতন্য শুদ্ধ চর্ম্মের থলিতে বদ্ধ
কপালে দুইটি ছিদ্র, চর্ম্মচক্ষু তা'ই,

তাতে যে দর্শন হয়, "কাণা-কাণা" অভিনয়,
সর্ব্বদর্শী চৈতন্যের চক্ষু যেন নাই।
অভিনয়ে এইমাত্র সেজেছিনু রাজপুত্র
এসেছি আবার,
বানরের রূপ ধরি লম্ফ ঝম্ফ যত করি,
তত চমৎকার।
এই হাস্যসুধা ঢালি, এই কান্না মুখ কালী।
হাস্যলহরীর পিছে রোদনের রোল,
যাহা দেখি হাসি আমি, তাহা দেখি কাঁদ তুমি,
হেসে মরি আঁধারের হেরি গণ্ডগোল।
জন্ম মৃত্যু রঙ্গালয়, সুখ দুঃখ অভিনয়.
ব্রহ্মভূত মোরা,
রঙ্গ করি আঁধারেই, ছুটি আসি হেরিলেই
অমানিশা ঘোরা।
আঁধারে সুবিধা পাই ভূতের আনন্দ তাই,
সেজেছিনু অসামান্য সম্রাটের মত,
বিশ্বজয়ী হব আমি দুদিনেই দেখ তুমি,
ভিখারী হয়েছি আজ কত অবনত।
কি সুন্দর অভিনয় মরা বাঁচা কিছু নয়,
ক্ষণকাল আসা,
মৃত্যুপারে অতি কাছে, চিন্ময় সে দেশ আছে,
তথা যাব আশা!

ইচ্ছা হলে গিয়ে তথা, আবার আসিব হেথা

শতবার যাওয়া আসা ব্যবসা ইচ্ছার,

আসিতে না ইচ্ছা হলে, এইখানেই যাব ব'লে

ব্রহ্মলোকে যাব চলে আসিবনা আর।

আদিত্যের আগে আগে উষার উদয়,

আদিত্যের আভাস সে, উষা কেহ নয়।

সূর্য্যের আভাস নিয়া সৌন্দর্য্য উষার,

আত্মার আভাস নিয়া আমিত্ব আমার।

সূর্য্যে ভুলি অহং বলি উষা উঠে জাগি,

"আমি আমি" বলি জীব নিমিত্তের ভাগী।

ভূতলে চঞ্চল জলে চন্দ্র গড়াগড়ি,

গড়াগড়ি যান আত্মা বুদ্ধি মাঝে পড়ি।

অহং ছাড়ি স্থির বায়ু মধ্যে গিয়া মন,

সর্ব্বদেবময় আত্মা করে দরশন!

শ্বাস স্থির মন স্থির স্থির দুটি আঁখি,

"ঢেউ দিওনারে সখি আত্মারূপ দেখি।"

মূলে হেরি পরমাত্মা জীবআত্মা সুখী,

সূর্য্যে হেরি হাসি মরে উষা সূর্য্যমুখী।

সুর নর পশু পক্ষী কাল স্রোতে ধায়,

কিন্তু সে চিন্ময়ে ছাড়ি দাঁড়াবে কোথায়?

সুখময় আত্মদৃষ্টি ক্রমে হতে হতে,

মন্দগতি করি দিবে মায়ামোহ স্রোতে।

রাত্রি দিন কর যদি যোগ ধ্যান পাঠ,
অজ্ঞান-মোহের বাটে পড়িবে কপাট।
ছেলে ভুলাবার চাঁদ এ জগৎখানি,
'আয় চাঁদ আয়' ডাকে মায়া বিমোহিনী।—
রমণী রজত খণ্ড আয় আয় ওরে,
যাদুর কপালে মোর চিক্ দিয়া যারে!
রমণী রজত হাটে হাটুরিয়া যারা,
নরকাগ্নি জ্বালিবার শুষ্ক কাঠ তারা!
ভানি কুটি তণ্ডুলের তুষ যায় স্পষ্ট,
মনটি আত্মার তুষ ভানিলেই নষ্ট।
যোগক্রিয়াতেই খোসা নিমিষেই ক্ষয়,
অহং বালির বাঁধ কতক্ষণ রয়?
গৃহিণীর সঙ্গে ঘুরি অক্ষম মার্জ্জার
দুগ্ধপানে কৃশদেহ স্থূল করে তার,
সাধুর পশ্চাতে যদি যুক্ত হয় মন,
মুক্ত হয় সাধুভাব করি আহরণ।
মৃত্যুপারে যাব মোরা দুঃখ ভ্রান্তি ছাড়ি,
অভ্রান্ত সে সুখময় আমাদের বাড়ী!
স্বার্থ সুখ গিয়া তথা দুঃখ নাহি দিবে
মন খুলি স্বার্থ ভুলি সুখী হবে জীবে।
নিজ যশোমান কেহ নাহি খোঁজে তথা,
মুক্ত হৃদয়ের যাহা শেষ দুর্ব্বলতা।

শিষ্যের কাঞ্চন নিয়া সঞ্চয়ের গিট
নাই সেথা, সাধুপদ্মে বৃন্তকাটা কীট।
অহিংসা করুণা সেথা রাখে জীবাত্মারে,
নেত্রপাতা রাখে হেথা নেত্র যে প্রকারে
বজ্রসার অবিচল নির্ম্মল আকাশ
স্থির বায়ুমধ্যে সেই দেশের প্রকাশ,
সকলে একাত্ম বোধ, স্বার্থ বোধ শেষ,
মৃত্যুপারে সাধুদের নব মহাদেশ।
এত বলি পিতৃদেব ধ্যান নিমগণ,
বিমল আনন্দে পূর্ণ সর্ব্বজন মন।
অধ্যাত্ম ভারত কথা অমরতা আনে,
মৃত জীব বাঁচে সেই সঞ্জীবনী গানে!

ষষ্ঠ দর্শন

অষ্টম সন্ধ্যা— জ্ঞান-ভক্তির যুগল মিলন।

চন্দ্রগিরি বলিতেছেন—

সূর্য্যতাপ নাই আর ধেয়ে আসে অন্ধকার
অসুরের মত,
রবিকর ধরি ধরি গ্রাসিছে আলোক-অরি
পলায় তিমির-বৈরী. হত সৈন্য যত।
ব্রহ্ম আলো নিবে আসি দেব দেবীরূপে ভাসি
দেখা দেন জীবে,
সেইরূপ ভব কূপে অপরাহ্ণ-সন্ধ্যারূপে
বিধাতার বিশ্বদীপ আসিতেছে নিবে।
আলো করি সূর্য্য আসে, অন্তরালে গিয়া হাসে,
দিবা নিশা তায়,
জন্ম-মৃত্যু হাসা-কাঁদা, ছেলে খেলা মিথ্যা ধাঁধাঁ!
পুনর্জ্জন্ম তরে দিবা মরিছে নিশায়! *

---

* অন্ধকার-অসুর এসে সূর্য্যদেবের কিরণ-রূপ সেনাগণকে ধরে ধরে খেতে আরম্ভ করল। তিমির-বৈরী সূর্য্য পালাইলেন, কিরণ-সৈন্য সব হত হল। যেমন ব্রহ্ম জ্যোতিই মুদিত হয়ে এসে দেবদেবী রূপে দেখা দেন, সেইরূপ বিশ্বদীপ সূর্য্য অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যারূপে দেখা দিলেন। সূর্য্য উঠে আবার আড়ালে যান, আবার আসেন,

আশ্রমে দেখিতে পাই অন্ধকার আর নাই,
আজ সাধুগণে
নিশাগমে মোহ নাশি জ্ঞান জ্যোতি পরকাশি
কহিলেন পিতৃদেব সুধাবরষণে—
যেমন কৌশলে ধরি কোন এক যন্ত্রে পুরি
বাষ্পকে বরফ করা যায়— ‡
তন্ত্রে চিৎবস্তু ধরি ক্রিয়াযোগ-যন্ত্রে পুরি
মন্ত্রে তারে প্রত্যক্ষ করায়।

তেমনি অজ্ঞানীরা একবার জন্মায় আবার মরে আড়ালে যায়, আবার জন্মে এই যাওয়া-আসা হাসি-কান্না একটা ধাঁধা মাত্র। দিনমানটি পুনর্জ্জন্মের জন্য যেন এখন মরিতেছে।

‡ বরফের কলে জল রাখিয়া পাম্পিং করিলে জল জমিয়া বরফশীলা হয়, জলের তাহাতে আপত্তি নাই। সেইরূপ অন্তরস্থ চিৎবস্তুকে যদি যোগক্রিয়ার যন্ত্রে রাখিয়া প্রাণায়ামাদি কৌশলে পাম্পিং কর, আর মন্ত্র জাগাইয়া অভীষ্ট দেবতার দর্শন জন্য যদি প্রগাঢ় ধ্যান মগ্ন হও তবে ঐ চিৎবস্তু জমিয়া ঠিক অভীষ্ট দেবতার আকার ধারণ করেন। সর্ব্বভেদী সর্ব্বময় চৈতন্যের কোনও আকার ধারণেই আপত্তি নাই। সকল আকারই সম্ভাবনারূপে নিরাকার ব্রহ্মচৈতন্যে নিহিত থাকে।

তার বক্ষে মূর্ত্তিধরা অসম্ভব নয়,
যাঁর বক্ষে কোটি মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে উদয়।
চিদঙ্গে মনের সঙ্গে ঘর্ষণ হইবে যত,
দপ করিয়ে দেবতা জ্বলে দীপশলাকার মত।

নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মমূর্ত্তি-অবতার
ভক্তির আশ্চর্য্য যন্ত্রে ফলে,
মন্ত্রের প্রগাঢ় শক্তি গড়ে অমূর্ত্তির মূর্ত্তি.
প্রত্যক্ষ করাতে যোগ-বলে।

চৈতন্যের আভা চিত্ত, স্থির হলে নিত্যসত্য,
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হন,
সে চিত্ত-মেঘের গায় চিৎ বিদ্যুৎ দেখা যায়,
সে বিদ্যুতে চলে সাধুগণ।

এক হওয়াতেই মধু দুই হওয়া দুঃখ শুধু,
দুই হলে পূর্ণতা হারায়,
পূর্ণ হইবারে পুনঃ ঝটাপটি পুনঃ পুনঃ
দুটি যেন এক হতে চায়।

জড় পর্ব্বতের অঙ্গে, জড়মেঘ ঘোরে রঙ্গে,
চিত্ত ঘোরে জড়দেহ ঘেরি,
দেহ ভুলি সেই চিত্ত হন আত্মা নিত্য সত্য,
আত্মতত্ত্ব অন্তরেতে হেরি।

মনের দোষেই হায়, লোকে মরীচিকা প্রায়
দেখে ভয়ানক ভবসিন্ধু!
দিয়া মিথ্যা ইন্দ্রজাল ঢাকে মাত্র ক্ষণকাল
আত্মসূর্য্যে মনোমেঘ বিন্দু।

মাটিতেই ঘট হয়,   ধূমেতেই মেঘোদয়,
নীচমনে মৃত্যুর উৎপত্তি,
উহুমরি উহুমরি   মনের দোষেই মরি !
মন মলে অমৃত-সম্পত্তি ।

দীপহস্তে যাই যত   আঁধার পলায় তত,
কোন্‌দেশে যায় যেন উড়ি,
জ্ঞানদীপ হাতে তাই   "মায়াকে" দেখিতে যাই
পলায় সে অন্ধকার বুড়ী ।

কার্পাসের বীজময়   মৃত্তিকায় গুল্ম হয়,
সেই গুল্মে ফল কার্পাসের,
সেই ফলে তুলা যত   তাতে জন্মে সূত্র কত,
সেই সূত্রে বস্ত্র আমাদের ।

পরিধানে যেই বস্ত্র   মৃত্তিকার সত্ত্বামাত্র
সেই মত চৈতন্যের সত্ত্বা
ধরিয়া নানান্ ভান   বিশ্বরূপে দৃশ্যমান্
বিশ্বেতে সাজেন বিশ্বকর্ত্তা ।

পুনঃ দেখ ছদ্মবেশে   দরিদ্র কুটীরে এসে
ভূপাল চাহেন যেন দান,
তেমতি অজ্ঞাত ভাবে   পূর্ণব্রহ্ম এই ভবে
ভিখারী সাজিয়া ভিক্ষা চান ।

সুন্দরীর গর্ভে যথা তার প্রতিবিম্ব সুতা,
মাতৃরসে সেরূপ সুন্দর
পরাপ্রকৃতির গর্ভে, প্রতিবিম্ব মোরা সর্ব্বে
ব্রহ্মবীর্য্যে অজর অমর !

মম দেহ ব্যোমময়, নেত্রে দেখা সাধ্য নয়,
মিটি মিটি চক্ষু এই দুটি,
ত্রিনয়ন বলে কারে, ভুলেছি জন্মের তরে
ত্রিকালেতে রয়েছে যা ফুটি।

দুই কাঠা ভিটা মাটি, দুই পায়ে হাঁটা হাঁটি,
তাতেই মজিয়া আছে মতি,
অনন্তের অধিকারী ভিখারী হয়েছি মরি,
ভুলেছি সে মনোরথ-গতি !

আত্মজ্ঞানে দেখি সৃষ্টি, দারাপুত্র কত মিষ্টি !
আত্মামাখা প্রিয়তমা মুখ,
আত্মামাখা পুত্র কন্যা এনেছে সুধার বন্যা,
সুখের উপরে ঢালে সুখ !

আত্মজ্ঞের সৃষ্টি হেম, ফুটিয়া উঠিছে প্রেম,
নয়নে ছুটিছে ব্রহ্মজ্যোতিঃ,
প্রেমে কেহ নহে ন্যূন মমতা সহস্রগুণ !
"একাত্ম বোধের" এই রীতি !

জীবন-বিধাতা যিনি ফেলিয়া না যান তিনি
নিশীথ আঁধারে,
আগে ত লুকায়ে রন শেষে ত প্রকাশ হন
করি দেন উত্তরণ ভবসিন্ধু পারে।

বিপদে সম্পদে সাথে বিশুদ্ধ চৈতন্য পথে
থাকি অবিরত,
উন্নতি-বিকাশ তরে আঁধারে ধরিয়া করে
নিয়া যান ধীরে ধীরে জননীর মত।

একেবারে সুপ্রকাশ হলেই ত দুঃখ নাশ!
না হন তা কেন?
কত লোকে তাও আছে, কত সাধু সাধ্বী কাছে
ঈশ্বর সুপ্রকাশিত দিবাকর যেন।

শুনিছেন সাধু সব মাভৈঃ মাভৈঃ রব,
জুড়াইছে প্রাণ,
হেরিছেন জীবাধারে মৃত্যুর উভয় পারে
জীবন্ত জ্বলন্ত এক বিধাতৃ-বিধান!

সে বিধাতা প্রেমময়, আদৌ নিষ্ঠুর নয়,
বরষা প্রেমের;
তিনি প্রাণ মোরা প্রাণী, তিনি জ্ঞান মোরা জ্ঞানী
বহিতেছি তাঁর ভার মাথায় মোদের!

তাঁর দত্ত দুঃখভার, পাইলে আমার আর
আনন্দ না ধরে ;
যেই যত প্রিয় তাঁর, তাঁরে দেন তত ভার,
বোঝা দিয়ে বুঝে লন প্রিয়তম নরে।

দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান।

দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান ছোট বড় ভাই,
ছোটকালে মারামারি বড় হলে নাই।
ব্যক্তি ভাবাপন্ন সেই হরি দয়াময়,
দেশকাল পাত্রে হন আত্মা সর্ব্বময়।
দ্বৈতাদ্বৈত বুদ্ধি মনে লক্ষবার আসে,
অদ্বৈত প্রবল শেষে বহুল আয়াসে।
বুঝিলে অদ্বৈত তত্ত্ব বারেক কেবল,
উড়িয়া না যায় হরি—ভক্তি নিরমল।
জ্ঞান ভক্তি অবিরোধী দম্পতির মত,
গীতা ভাগবত মধ্যে রন অবিরত।
ছায়াতে ত সূর্য্য নাই তবু আছে আলো,
আলো ছায়া গুপ্ত সূর্য্য বুঝে দেখ ভাল।
মানুষ ত ব্রহ্ম নয়, কিন্তু সে চেতন,
সেই ত চৈতন্য-ব্রহ্ম ছায়ার মতন।

অতি ক্ষুদ্র হয়ে গিরি আর্‌সিতে আসে,
মানব-বুদ্ধিতে ব্রহ্ম ক্ষুদ্র হয়ে ভাসে!
ব্রহ্মে দেখা অসম্ভব তাই ব্রহ্ম আসি,
বিশ্বের সর্ব্বস্ব হন সূর্য্যরূপে ভাসি!
সর্ব্বদা সে সূর্য্যতেজ সহে না এ ভবে,
নিশাকালে তাই সূর্য্য চন্দ্র রূপে শোভে
জ্যোৎস্নার মত তাই মনে ব্রহ্ম স্থিত,
অতি স্নিগ্ধভাবে ব্রহ্ম জীবচিত্তে নীত।
অস্পৃশ্য অভেদ লোনা সিন্ধুজল মত,
অস্পৃশ্য অভেদবাদী সন্নাসীরা যত,
যোগী-ঋষি সন্নাসীর পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান,
লুকায়ে পুরাণে আনে দেব দেবী ধ্যান।
চুপে চুপে সিন্ধু আসে কূপে বিন্দু হয়ে,
নদী সরোবরে আসে মিঠা পানী লয়ে!
চুপে চুপে চুয়ায় সে ব্রহ্মসিন্ধু জল,
জীব-সরোবরে আনে প্রেম নিরমল!
গা ঢাকি আসেন ব্রহ্ম দেব দেবী রূপে,
চুপে চুপে সূর্য্যবিম্ব যান অন্ধকূপে।
চুপে চুপে সূর্য্য হন শীতল সলিল,
চুপে চুপে সূর্য্য হন অনল অনিল।
চুপে চুপে সূর্য্য হন গিরি নদী বন,
চুপে চুপে সূর্য্য হন চন্দ্রিমা কিরণ।

লুকাইয়ে সূর্য্যদেব রক্ত রাগে হাসি,
উষাকালে নলিনীরে চুম্ব দেন আসি।
ব্রহ্মইত সূর্য্যরূপী, সূর্য্যব্রহ্ম তাই,
সূর্য্যেব্রহ্মে ধরি বাচে জগতে সবাই।
ভীষ্মসম মুক্তি পাবে ধ্যাম কর মন,
মস্তকে উত্তরায়ণ সূর্য্যনারায়ণ। *

সাগরে তরঙ্গ উঠে বাতাসের কলে,
চৈতন্যে তরঙ্গ উঠে আদ্যাশক্তি বলে।
অজ্ঞেয়া সে মহাশক্তি অনাদি প্রকৃতি,
চৈতন্য পুরুষ বক্ষে চিৎঘনা সতী।
পুরুষের পানে ধায় হৃদয় নারীর,
সেটি সে মূলের ভাব পরাপ্রকৃতির।
বনিতা-সতিত্বে তাই গুপ্তপতি ধন,
সবিতা-জ্যোতিতে তাই সুপ্ত নারায়ণ।

---

* সাধারণ অর্থ—শরশয্যায় ভীষ্ম মরেন নাই, উত্তরায়ণ আসিলে তখন তিনি মরেন। যোগীর অর্থ—উত্তরায়ণ সূর্য্য মাথার উপর দিয়া যান। যোগীগণ মাথার উপর বা পিঙ্গলায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে ধ্যান করিতে অভ্যাস করেন, রাত্রিতে অন্ধকারেও উহা দেখিতে পান। সেই অভ্যাসবলে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা মাথার উপর উত্তরায়ণ সূর্য্য ধ্যান করেন, ইহাকেই যথার্থ উত্তরায়ণে প্রাণত্যাগ বলে, ভীষ্মও তাহাই করেন। সকলেই ইহা অভ্যাস করেন। জ্যোতিঃধ্যানে উর্দ্ধগতি মুক্তি হয়, অন্ধকার ধ্যানে অধঃপতন হয়।

প্রকৃতি চৈতন্য-ভ্রষ্টা, তার বিশ্ব-ক্ষুধা,
চৈতন্যের ক্রোড়ে তিনি, অবিচ্ছিন্না সুধা।
রাধা-কৃষ্ণ মিলিতাঙ্গ অমৃত সমান,
"তমালকোলে লতাদোলে আনে বলে আন্।
আমিই চেতন তাই আমি চিৎসত্ত্বা,
আমাকে চেন না? আমি ছদ্মবেশী আত্মা!
দেখিলে স্বর্গের "শ্রী" ব্রহ্মজ্ঞান যোগে,
তখন কি বাধা আছে স্বর্গ-উপভোগে?
চিদাকাশে আসি ভাসি উগা হাসি প্রায়,
মন-ইন্দ্রধনু তনু চিক্ দিয়া যায়!
শত শত মন আসি ছোটে নিজস্থানে,
প্রভাতের তারা যেন ত্রিদিবের পানে।
চৈতন্যে উদিয়া চিত্ত চৈতন্যে লুকায়,
আসি যেন সৌদামিনী হাসিয়া পলায়।
মনদূতে পাঠান সে জগতের কর্ত্তা,
শুকতারা সম নিতে বসুধার বার্ত্তা!
বুঝেছ কি কথাটা কি? ক্ষিতি অপ্‌পারে
চিৎ বিদ্যুতের বার্ত্তা ছোটে বিনা তারে।
অতল আকাশ-সিন্ধু—তলে গিয়া খাঁটি,
পেয়েছ কি চৈতন্যের বজ্রসার মাটি?
কখনো চৈতন্য সূর্য্য অস্তগত নয়,
তার আভা—বিশ্বশোভা, মিথ্যা কিসে হয়?

আগে মিথ্যা শেষে সত্য, নিত্য কাল হেন,
সুধার সংসার সাধু না ভুঞ্জিবে কেন ?
মূলে দৃষ্টি প'লে সৃষ্টি নিত্য মনোলোভা,
সোনায় সোহাগা যেন ভোগমোক্ষ-শোভা !
যেমতি গলিত স্বর্ণ ধারা অবিরাম,
সেরূপ চৈতন্য ধারা নয়নাভিরাম,
নিরন্তর সজাইছে অনন্ত সংসার,
এই বিশ্ব চৈতন্যের ধরো,বরষার !
সুধা-সিন্ধু-স্নান করি প্রকৃতি সুন্দরী
নিঙাড়ি নিঙাড়ি যান সিক্ত নীলাম্বরী !
তুষ্য নহে পোষ্য সদা পুত্র পরিবার,
বীরত্ব দেখাও ছাড়ি প্রভুত্ব মায়ার।
উচ্চৈঃস্বরে বল মুখে লজ্জাভয় ছাড়ি,
"মোহিনী মায়ার সাথে আড়ি আড়ি আড়ি !"
যেদিন দেখেছি খোলা কুবের ভাণ্ডার,
সেদিন কৌপীন পরি আনন্দ অপার !
দিবাভাগে দীপালোক নিবিলে কি ভয় ?
বাহিরের সূর্য্যালোক দিতেছে অভয় !
দেহঘরে প্রাণদীপ হইলে নির্ব্বান,
বাহিরেতে সূর্য্যসম জ্বলে মহাপ্রাণ !
বাহিরের সূর্য্যতেজে অগ্নি বেঁচে থাকে,
বাহিরের মহাপ্রাণ দেহে প্রাণ রাখে।

সূর্য্য আছে বলিয়াই অগ্নি আছে ভবে,
পরমাত্মা আছে তাই বেঁচে আছি সবে।
দেহ গেলে ভাবে লোক সকলি ফুরায়,
অন্ধকারে শিশু যেন জননী হারায়!
শুকাইত ভালবাসা—সুধা-স্রোতা-নদী,
অন্তরালে সুধাসিন্ধু না থাকিত যদি!
অনির্ব্বাণ মহাপ্রাণ সর্ব্ব-প্রাণাধার,
জানিলে জগতে জীব কাঁদিবে না আর।

নবম সন্ধ্যা—বিশ্বপ্রেম

চন্দ্রগিরি বলিতেছেন,—

বহুদেশ ঘুরি আসি হেরিনু পশিয়া কাশী
নৃত্য করে বারাণসী পূর্ব্ব অনুরাগে
সেই বিশ্বনাথ পিতা সেই অন্নপূর্ণা মাতা,
সাধুর অন্তরে ঠিক অদ্যাবধি জাগে!

এখনও সেই ভক্তি জাগে জীবে দিতে মুক্তি,
এখনও মহাশক্তি জাগিছেন তথা,
বিষয়ী অন্ধেরা তায় ধর্ম্ম না দেখিতে পায়
সর্ব্বত্রই তাদের সে উদরের কথা!

মুনিজন-মনোলোভা প্রণব-আশ্রম-শোভা
নৃত্য করে পবিত্রতা নরনারী-মুখে,

সকলে মিলিত তথা শুনিতে অমৃত কথা
হেরিয়া কুমার তাই কহিলেন সুখে,—
সূর্য্য যথা সুধাংশুতে চৈতন্যই ঈশ্বরেতে !
ঈশ্বরেই দেবদেবী দেখে জীবমন,
যতক্ষণ মন রবে, ঈশ্বর দেখিতে হবে,
মন গেলে ঈশ্বরই চিৎব্রহ্ম হন।
নিশাঘোরে সূর্য্যজ্যোতিঃ চাঁদে গিয়া পড়ে,
মনঘোরে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেবদেবী গড়ে।*
দেব দেবী মাত্রে ব্রহ্ম যে জন না মানে,
হিন্দু ধর্ম্ম সুধা সিন্ধুর বিন্দু নাহি জানে।
আকাশ ঈশ্বরময় হেরি চিত্তপটে,
জীবভাব রাখি আমি কহি করপুটে,—
হে আত্মন্ ক্রমে আমি তব বক্ষে যাই,
মহাপ্রাণ পাই শুষ্ক মুক্তি নাহি চাই !
তোমাকে পাইয়া গেল বিশ্বময় ক্ষুধা,
দেবদেশে তুমি নাথ অফুরন্ত সুধা !
হে আত্মন্ তুমি সার সর্ব্ব আকাশের,
তুমি পূর্ণ পরিতৃপ্তি সর্ব্ব প্রকাশের।
শঙ্করের মুক্তি তুমি বুদ্ধের নির্ব্বাণ,
মোদের সচ্চিদানন্দ প্রাণে মহাপ্রাণ !

* সূর্য্যের জ্যোতিই চন্দ্রে পড়ে, ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিই দেব-দেবীতে পড়ে।

অব্যক্ত ব্যক্তিত্বহীন হও মুক্তি দিতে,
ব্যক্ত হয়ে ব্যক্তিভাবে এস বক্ষে নিতে।
প্রিয়তমা-পাশে তুমি প্রেমসেবা চাও,
সেই সেবা নিতে তুমি প্রাণপতি হও।
নিরখি ও মুখশশী জুড়াই এ হিয়ে,
মধুবর্ষী প্রাণস্পর্শী নেত্রে নেত্র দিয়ে!

সুনীল গগনে সুন্দর নয়নে,
চাহিয়ে রয়েছ নিশিদিন,
বিশ্বপতি তুমি চেয়ে আছি আমি
চিরদিন না হই মলিন!
নির্ম্মল অম্বরে নেহারি তোমারে
ধরি ধরি যেন মনে হয়,
ফিরে ফিরে চাই দেখিতে না পাই
একি রঙ্গ কর রঙ্গময়?
প্রকৃতির দিকে আধ আধ চখে
অপাঙ্গ ঠারিয়ে কও কথা,
দেখিতেছি আমি, প্রাণ সম তুমি,
লুকাইয়ে আর রবে কোথা?
দিনমণি থাকে, মেঘমালা তাকে
কতক্ষণ ঢাকে বল আর?
আমি যে তোমারে অন্তরে বাহিরে,
দেখেছি গো, ঢাকে সাধ্য কার?

তব পদে থাকে যদি মতি,
লাখ অমঙ্গল যদি আমারে ঘেরিয়া ধরে,
তবু আমি সুশীতল অতি।

প্রাণরূপে হৃদয়ের স্বামী,
তিলার্দ্ধ তোমায় যদি দেখিতে না পাই গো,
প্রাণে মরি প্রাণ তুল্য তুমি!

কেহ যদি তব কথা কয়,
মন হয় উচাটন, পরাণ উতলা অতি
কাঁপে অঙ্গ, কি জানি কি হয়?

আপদ্ বিপদ্ উৎপাত,
লাখ লাখ পাপ পুণ্য কিছুই সে নহে গণ্য,
তোমার বিচ্ছেদে বজ্রাঘাত!

কি যে শক্তি নামেতে তোমার,
মায়া মোহ যায় কেটে, অন্ধেরও চক্ষু ফেটে
দরদরে বহে অশ্রুধার!

"আমি ও 'আমার" কবে যাবে?
এ দীর্ঘ স্বপন হেন, এখনো ভাঙ্গেনা কেন?
তোমাতে জাগ্রত হব কবে?

সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তি তুমি
যে ভাবে যে মনে ওঠ সে ভাবে সে মনে ফোট,
চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্যামী!

চিৎধাতু তুমি সর্ব্বগত,
ভক্তেরা ধরি তোমারে যেই ফলোন্মুখী করে
সেই ফলে হও পরিণত !
তুমি সর্ব্ব চিন্তাফল খনি,
যে চিন্তা প্রবল যার অনুরূপ ফল তার,
চিন্তামূলে তুমি চিন্তামণি !
দেখিয়াই চিনিয়াছি আমি,
মধুরসে মজাইয়ে বিশ্বখানি সাজাইয়ে,
সামনে দাঁড়ায়ে আছ তুমি !
বুঝেছি সাধন মোর মিছে !
আকাশে তুলিবে আশা দিয়ে কুলধর্ম্ম-নাশা.
গোপনে লেগেছ মোর পিছে !

উজ্জ্বল রস। নবীন অনুরাগ।

আঁকিয়ে কুসুম, মনুয়া পাখা,
বুঝাতে আর কি রেখেছ বাকি ?
খবর দিয়েছ সংগোপনে,
ক্ষীর যোগায়ে মায়ের স্তনে !
তরুণ অরুণ কিরণ যত
খবর আন্‌চে মনের মত ;
বরষা নিশায় তোমার কথা,
বলেছে আমায় দামিনীলতা !

কাঁদায় আমায় সারা যামিনী,
আঁখির ঠারে সে সৌদামিনী।
মধুমাসে বয়, জুড়ায় জীবন
তব কথা কয় মলয় পবন!
পলাশ ফুলের আকাশভরা,
খল্ খল্ হাসি জাগায় মরা!
আর কি যায় গো গোপন করা?
প্রেমের পত্র পড়েছে ধরা!
জাতি যূথী বেলা মালতী ফুলে,
তব করলিপি দেখেছি খুলে!
ফুলঢাকা লেখা পড়েছি আমি,
পড়িতে জানি না ভেবেছ তুমি?
পাখায় বাঁধিয়ে ময়ূর পাখী,
আনিয়ে পত্র দিয়েছে ডাকি!
গীতা ভাগবত দু'খানি পত্র,
কেঁদেছি পড়িয়ে প্রত্যেক ছত্র!
প্রিয়তমা মুখ হেরিনু যে দিন,
তোমার পত্র পেলাম সে দিন।
তোমার খবর রজনী ভোরে,
ডাকিয়া বলেছে পাপীয়া মোরে!
কাণে কাণে কয় উষার অনীল,
ফুকারি কয়েছে কুঞ্জ-কোকিল!

শ্রীরাধা গোবিন্দ বলিয়ে ডাকি,
খবর দিয়েছে ময়না পাখী!
ব'লে গেল ওই ভমরা-বধু,
বন ফুলে তব লুকান মধু!
তোমার হাতের চিত্র আঁকা,
তোমার হাতের পত্র লেখা
দেখেছি চিনেছি পড়েছি ক্রমে,
ডুবেছি তোমার বিশ্বপ্রেমে!

দিবানিশি প্রাণ ভরি, মনে মনে নাম করি,
নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম নাম বস্তু সার,
নাম বস্তু ভিন্ন নয়, নামেই নিস্তার!

পথ দিয়ে হেঁটে যাই, মনে মনে নাম গাই,
হাটে মাঠে ঘাটে আমি মনে মনে স্মরি
তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম করি!

হাড়ী ডোম রূপ ধরি, ময়লা সাফাই করি,
বলিহারি কি আনন্দ, করি অনুভব
তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম সব!

যত দেখি নরনারী তব মুখ-বিম্ব হেরি
মরি মরি তোমার কি প্রেমের সংসার,
তোমার সংসারে আমি হব ঝাড়ুদার!

মরিলে এ মৃত কায়, পশু পক্ষী যেন খায়,
অজাও কলিজা দিয়া করে জীবসেবা,
আমার কলিজা নেবে দয়া করি কেবা ?

আকাশ-সাগরে যেন বাতাস-সলিল হেন,
জগৎ তলানি মাটি পড়েছে তলায়,
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম রত্নরাজিতায়।

ভাবিয়া সংসার বিষ, কেঁদেছিনু অহর্নিশ,
এবে দেখি সে সংসার ব্রহ্ম-বিদ্যালয়,
তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ম্মময় !

সেবকের রূপ ধরি, তোমার সংসার করি,
তব অন্ন রাঁধি বলি—দেখ দয়াময়,
তোমার কর্ম্ম তোমার কর্ম্ম, আমার কর্ম্ম নয় !

তব অন্ন হাতে করি যার যার মুখে ধরি,
"দেহি দেহি" বলে সবে, তাতেই প্রত্যয়—
তোমার অন্ন তোমার অন্ন, আমার অন্ন নয়।

গৃহে হয় অন্নপাক, পেটে হয় পরিপাক,
এক তুমি বসে আছ দু'পাকের পিছে,
তোমার কর্ম্ম তোমার কর্ম্ম, আমার কর্ম্ম মিছে।

আমি যবে বসি খেতে পড়ি থাকে সম্মুখেতে
থালাভরা তব অন্ন, ঘটিভরা জল,
তুমি কই, তুমি কই ? আঁখি ছলছল।

আমি অন্ধ আছি একা পাইনা তোমার দেখা,
হাতে খুজে চারিধারে ধরেছি এবার,
আমার অন্ধের যষ্টি হারায়োনা আর ।
তোমার মাটির বোঝা বহিয়ে পেলাম মজা,
মাটি নয় খাঁটি সোণা জয় দয়াময়,
তোমার কর্ম্ম তোমার কর্ম্ম, মাটি বওয়া নয় ।
গৃহখানি ঝাঁট দিয়া, তৃণগাছি সরাইয়া
ভাবি প্রতি কর্ম্মবিন্দু ব্রহ্ম সমুজ্জ্বল,
সিন্ধুর প্রত্যেক বিন্দু লবণাক্ত জল ।
জীবে জীবে তুমি শুধু, তব কর্ম্মে কত মধু,
অমৃতের অফুরন্ত ব্রহ্মকর্ম্ম তাই,
তোমার কর্ম্ম তোমার কর্ম্ম, আমার কর্ম্ম নাই !
তোমার কর্ম্ম তুমি সার তুমি সর্ব্বমূলাধার,
"আমি আমি" করি শুধু ভাসি আঁখিনীরে,
আমার কর্ম্ম বলি তাই বজ্রাঘাত শিরে !
কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম, তুমি কর্ম্মরূপী ব্রহ্ম
জানিলেই বিশ্বপ্রেমে মেটে ভবক্ষুধা,
তোমার কর্ম্ম করি আমি সুধা হতে সুধা !
মলয় পবন বহিবে যখন
প্রাণ মন কেড়ে নিও না,
কেন দুঃখ দেও, যদি কেড়ে নেও
আর যেন ছেড়ে দিও না।

লতায় পাতায় পাখীর পাখায়
সতত তোমায় হেরি গো,
অনল অনিলে শীতল সলিলে
তোমারে নিরখি মরি গো !

লোকে বলে কই ? আমি বলি ওই
ওই তাঁর জ্যোতিঃ ঝলকে,
ওই জলে স্থলে জলদের কোলে
চোখের চপলা চমকে।

দিবা বিভাবরী মহিমা মাধুরী
ভূতলে গগনে সাজে রে,
শোন শোন সই, হৃদপিণ্ডে ওই
গিরজার ঘণ্টা বাজে রে।

বিজলি প্রভায় কুসুম লতায়
দেখা দিতে বঁধু এস না,
হেরি প্রাণ কাঁদে শরতের চাঁদে
অমন্ করে আর হেস না !

হৃদয়ে হৃদয় না যদি মিলয়,
তবে আর সখা এসনা,
ওহে মন রাখা শুধু চোখে দেখা—
হেন ভালবাসা বেস না।

যাক্ ভালবাসা থাক্ শুধু আশা,
আশা-বাঁধে প্রাণ বাঁধিব,
দরশন মাত্রে পরশন গাত্রে
কবে পাব তাই ভাবিব।

চারি চোখে সখা, যে অবধি দেখা,
প্রাণ রাখা দায় হয়েছে,
চোখে চোখে হাসি! তাড়িতাগ্নি আসি
মেশামিশি হয়ে রয়েছে।

নব অনুরাগে আনাগোনা আগে
চেনাশোনা শেষে হয়েছে,
চুপে চুপে এসে প্রাণ পরশিলে
বাধ-বাধ ভাব ঘুচেছে।

তুমি যে আমার আমি যে তোমার,
শতবার তা'ত বলেছ,
বারে বারে বারে অপাঙ্গের ঠায়ে
কত কথা মোরে কয়েছ।

নিরাকার তুমি, সাকার যে আমি
তুমি মম স্বামী হয়েছ,
প্রাণের স্বরূপ, অতি অপরূপ
"চিদ্-ঘন রূপ" ধরেছ।

অরূপের রূপে আসি চুপে চুপে,
মম অন্ধকূপে পশেছ,
তব রূপ-বিন্দু, চিদাকাশে ইন্দু,
প্রেম-সিন্ধু হয়ে রয়েছ।

মাতৃগর্ভ হতে স্নেহ করিতেছ আমারে,
তুমি ভালবাস ব'লে ভালবাসি তোমারে।
এত ভালবাস তবু তব পাশে আসিনা,
তাই বুঝি ভাব মনে আমি ভাল বাসি না!
তোমার জীবের লাগি তোমারই ভাবনা,
তুমি বুঝি ভাব মনে আমি কিছু ভাবি না!
তোমার দুয়ার ঘর নারীনর তোমারি,
তোমাপানে চাহিলেই তারা সব আমারি!
তব কাছে যেতে চাই পথ খুঁজে পাইনা,
তুমি বুঝি ভাব মনে আমি যেতে চাহিনা!
তোমার প্রসাদ-অন্নে কত মধু ঢেলেছ,
তুমি বুঝি ভাব মনে লুকাইয়ে খেয়েছ।
বনফুলে মধু দিলে কত তব করুণা,
তুমি বুঝি ভাব মনে ভ্রমরা তা জানে না?
মনশূন্য করি পুণ্য পাদপদ্মে দিয়েছি,
তুমি বুঝি ভাব মনে পাপগুলি রেখেছি!
মনে মনে তোমারে ত সব দেওয়া হয়েছে,
তুমি বুঝি ভাব মনে প্রাণ বাকি রয়েছে?

আমার আমিত্ব নাই পাদপদ্মে সঁপেছি,
তুমি বুঝি ভাব মনে একবিন্দু রেখেছি !
ব্যাস-বশিষ্ঠের শিক্ষা—সব দিতে শিখেছি,
গোপীদের পাঠশালে তালপত্র লিখেছি।
জিজ্ঞাসি গো তব কথা তরুলতা ধরিয়া,
আমিত জানিনা কিছু অচেতন বলিয়া।
সর্ব্বভেদী চক্ষু তব বক্ষে মম দিয়েছ,
তোমা বিনা আর কিছু সেখানে কি দেখেছ ?
নয়নে নয়নে রাখি কোন দিকে চাবনা,
তুমি যদি ভুলে যাও আমি ভুলে যাব না !
হাতে তুলে নাহি দিলে আমি কিছু খাব না,
তুমি কথা না কহিলে কথা আর কব না !
তুমি ঘরে না রহিলে আমি ঘরে রব না ;
তুমি গুরু না হইলে কারো শিষ্য হব না।
তুমি আত্মা না হইলে আত্মভাব লব না,
ব্রজের এ মান-রস অন্য জনে কব না !
গোপিকা মধুমক্ষিকা মানচক্র ভরিয়া,
রেখেছে প্রেমের সুধা সুধাকরে জিনিয়া !
সখীর সুখের মান সংগোপনে শিখিয়া,
রেখেছি সে মান-মন্ত্র চিত্তপটে লিখিয়া !
যতনে রতন মান গলে রাখি গাঁথিয়া,
গোপী গোপী মন্ত্র জপি গোপীপ্রেমে মাতিয়া।

চিরস্থির এ যৌবন তব করে সঁপিয়া,
মানভরে গর গর থাকি আঁখি মুদিয়া।
তোমা বিনা এ দুয়ারে কে আসে গো সাধিয়া?
তোমা বিনা হেন মান কে দেবে গো ভাঙ্গিয়া?

দশম সন্ধ্যা।

ব্রজ-রস—মহামিলন।

ব্যস্ত হয়ে এল ধেয়ে পুনঃ সন্ধ্যা সতী,
হরিপদে দিতে বেঁধে সাধু মতিগতি!
চিত্তশুদ্ধি ভক্তিবৃদ্ধি তবে ব্যস্ত মন,
নিশামুখে এল সুখে সাধুসাধ্বীগণ।
যোগহৃষ্ট উপবিষ্ট সুধাংশুকুমার,
নেত্রদলে ভক্তিদোলে বহে প্রেমধার।
সর্ব্বপ্রাণে এক প্রাণ করি নিরীক্ষণ,
বিতরে বৈকুণ্ঠ জ্যোতিঃ যুগল-নয়ন!
জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তিরূপা কান্তি নিরমল,
প্রাণস্পর্শী মধুবর্ষী শ্রীমুখ-কমল!
পূর্ব্বাকাশে যেন হাসে উষাকালে রবি,
প্রেম মাখা যেন আঁকা স্থিরতার ছবি!
মধু জিনি সাধুসঙ্গ সমাগত জানি,
কহিলা সুধাংশু-দেব মধুরস-বাণী!

যত ভিন্ন ভিন্ন বোধ ততই বন্ধন,
অভিন্ন বোধই প্রেম প্রাণ-সম্মিলন।
জড়ে গড়া কাম-ফল চিন্ময় সে বোঁটা,
জড়ের কপালে আছে চিন্ময়ের ফোঁটা !
এই কাম আসিয়াছে পূর্ণ কাম থেকে,
আত্ম বোধে নাচে 'কাম' নিজে নিত্য দেখে।

জগতের চারিধারে কে যেন ডাকিছে মোরে,
বাজে যেন মধুর মুরলী,
নহে বিষ্ণু মহেশ্বর, নহে সে জগদীশ্বর,
বনে বনে যেন বনমালী।
ছাড়িব ঘরের আশ, বনমধ্যে বনবাস,—
এই চিতে দঢ়াইনু সার,
প্রাণসম প্রিয়তম, সেই সে নিকটতম,
"নিজ জন" হেন নাহি আর !
সে যদি সাকার হবে আমিও সাকার তবে,
নিরাকারে নিরাকার আমি,
জড় হ'লে জড় হব, চৈতন্যে চিন্ময় রব,
এক হব ছাড়ি "আমি তুমি"।
সংসার উন্মত্ত যারা মোরে খ্যাপা বলে তারা,
ভয়ে আমি বলি সবে ধরি,
কেন শুন মিথ্যা যত পরামর্শ ভাবি নাত,
অবিরত অর্থচিন্তা করি !

সংসার চিন্তায় রত আর কিছু ভাবিনাত
অর্থচিন্তা সুখের আকর ;
কেন বা ভাবিব ধর্ম্ম ? তাতে নষ্ট সর্ব্ব কর্ম্ম !
সংসারীর অর্থই ঈশ্বর !

ধর্ম্মেতে কি আছে সুখ ? রতন কাঞ্চন মুখ
হেরিতে পাবনা কোন কালে,
চুল করি আলু থালু, কৌপিন ও কমণ্ডলু
লয়ে কি বসিব বৃক্ষতলে ?

সবাই ধমকে মোরে অর্থ উপার্জ্জন তরে,
দারাসুত বলে সুধু তাই,
মাতা পিতা বন্ধু যেই, সদা ভয় করে এই—
পাছে বা সন্ন্যাসী হয়ে যাই !

'ননদি লো, মিছাই লোকের কথা !
যদি কানু সঙ্গে পীরিতি করি ত
সপতি তোমার মাথা !

নিজ পতি বিনে আন্ নাহি জানি
সেই সে আমার ভাল,
কোন্ গুণে যাই রাখালে ভজিব ?
যাহার বরণ কালো !

মণি মুকুতার আভরণ নাই,
সাজনি বনের ফুলে !
চূড়ার উপরে পাখীর পাখা,
তাহে কি রমণী ভুলে ?" (শিবরাম)

ননদিরে দিয়ে ফাঁকি, নিরজনে গিয়ে থাকি,
জিজ্ঞাসা না করি বদ্ধ-জীবে,
যেখানে রূপের ঘটা আত্মার রূপের ছটা
মোহিছে মোহিনীরূপে শিবে !

স্বয়ং শম্ভু হন বশ, অসম্ভব রূপ-রস,
উথলে আতিবাহিক দেহে,
রূপের চূড়ান্ত সেই, রসের তুলনা নেই
উথলি অমৃত-উৎস বহে !

অম্লান যৌবন মোর নিরীক্ষণে হয়ে ভোর
পূর্ণব্রহ্ম চিৎ-ঘন হন,
অবশে লীলায় আসি, বাজান মোহন বাঁশী
মন নাশি প্রাণ কাড়ি লন !

যেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে আমার যৌবন বাড়ে
মাটিতে না দেই পদ আর,
মম শ্রীঅঙ্গের গন্ধ পূর্ণব্রহ্মে করে অন্ধ
কি ছার সে কথা দেবতার !

মম রূপ হেরি তায় ত্রিলোক সমাধি পায়,
ব্রহ্মজ্যোতিঃ অঙ্গে বাঁধি রাখি,
ব্রহ্মকর-স্পর্শ পেয়ে উচ্চ বক্ষ জুড়াইয়ে
নয়নে নয়ন দিয়ে থাকি।

চোখে চোখে দেখা হলে, এ সংসার যাই ভুলে
প্রাণ খুলে প্রেমে হই ভোর,
নেচে ওঠে শরদিন্দু চরাচর-সুধাসিন্ধু
ভুলে ওঠে মন-প্রাণে মোর!

চারি চক্ষু মিলিলেই বক্ষে গিয়া বক্ষ দেই
দ্বৈতবাদে ছাই দিয়া যাই;
মিলনে অমৃত ওঠে প্রেমের সৌরভ ছোটে
পরিমলে ত্রিলোক ভাসাই।

আয় আয় সহচরি, আহামরি আহামরি!
প্রেমের পূর্ণতা দেখ আসি,
সংসার গিয়েছে নিবে মিলেছে জীবে ও শিবে,
ত্রিদিবের ভালবাসা বাসি!

তাই ব্রহ্ম নন্দ ব্রজে গোপীকৃষ্ণ হয়ে,
সাধেন আত্মার প্রীতি আত্মছায়া লয়ে!
নির্দ্দোষে "অহং" হয় সত্ত্বগুণ সার,
আত্মাপতি অহংসতী নিত্যবক্ষে তাঁর!

জ্ঞানে প্রেম প্রেমে জ্ঞান জাগে অবনীতে,
জাগ্রত ব্রহ্মসমাধি প্রেম-সমাধিতে।
জ্ঞানে প্রেম ব্যোম পূর্ণ নাই শূন্য লেশ,
আমাদের মৃত্যুপারে নব মহাদেশ।
সুধারস বুঝি শুধু প্রেম-রসনায়,
অবোধ মধুতে শুধু অঙ্গুলি ডুবায়!
পরা-প্রকৃতির প্রেম কে পারে কহিতে,
নিত্য জাগে নবসুখ ব্রজ-সমাধিতে!
পরম পুরুষ-অঙ্গে হয়েছেন আধা,
নিত্যলীলা রসময়ী রঙ্গময়ী রাধা!
রূপ রসে টলমল শ্রীব্রজ মণ্ডল,
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ব্রহ্ম নিরমল!
পশু পক্ষী তরুলতা ফল ফুল যত,
বোবা হয়ে থাকে ভবে কথা কহে না ত!
ব্রজের সে তরুলতা কথা কয় সুখে,
জ্ঞানে প্রেমে ব্রহ্মগুণ গায় শতমুখে।
হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরে বেদ পাঠ ভবে,
ব্রজের কুক্কুটে পড়ে কু-কুকু-কু রবে!
শিখী পাখী চক্ষু মুদি বৃক্ষে বসি থাকে,
বেদান্ত-প্রসঙ্গ সাঙ্গ কৃষ্ণ বলি ডাকে।
পথ পানে চেয়ে থাকে শ্যামলী ধবলী,
আনন্দে গোবিন্দে বলে হম্বা রব তুলি।

দোহনের তরে গাই স্তনভারে হাঁকে,
প্রেম ভরে ভক্ত-প্রাণ কৃষ্ণ বলি ডাকে।

জীবপ্রেম উচু হ'লে ব্রহ্ম নীচু হন,
হেন মতে জীবে ব্রহ্ম অপূর্ব্ব মিলন।

কৃষ্ণ বিনা হাহাকার করে গোপী-প্রাণ,
নেত্র জলে বাণ চলে, যমুনা উজান।

শ্রীরাধা দেখেন কৃষ্ণ নাচে বনে বনে,
সখীকে কহেন, কেন দেখনা নয়নে?

"নটনমিদ মপূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণস্য পুরস্তাৎ
ন পশ্যসি অয়ি ধূর্ত্তে মুদ্রিতাক্ষি কিমাসি?

কৃষ্ণের অপূর্ব্ব নৃত্য সম্মুখেতে দেখি,
দেখিছ না চক্ষু মুদি আছ না কি সখি?

"প্রকৃতি পুরুষ লীলা—রাধাকৃষ্ণ কলেবরম্
প্রতিবিম্বং হি রাধায়াঃ শ্রীমূর্ত্তের্ব্রজকাননম্।"

প্রকৃতি পুরুষে রাধা-কৃষ্ণ সম্মিলন,
শ্রীমতীর মূর্ত্তি ছায়া শ্রীব্রজ-কানন।

"কোটী নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই,
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ না দেখিব মুই।"

শ্বাস স্থির দৃষ্টি স্থির মন স্থির করি,
রাধা কৃষ্ণ রূপ হেরি কোটী নেত্র ভরি।

স্থূলদৃষ্টি যত ছাড়ে ততই চৈতন্য বাড়ে
জীব-ব্রহ্মে মধুর মিলন,
চিদ্‌ঘন নিরন্তর রাধা-কৃষ্ণ কলেবর
প্রকৃতি-পুরুষে আলিঙ্গন !
চৈতন্য-চন্দ্রের মাঝে, লীলার কলঙ্ক সাজে,
পূর্ণব্রহ্মে এ কলঙ্ক কার ?
কার লীলা সত্য বল, কার বা কলঙ্ক হল ?
কৃষ্ণ-লীলা কলঙ্ক রাধার ।
বাশিষ্ঠে নির্ব্বাণমার্গে, সপ্তষষ্টিতম সর্গে
রামচন্দ্রসনে কথা, বশিষ্ঠের মধুময়—
"ব্রহ্মের সে অঙ্গস্থিতা চিদঙ্গই ঘনীভূতা,
চিদ্‌ঘনা প্রকৃতি সে, কলঙ্ক কখনো নয়" !
প্রকৃতিকে ভিন্ন বলে ভিন্ন নয় সে কোন কালে
বিশুদ্ধ চৈতন্য-ব্রহ্মে, চিদঙ্গে অঙ্গাঙ্গি খেলা,
"এ কলঙ্ক তোমার কালা, কলঙ্কী নয় রাজবালা,
যার গলেতে গোকুলচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মালা !
(গোবিন্দ অধিকারী)"

গর্ত্তে বদ্ধ হলে হায় সাগর শুকায়ে যায়
শুকাইছে প্রাণগঙ্গা দেহের গোষ্পদে পড়ি,
অনন্ত আকাশ পথে, যে প্রাণ ভাসাও স্রোতে,
দেহগর্ত্ত ভূতগ'ড়ে মূল্য তার কাণা কড়ি !

আমরা হওয়ার জাতি, হাওয়া ধরি করি গতি,
হাওয়া ভরে বলি শুনি, হাওয়া ভরে উড়ে যাই,
মহাপ্রাণে প্রাণ ধরি, কটাক্ষে প্রাণ দিতে পারি
মহাপ্রাণে প্রাণ পেয়ে, এ প্রাণে মমতা নাই !

পতি পত্নী পুত্র ভাই এ সম্বন্ধ শেষে ছাই !
ধর্ম্মের সম্বন্ধ দেয় অমরত্ব পরস্পরে,
আত্মায় একতা দিয়া মহাপ্রাণ জাগাইয়া
আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত, নিত্যসুখে সুখী করে !

দেখেনা বিষয়ী অন্ধ, জীবে জীবে কি সম্বন্ধ !
মৃত্যুময় মায়াবন্ধ, গলায় পরিছে আঁটি,
করি আত্ম দরশন, একাত্ম মোদের মন,
তোমাদের আমাদের অমৃত-সম্বন্ধ খাঁটি ।

দেখিয়া নাচিয়া উঠি, কটিবন্ধ বাঁধি আঁটি,
সকলের জন্য খাটি, মাটি হওয়া অসম্ভব,
মাটি কভু নহে সৃষ্টি, মাটিতে কি এত মিষ্টি ?
"ধূলি নয় ধূলি নয়, গোপীপদ রজঃ সব ।"

সূর্য্যে নাচে-সূর্য্য আভা, চৈতন্যে চৈতন্য-প্রভা !
আমরা চৈতন্য-শোভা ! অধরে হাসি না ধরে
পেয়ে নিত্য ব্রহ্মসঙ্গ, লীলায় না দেই ভঙ্গ
নাচাই প্রত্যেক অঙ্গ, ঝাপাই অমৃত-সরে ।

এ সৃষ্টির এক কোটা লোকে সৃষ্টি দেখে এটা,
জ্বলন্ত জীবন্ত লীলা অনন্ত সে প্রাণময়,
চৈতন্যে অনন্তলীলা মহাপ্রাণে প্রাণ-খেলা
আনন্দে আনন্দে করি, অনন্ত জগৎ জয়।

এ আনন্দ কোথা রাখি, তাইতে তোদের ডাকি,
পেয়ে সুধা দিব ফাঁকি, তা কি কভু প্রাণে সয় ?
দারা পুত্র লও আসি, লও আসি বিশ্ববাসী,
এ আনন্দ অবিনাশী, প্রলয়ে না হয় লয়।

চন্দ্রগিরি বলিলেন—

নিরখিলা পিতা মম, সমাধিস্থ মুনিসম
আঁখি মুদি বসি সবে, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
শ্রবণে লাগিয়া রয় সুদূরে মধুরে হয়
মৃত্যুপারে মহাদেশে, মৃতসঞ্জীবনী গান !

পদে দলি অর্থ স্বার্থ রজত-রমণী,
আত্মার নিঃস্বার্থ রসে ডুবিল অবনী।
ঘুচে গেল জড়তার মোহ অন্ধকার,
খুলে গেল প্রাণজ্যোতিঃ আত্ম-সবিতার।
বিশ্বের মোহনবাঁশী বাজিল আকাশে,
বাজিল প্রাণের বাঁশী আত্মার প্রকাশে।
সর্ব্বপ্রাণে এক প্রাণ দরশন করি.
জাগে বিশ্বময় প্রাণ বলি হরি হরি।

ফুরাইল ভিন্ন বোধ জুড়াইল জ্বালা,
সাধু সাধ্বী গাঁথে মহামিলনের মালা।

বাজাইয়া ঐক্যতান নাচিতেছে আজি,
সুর নর পশু পক্ষী গিরি বনরাজি।

এক মহা সত্তাতেই সবে দিল কোল,
মিটে গেল ক্ষুদ্রতার যত গণ্ডগোল।

ছুটে এল মিশে গেল মহাপ্রাণে প্রাণ,
উঠিল মিলনোৎসবে ঐক্যতান গান।

খণ্ডতার গণ্ডী ভাঙে অখণ্ডের মাঠে,
সকলে কলসী ভাঙে যমুনার ঘাটে।

প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন দিয়া গোপীগণ,
মহাপ্রাণে করে মহা রাস-রসায়ন।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট। জীবন্মুক্তি।

এই জগৎ সঙ্কল্পরূপী ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জীবন্মুক্তগণ জানেন, জলে যেমন তরঙ্গ বিবর্ত্তিত হয়, শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্মেও সঙ্কল্প-বলে সেইরূপ সৃষ্টি বিবর্ত্তিত হইতেছে। সিদ্ধগণ সুদৃঢ় ধারণাশক্তির বলেই আপন আপন সঙ্কল্প-জগৎকে ইচ্ছামত সুবিস্তৃত ও সুস্থির করিতে সক্ষম হন। নিখিল সংসার সতত্তই চিদাকাশরূপে বর্ত্তমান, এই হেতু নিখিল সংসারকে যেরূপ ভাব দিয়া সুদৃঢ় ধারণা করিবে সেইরূপ ভাবই দৃঢ় হইয়া প্রকাশ পাইবে। কখনও তাহার অন্যথা হয় না। সুদৃঢ় সঙ্কল্পে যাহা প্রতিভাত হয় তাহা সেই চিদাকাশেরই স্ফুরণ মাত্র! সঙ্কল্প না করিলে কখনও চিৎ-স্বভাবের স্ফুরণ হয় না! একাগ্র-চিত্তে যে বিষয়ের ধারণা করিবে তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইবে।

চিৎ-বিকাশই সৃষ্টি-সংসার। যেখানে চিদাকাশ সেইখানেই সৃষ্টি-সংসার।' সমস্ত চিদাকাশই জগন্ময়, সমস্ত জগৎই চিন্ময়। স্বপ্নবৎ বলিয়া জগতের যে উপমা দেওয়া হয়, সেটা অজ্ঞানীকে বুঝাইবার চেষ্টা মাত্র। জ্ঞানিগণ জানেন জগৎ সেই চিৎস্বরূপেই নিত্য বর্ত্তমান।

লোকে সংসারে দান পুণ্য তীর্থাদি করিয়া পরলোকে গিয়া আপন আপন ধারণাবশে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের আভাসকেই ফলস্বরূপ লাভ করে। তাই শাস্ত্রবাক্য অন্যথা হয় না। কল্পনার সংসারে সংকল্পিত দান পুণ্যাদির ফল পরলোকে সার্থক হইবে, সন্দেহ নাই।

ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির ফল ইহকালে বা পরকালে অব্যর্থ ভাবেই ফলিয়া থাকে। উহা সেই চিদাকাশেরই মহাশক্তি। ইহকালের দান তপস্যা শ্রাদ্ধ তর্পণ ও জপাদির ফল পরলোকে অব্যর্থভাবে ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ব্রহ্মচৈতন্যে যে সঙ্কল্প-শক্তি সুদৃঢ় ছিল তাহা চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। পরমাত্মা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সমস্ত সঙ্কল্পিত ঘটনাতেই বিদ্যমান; তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাই তাঁহাতে সমস্তই সম্ভব হইতেছে। যিনি সর্ব্ব, যাঁহাতে সর্ব্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্ব, এবং সর্ব্ব হইতেই যিনি, তাঁহাতে কি না সম্ভবে?

স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে কোন বস্তু আসিলে ত. তৎক্ষণেই দর্পণ মধ্যে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিৎ-দর্পণের সম্মুখে নিরাকার সঙ্কল্প আসিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইলে উহা চিদ্‌ঘন হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করে ও স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা চিৎ-ব্রহ্মের স্বভাব।

শাস্ত্রের বিধি নিষেধ দ্বারা সমাজ-বন্ধন সুদৃঢ় থাকে এবং শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কারাবদ্ধ হইলেই ইহলোকে ও পরলোকে

তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রের বিধানানুসারে শুদ্ধ-চৈতন্য আত্মাও নিত্যকাল নিজস্বভাবে স্ফুরিত হইতেছেন। স্ফুরণ অস্ফুরণ এই দুইটি আছে, আত্মচৈতন্যকে যে ভাবে ভাবনা করিবে, দৃঢ়তা পাইলে তিনি সেই ভাবেই গঠিত হইতে চিরদিন সম্মত আছেন, তাহাতে তিনি কদাচ বিরোধী হন না। ভগবানও ভক্তের অধীন, স্কন্ধে চড়িব বলিলেও স্কন্ধ পাতিয়া দেন। দেবগণ ও মুনিঋষিগণ সেই অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমাধি-দশা ও ব্যবহার-দশা উভয়েই সমভাবে অবস্থিতি করেন, কখনও ম্লান হন না। ইহাই জীবন্মুক্তি বা ভোগমোক্ষ শোভা।

সঙ্কল্পজগৎ হইতে তদতীত ব্রহ্মভাব পর্য্যন্ত সোপান পরম্পরা এইরূপে সুসজ্জিত আছে। সমস্তই তোমার ও আমার জন্য রহিয়াছে। ব্রহ্মলোক ও কুবের ভাণ্ডার—সে সব তোমারই। সবলই রহিয়াছে ইহারা যাইবে কোথায়? কিছুই ফুরাইয়া যাইতেছে না। ধীরে ধীরে সহিষ্ণুতার সহিত শাস্ত্রপথে ও সাধনপথে অগ্রসর হও, সমস্তই তোমার করতলে প্রাপ্ত হইবে। 'আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সবই তোমার। সাংসারিক মত্ততা হইতে একটু অবসর লইয়া ভগবানকে প্রতিদিন ২।৪ ঘণ্টা সময় দেও। ভগবান ও গুরুদেব কেবল সময় চান। টাকা চান না। শাস্ত্রপাঠে, সাধনে, জপে ও সৎসঙ্গে সময় দেও। একই আত্মা একই চৈতন্য প্রতিদেহে, প্রতি চক্ষে ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিতেছেন, ইহা

স্পষ্ট দর্শন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইবে। তাঁহাকে দেখিয়া জীবে জীবে মমতা স্থাপন কর। প্রতি জীবকেই "মম মম" বলিয়া জান। এই আধ্যাত্মিক মম-মম বা প্রীতি প্রেম ভালবাসা বুঝিতে পারিলেই বিষময় জগৎ অমৃতময় হইবে। এই অমৃতের আস্বাদন পাইয়া ঋষিগণ বলিলেন—

"মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ, মধু-মধু-মধুঃ!"

বায়ুসকল মধু বহন করিতেছে। জল সকল মধু ক্ষরণ করিতেছে। আমাদের বৃক্ষ সকল মধুময়। সূর্য্য ও গাভী সকল মধুময় হোক। মধু মধু-মধু!